উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 12 May 2024 Sunday 18 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

রংদার রোববার

আর কতদিন তাকে পথে দেখা যাবে, কোনও ঠিক নেই। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সর্বত্র হারিয়ে চলেছে রিকশা। একসময় যা মানুষের অনিবার্য সঙ্গী ছিল। এখন টোটো এবং অটোর দাপটে গ্রাম থেকে মফসসল, শহর থেকে মহানগরে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এবারের প্রচ্ছদে বিষয় সেই পরিচিত যান রিকশা।

▸▸ নয় থেকে বারোর পাতায়

রিকশা

রাস্তা যেন দখলদারদেরই

বহরে বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। টোটো, অটো, ম্যাক্সিক্যাব, বাসে দমবন্ধ অবস্থা শহরের। যান নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিকেরও সেই অর্থে বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ে না। কেন এমন হাল, কোথায় আসল গলদ, খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ দ্বিতীয় পর্ব।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমের সামনে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স। সামনে ট্রাফিক সিগন্যালে হলুদ আলো জ্বলতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিলেন ভিনরাজ্যের এক গাড়িচালক। যখন বুঝতে পারলেন হলুদ আলোর আসল অর্থ, ততক্ষণে হর্ন বাজিয়ে চললেন সজোরে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সামনে তখন যাত্রী তুলতে ব্যস্ত এক টোটোচালক। চালকের দেখা নেই অ্যাম্বুল্যান্সের ভেতরেও। অগত্যা, ওই জট এড়িয়ে যখন গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা নড়তে শুরু করল, তখন মিনিট পাঁচেক পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু গতি স্থায়ী হল না দীর্ঘক্ষণ।

বিধান রোড থেকে ঘড়ি টাওয়ার হয়ে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। চওড়ায় কম নয়। কিন্তু যত এগোনো যায়, রাস্তাটা যেন সংকীর্ণ হতে থাকে ক্রমশ। ফুটপাথের পাশে চায়ের দোকান, হোটেল, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা টিকিট কাউন্টারে পথ চলাই যেন দায়। তার ওপর রয়েছে অবৈধ পার্কিংয়ের সমস্যা। ফলে চওড়া রাস্তাতেও গাড়ির গতি থমকায় অনায়াসে। আরেকটু এগিয়ে ইসকন মোড় পার হতেই হাতের ডানদিকে সারি দিয়ে বাইকের গ্যারাজ, হোটেল। কোথাও বিরিয়ানির হাঁড়ি এসে উঠেছে রাস্তায়, কোথাও কালিমাখা জামা পরে বাইকের স্ক্রু খুলতে ব্যস্ত গ্যারাজকর্মী। গাড়ির হর্নের ক্রমাগত আওয়াজ সম্ভবত এখন আর ওঁদের কানে পৌঁছায় না। অদূরে ট্রাফিক কিয়স্কের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকর্মী খুঁজে বেড়ান হেলমেটহীন বাইকচালককে। তাই যানজটে কে আটকাল, কেন আটকাল তা এড়িয়ে যায় চোখ।

সেবক রোড ধরে নিত্য যাতায়াত করেন অসীম বিশ্বাস। যানজটে থমকে যাওয়া যেন তাঁর রোজকার রুটিন। অসীম বলছেন, 'সেবক রোডের সব থেকে বড় সমস্যা হল স্লো মুভমেন্ট অর্থাৎ ধীরগতি। পার্কিং লটে গাড়ি ঘোরানোর জন্য মাঝেমাঝেই আটকে পড়তে হয়। এ সমস্যা বোধহয় মেটার নয়।'

শহরের আর পাঁচটা রাস্তার মতোই টোটোর দৌরাত্ম্য রয়েছে সেবক রোডে। কিন্তু এই পথে তার থেকেও বড় মাথাব্যথার কারণ ভ্যানরিকশা। রাস্তার দু'পাশে বহু বাণিজ্যক বিপণি থাকায় দিনভর

এরপর চোদ্দোর পাতায়

যানজটে থমকে গাড়ির চাকা। সেবক রোডে।

আমাদের মতামত

সেবক রোডে কয়েকটি ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে, যে ট্রাফিক সিগন্যালগুলোতে হলুদ আলো জ্বলে। ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সেদিকে ট্রাফিক পুলিশের নজর দেওয়া প্রয়োজন। টোটো ও ভ্যান নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষভাবে জরুরি। বিশেষ করে ভ্যানগুলো যাতে রাস্তার একধার দিয়ে যায়, সেটা সুনিশ্চিত করতে। তা না করা গেলে যানজট সমস্যার কোনওদিনই সমাধান হবে না। রাস্তা দখল করে চলতে থাকা গ্যারাজ, হোটেল নিয়ন্ত্রণও জরুরি। তাছাড়া অবৈধ পার্কিং রুখতে পুলিশের কড়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জারবন্দি পানীয় জলের কালোবাজারি

ফুলবাড়ির নতুন পাম্পিং স্টেশন পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব। -তপন দাস

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ মে : শিলিগুড়িতে জলসমস্যা মেটাতে একদিকে পুরনিগম পুরোদমে চেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে কালোবাজারির চেষ্টাও চলছে।

তিস্তা ব্যারেজে সেচ দপ্তরের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিলিগুড়িবাসীকে পানীয় জল পরিষেবা দিতে পুরনিগম মহানন্দা থেকে জল দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে। সেইমতো মহানন্দার জল তুলে পরীক্ষার জন্যে তা পাঠানো হয়েছে। সেই জল ইতিমধ্যে দুটি পরীক্ষায় পাশও করেছে। তৃতীয় পরীক্ষার জন্যে সোমবার এই জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ল্যাবে পাঠানো হবে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত মিললেই পুরনিগম বাসিন্দাদের হাতে মহানন্দার পরিস্রুত জল তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে, পানীয় জলের সমস্যা শুরু হতেই জারবন্দি জল চড়া দামে বিকোনো শুরু করেছে। জলের যে জার সাধারণত ২০–২৫ টাকায় বিক্রি হয়, পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টায় তা এখন ৫০–৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই ঘটনায় অসাধু একদল ব্যবসায়ীর দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শনিবার ফুলবাড়িতে জলপ্রকল্পের এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত সহ পুর আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গৌতম সেখানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) বাস্তুকারদের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাস্তুকারদের সঙ্গে আলোচনা করেন। দ্রুত যাতে মহানন্দার জলের বিষয়ে রিপোর্ট পাওয়া যায় তা দেখতে তিনি নির্দেশ দেন। গৌতমের বক্তব্য, 'মহানন্দার জল শহরবাসীকে দেওয়া যায় কি না সেটা দেখা হচ্ছে। একের পর এক পরীক্ষা করা হচ্ছে।' বিকল্প ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজও শেষের দিকে বলে তিনি জানান।

গজলডোবায় সেচ দপ্তরের বাঁধ মেরামতির কাজের জন্যে শহরে পানীয় জলের সমস্যা কিছুদিন বজায় থাকবে। পুরনিগম বিষয়টি ঘোষণা করতেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আসরে নেমে পড়েছে। জারবন্দি জল চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে পুরনিগম মহানন্দা থেকে জল তুলে পরিস্রুত করার পরিকল্পনা করেছে। সেইমতো মহানন্দার জল তুলে শিলিগুড়িতেই দুটি পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই দুটি পরীক্ষা সফল হওয়ায় জলের নমুনা সোমবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে পাঠানো হচ্ছে। পর্ষদের ছাড়পত্র মিললেই মহানন্দার জলও উত্তোলন শুরু হবে। যতদিন না পর্যন্ত তিস্তা ব্যারেজের কাজ শেষ হচ্ছে ততদিন এভাবেই কাজ চালানোর চিন্তা করা হয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আমেথির দুই রানির ঝামেলা আড়ালে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আমেথি, ১১ মে : এদিকের শেষ গ্রামটার নাম দূতনগর, ওদিকের শেষ গ্রাম চৌরাহা। রায়বরেলি ও আমেথির সীমানায় দেখা কানপুরের কৃষ্ণকুমার মিশ্রের সঙ্গে। চোদ্দো বছর হল এখানে কাজ করছেন এক কেন্দ্রীয় সংস্থায়।

শহর হিসেবে আমেথি আর রায়বরেলির মধ্যে ফারাক কী দেখছেন? প্রশ্নটা শুনে মিশ্রজি এতটুকু ভাবেন না, 'রায়বরেলি অনেক বড় জায়গা। ওখান থেকে কেটে আমেথি জেলা হয়েছে। রায়বরেলির যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ভালো। অনেক বেশি সুবিধে।'

এই রাস্তায় পরপর কিছু ছোট শহর আসছে, চলে যাচ্ছে। সেখানে গান্ধি পরিবারের উদ্যোগে তৈরি অনেকগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠান। রুখাশুখা গ্রাম, হাতে গোনা কয়েকটা ছোট দোকান। তার সামনেই জইস নামে এক জায়গায় ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোলিয়াম টেকনলজি। জামালপুর রামপুরে ন্যাশনাল অ্যাভিয়েশন ইউনিভার্সিটি। ফুরসতগঞ্জে ফুটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমন্ট ইনস্টিটিউট। তিনটি প্রতিষ্ঠানই ভারতে খুব কম বড় শহরে দেখবেন। যেতে যেতে হিংসে হয়- তিনটিই চোখে লেগে থাকার মতো।

চোদ্দো বছর হল আমেথি আলাদা জেলা হওয়ায় এই কেন্দ্রগুলো আর রায়বরেলির নয়। প্রথম দুটো রাজীব গান্ধির নামে বলে বর্তমানে কেন্দ্রের নেকনজরে নেই। একটা মনিহারি দোকানের সামনে বসে ফুরসতগঞ্জের সুনীল যাদব সেই কথাগুলো মানলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরভারতে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কারও মতে রায়বরেলিতে জিতবে কংগ্রেস। রাহুল বা প্রিয়াংকা আমেথিতে দাঁড়ালে সেখানেও কংগ্রেস জিতত। এক সময় আমেথির রাজপরিবার সঞ্জয় সিংয়ের জন্য এই আসন বাঁধা ছিল কংগ্রেস পরিবারের। আজ নবম কিস্তি।

একনজরে

ঘরবদল

বিজেপিতে যোগ দিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর স্ত্রী স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী। তাঁর সঙ্গে মুকুটমণির বিবাহবিচ্ছেদ মামলা চলছে। সৌমিত্র-সুজাতার মতোই লোকসভা ভোটের মঞ্চে এবার স্পটলাইটে মুকুটমণি-স্বস্তিকা।

▸▸ বিস্তারিত তিনের পাতায়

প্লে-অফে কেকেআর

দুই ম্যাচ হাতে রেখেই প্লে-অফে পৌঁছে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ১৮ রানে হারাল তারা। প্রথমে কেকেআর ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান করে। জবাবে মুম্বইকে ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৯ রানে আটকে দেয় তারা।

▸▸ বিস্তারিত আঠারোর পাতায়

৭২ জনকে টাকা

সন্দেশখালি সংক্রান্ত আরও একটি ভিডিও সামনে এল। এই ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) আবার কথা বলতে দেখা গিয়েছে সেই গঙ্গাধর কয়ালকে। যিনি বিজেপির সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি। ৪৬ মিনিট ৭ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে 'সাপোর্ট' পাওয়ার জন্য তাঁকে ৭২ জন মহিলাকে টাকা দেওয়ার কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। ওই মহিলাদের প্রত্যেককে দলের পক্ষ থেকে ২০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে ভিডিওতে জানিয়েছেন গঙ্গাধর।

▸▸ বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়

বিপন্ন ভোরের আলো

বিপর্যয়ে পথ বদলেছে তিস্তার, পলির স্তর বাড়ছে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ মে : উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত গর্বের ভোরের আলোয় এখন আঁধারের মেঘ।

সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে তিস্তায় পলির স্তর বাড়তে শুরু করেছে। স্বাভাবিক পথে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় তিস্তা তার গতিপথ বদলে ফেলছে। তবে বিপজ্জনক বিষয় বলতে, নদীর জল ব্যারেজের দিকে না গিয়ে জনবসতির দিকে সমানে এগোতে শুরু করেছে। এই ধারা বজায় থাকলে গোটা জনবসতিই ভেসে যেতে পারে। গজলডোবার মানচিত্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প 'ভোরের আলো' পুরোপুরিভাবে মুছেও যেতে পারে।

সমস্যা এড়াতে সেচ দপ্তর বাঁধ দিয়ে তিস্তাকে পুরোনো পথে ফেরানোর চেষ্টা করছে। তবে তাতে সমস্যা মিটবে কি না সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা তো বটেই, খোদ সেচ দপ্তরের আধিকারিকরাও সন্দিহান। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, আসন্ন বর্ষায় ভারী বৃষ্টি হলে তিস্তাকে বশে রাখা সম্ভব হবে না। এর জেরে ভোরের আলো মেগা প্রোজেক্ট, সরস্বতীপুর, মিলনপল্লি, দুধিয়া, বীরেন বস্তি, টাকিমারি সহ একাধিক এলাকা ভেসে যেতে পারে। পলির স্তর এতটাই বেড়েছে যে, নদীর জলধারণ ক্ষমতা কোনও কোনও জায়গায় অনেকটাই কমে গিয়েছে।

খনন করে পলি না সরালে বিপদ কাটবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন প্রধান সুবীর সরকারের বক্তব্য, 'গজলডোবা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় দিন-দিন পলির স্তর বাড়তে শুরু করেছে। পলি পরিষ্কার না করে বর্ষায় শুধুমাত্র বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন সম্ভব হবে না। তাই বর্ষায় বিপদ যে হবে না তা জোর দিয়ে বলা যাবে না।'

সিকিমের হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে তিস্তায় পলির স্তর বর্তমানে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আর এর জন্য শিলিগুড়ির দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের পরিকল্পনা–নকশায় পরিবর্তন করতে হচ্ছে। পলির স্তর বাড়তে শুরু করায় তিস্তার গতিপথও পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। গজলডোবায় ব্যারেজের দিকে না গিয়ে তিস্তা অন্যপথে বাঁক নিচ্ছে।

গজলডোবায় বাঁধ দিয়ে নদীকে তার গতিপথে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। শনিবার তপন দাসের তোলা ছবি।

বিপদ যেখানে

- তিস্তা নদীর জল ব্যারেজের দিকে না গিয়ে জনবসতির দিকে এগোচ্ছে
- সমস্যা এড়াতে সেচ দপ্তর বাঁধ দিয়ে তিস্তাকে পুরোনো পথে ফেরানোর চেষ্টা করছে
- বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খনন করে পলি না সরালে এই বিপদ কাটবে না

শনিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, নদী ক্রমশই ভোরের আলো প্রকল্পের দিকে এগোচ্ছে। নদীর একপাশে অন্তত এক মানুষ চর পড়ে গিয়েছে। অপরদিকে, স্রোত এতটাই ভয়ংকর যে, অনায়াসে বেশ কয়েকটি লরিকে গিলে খেতে সক্ষম। সমস্যা মেটাতে বিশেষজ্ঞরা দ্রুত পদক্ষেপের সুপারিশ করছেন। সেচ দপ্তর বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। ব্যারেজের লকগেট খুলে জলও ছাড়া হয়েছে। তিস্তাকে বাগে আনার চেষ্টা করা হলেও সে অবশ্য তাতে ধরা দিতে এতটুকু রাজি নয়। সমানে তার চোখরাঙানি চলছেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর, বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার চেষ্টা করা হলেও নদী মুহূর্তের মধ্যে সেগুলি গিলে খাচ্ছে। কাজ করতে গিয়ে কর্মীদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ জানিয়েছেন, খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, বাঁধের কাজ ঠিকমতো না করা হলে ভোরের আলো তো বটেই, মিলনপল্লি এবং সংলগ্ন একাধিক গ্রামও জলের তলায় চলে যেতে পারে।

বিপদ যে বাড়ছে তা এহ এলাকার বাসিন্দারা বিলক্ষণ জানেন। তিস্তার এমন ভয়াল রূপ তাঁরা এর আগে দেখেননি। সরস্বতীপুর চা বাগানের শ্রমিক নিমা টোপ্পো বলছিলেন, 'জন্ম থেকে এখানে রয়েছি। তিস্তার এমন রূপ আগে কখনও দেখিনি। নদী সমানে আমাদের লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। তবে সরকার সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছে শুনে বুকে কিছুটা ভরসা রয়েছে।' তিস্তার ভয়াল রূপ দেখে বাঁধ লাগোয়া বীরেন বস্তির বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সবিতা রায়ও আশঙ্কায়। তিনি গজলডোবায় শাকপাতা বিক্রি করেন। সবিতা বললেন, '৪৫ বছর ধরে আমি এখানে থাকি। তিস্তাকে আগে কখনও এভাবে ফুঁসতে দেখিনি।'

গৌতম দেব পর্যটনমন্ত্রী থাকাকালীন দায়িত্ব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ভোরের আলো তৈরি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'নদী বাঁক নেওয়ায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। তিস্তায় ব্যারেজ তৈরির জন্যে এই পরিস্থিতি কি না তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। ভোরের আলোর দিকটা অনেকটা নীচু তাই নদী স্বাভাবিকভাবেই ওই দিকে এগোচ্ছে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে সেচ দপ্তরের শ্রমিকরা কাজ করছেন। বাস্তুকাররাও দিনরাত সেখানে পড়ে রয়েছেন।' সমস্যা মেটানো যাবে বলে গৌতম আশাবাদী।

রাজ্যপালকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

আপনার পাশে বসাও পাপ

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে হুগলির জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার।

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সাহাগঞ্জ (হুগলি), ১১ মে : রাজ্যপাল সম্পর্কে ভাষা ক্রমশ আরও কড়া হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর। সিভি আনন্দ বোসের উদ্দেশে তাঁর ভাষণ, 'কীর্তির পর কীর্তি। কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি। আপনার পাশে বসাও পাপ! যা সব দেখছি!' তারপরই বিদ্রুপের সুরে ঘোষণা, 'বাবারে আমাকে ডাকলেও আর রাজভবনে যাব না। রাস্তায় ডাকলে যাব। রাজ্যপালের কথা বলতে হলে আমাকে রাস্তায় ডাকবেন। রাস্তায় গিয়ে দেখা করে আসব।'

রাজভবনে দেখানো ফুটেজের প্রতিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিশ্বাস ঝরে পড়ছে। তাঁর কথায়, 'এডিট করে কিছু ভিডিও দেখিয়েছে। পুরোটা দেখিয়েছে কি?' এরপর কার্যত হুমকির সুর, 'ভয় পাবেন না। কপিটা আমার কাছে আছে। আমি রেখেছি। যেটা এডিট করেছেন, সেটাও আমার কাছে আছে। এখনও তো সব বেরোয়নি। আরও একটা ভিডিও পেলাম, পেনড্রাইভ পেলাম।' কপি বলতে সম্ভবত তিনি রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজের কথা বলতে চেয়েছেন।

তৃণমূল নেত্রী শনিবার হুগলির সাহাগঞ্জে এক নির্বাচনি সভায় ভাষণে সিভি আনন্দ বোসকে নিশানায় অনেক কথা খরচ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজভবনের এক কর্মী শ্লীলতাহানির অভিযোগ থানায় দায়ের করার পর কেরল ঘুরে এসে বোস বলেছিলেন, 'রাজভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিগিরি মানব না।' শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ফুটে উঠল সেই প্রসঙ্গে পালটা আক্রমণ।

তাঁর কথায়, 'রাজ্যপাল বলেছেন, দিদিগিরি নেহি চলেগা। আমি বলি, ও তো সচ হ্যায়। দাদাগিরি নেহি চলেগা, দিদিগিরি নেহি চলেগা।' তারপর আবার হুমকি, 'কিন্তু রাজ্যপাল, আপনাকে তো পদত্যাগ করতে হবে। আপনি কে একজন মহিলার ওপর অত্যাচার করার!' শনিবার রাত পর্যন্ত এ সব বক্তব্য প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বা রাজভবনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাজভবনকে উদ্দেশ্য করে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী কার্যত একতরফা একের পর শেল নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'রাজভবনে একজন মহিলা কর্মীও সুরক্ষিত নন। সেই রাজ্যপাল আবার বড় বড় কথা বলেন। আমি তো কল্পনাও করতে পারি না।' তৃণমূলের আইনজীবী নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শনিবার সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের পক্ষে সওয়াল করেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মেজাজ গরম, হানাদারি পরিযায়ী মৌমাছিদের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১১ মে : 'পরিযায়ী'র দাপটে বিপদ বাড়ছে। তা এড়াতে কেউ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন কেউ বা সটান পুকুরে ঝাঁপ।

'পরিযায়ী' শব্দটার আলাদা মাহাত্ম্য আছে। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থেকে সেখানে জীবনের খোঁজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। পদে পদে বিপদের হাতছানি। আর তাই জেদও বাড়ে। পরিযায়ী হিসেবে যাঁরা অন্যত্র কাজ করতে যান, তাঁদের মধ্যে সেই জেদটা স্পষ্ট। মৌমাছিরও। হয়তো অনেকেই জানেন না মধু সংগ্রহের লক্ষ্যে এই মৌমাছিরাও পরিযায়ী শ্রমিকদের মতোই ভূমিকা পালন করে। হিমালয় লাগোয়া ডুয়ার্স থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। খোঁজ যত দীর্ঘ হয়, ব্যস্ততা ততই বাড়ে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে আগ্রাসী মনোভাবও। সেই সময় মানুষ সামনে পড়লে সংঘাত অনিবার্য। মধুমাসে মানুষের সঙ্গে পরিযায়ী এই মৌমাছিদের সংঘাত ক্রমেই বাড়ছে।

গত দেড় মাসে ধূপগুড়ি সহ আশপাশের এলাকায় এমন বেশ কয়েকটি সংঘাতের খবর মিলেছে। প্রতিবারই বিনা প্ররোচনায় মৌমাছির ঝাঁক মানুষকে আক্রমণ করেছে। সাতসকালে রাজমিস্ত্রির কাজে যাওয়ার পথে আক্রান্ত সদানন্দ রায় বা পড়ন্ত বিকেলে মাঝপথে এক ঝাঁক মৌমাছির পাল্লায় পড়া অমিত নাগ, সকলেরই এক কথা, আশপাশে কোনও মৌচাক ছিল না। বিপদ এড়াতে কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছেন কেউবা পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। ভাগ্য যাঁদের খারাপ, মৌমাছির হুল ফোটানোয় হাত-পা বিকটভাবে ফুলে, জ্বর এসে, শরীরে প্রচণ্ড জ্বালাযন্ত্রণায় একশেষ। বিশিষ্ট পতঙ্গবিদ তথা অধ্যাপক পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী বললেন, 'এবার বসন্তে বেশি গরম পড়ায় এই মৌমাছিদের মেজাজ বিগড়েছে। দীর্ঘ যাত্রাপথে রানি মৌমাছির আকস্মিক মৃত্যু, চাকে বহিরাগতদের হানা সমস্যা বাড়াচ্ছে।'

চড়া মেজাজের এই মৌমাছিরা মূলত এপিস ডরসেটা প্রজাতির। এরা রক বি বা ওয়াইল্ড বি অর্থাৎ বুনো মৌমাছি। শীত ও বর্ষার মাঝে মধুর খোঁজে ঝাঁক ধরে এদের অভিযান শুরু হয়। পর্যাপ্ত ফুল পেলে সেখানে ডেরা বানিয়ে চাক বেঁধে কয়েক মাস থাকে। স্থায়ী ডেরা এবং খাবারের নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত এদের পরিযায়ী জীবন চলে। শীত শেষে পারদ চড়তে শুরু করলেই ফুলের খোঁজে এরা মুকুল ঢাকা মালদার আম বাগানে বা আরও দূরে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাদাবনে খালসি ফুলের মধু সংগ্রহে পৌঁছে যায়। দীর্ঘদিন সুন্দরবনে ফিল্ড ডিরেক্টর পদ সামলানো রাজ্যের অন্যতম বনাধিকারিক তাপস দাস বলেন, 'সুন্দরবনের মধু বলতে আমরা যা বুঝি তা পুরোটাই রক বি'র সংগৃহীত। এরা একবার চটে গেলে হুল না ফুটিয়ে শান্ত হয় না। এই মৌমাছিরা মূলত যাযাবরের মতো ডেরা বদলে ঘুরে বেড়ায়।' প্রাণীবিদ্যার গবেষক প্রদীপ্ত রায় বললেন, 'উদ্বাস্তু মানুষের মতো এরা কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। যাত্রাপথের ধকল, অনিশ্চয়তা এদের মেজাজ খিটখিটে করে তোলে।'

আমার উত্তরবঙ্গ

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক আনন্দ। দাঁতের সমস্যা বাড়বে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, এর ফলে হীনমন্যতা ও মানসিক বিবাদ দূর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় খুশি হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন।

বৃষ : ব্যবসার কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। আপনার নতুন কোনও কৌশল ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে।

মিথুন : আপনার ভুলেই স্ত্রীর সঙ্গে সমস্যা বাড়তে পারে। সামান্য আলস্যে কিন্তু এ সপ্তাহে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি।

কর্কট : বিদেশ যাওয়ার সমস্ত বাধাবিঘ্ন কেটে যাওয়ায় স্বস্তি মিলবে।সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য গর্বিত করবে।

সিংহ : বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকেও সামিল করুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হওয়ায় খুশি হবেন। কন্যার চাকুরিপ্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে স্বস্তি মিলবে।

কন্যা : দূরের কোনও প্রিয়জনের জন্যে চিন্তা বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে প্রেমের সম্পর্ক দানা বাঁধতে পারে।

তুলা : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেও অভিজ্ঞ প্রিয়জনের কাছ থেকে এবিষয়ে পরামর্শ নিলে ভালো হয়। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। সামান্যে সন্তুষ্টথাকুন। হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ।

বৃশ্চিক : অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য মতপার্থক্য ঘটবে। পথে কোনওরকম বিতর্কে যাবেন না। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব পাবেন। তবে এ সপ্তাহে আপনার সত্য কথনের ফলে কোনও সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। পেটের কারণে অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে।

ধনু : ঋণ পরিশোধ না করলে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় বা অন্য কিছুতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ না করাই ভালো। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকা উচিত। কন্যার বিবাহ স্থির হবে। প্রেমের সঙ্গীর বিষয়ে আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন।

মকর : ব্যবসার কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। আপনার সত্যবাদীতা সাধুবাদযোগ্য। যেকোনও অনুষ্ঠানে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। অন্যথায় সমস্যা হতে পারে।

কুম্ভ : বাবার সঙ্গে ভ্রমণে বের হবার পরিকল্পনা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যাবে। বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। একাধিক পথে অর্থাগম হতে পারে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। দ্বিচক্রযান না চালালেই ভালো। প্রেমের সম্পর্কটি হঠাৎ নড়বড়ে হতে পারে।

মীন : পেশা পরিবর্তনে চিন্তা এ সপ্তাহে ত্যাগ করুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা করার কোনও মানে নেই। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যায়ভাবে মানসিক কষ্ট দিয়ে নিজেও কষ্ট পাবেন। নিজের বুদ্ধিদীপ্ততায় কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করে উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সুনজরে পড়বেন।

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dep. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/110385)

■ রাজবংশী, 31/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/113165)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 33/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষিকা (Pvt. Eng. Med.) পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িস্থিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 9593221051. (C/110586)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, বেঃ সঃ কর্মী, কনভেন্ট ইং গ্রাঃ, ২৭/8'-১১", একমাত্র কন্যা। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9749698233, 9733240101. (C/110592)

■ পাত্রী SC (নমশূদ্র), ২৮ বছর, ৫'-২", M.A. পাশ। শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ৩৫ অনূর্ধ্ব সুপাত্র কাম্য। মোঃ 9641727415 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/110593)

■ গন্ধবণিক, শিলিগুড়ি, 28/5'-3", B.A., Hons., ফর্সা, সুশ্রী, সরকারি চাকরি পাত্র চাই। পিতা রেলে অবসরপ্রাপ্ত। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9476387756. (C/110600)

■ কর্মকার, সুশ্রী, 23+/5'-3", B.A. Pass পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9434887440. (C/110599)

■ ৩১, উচ্চশিক্ষিতা, কর্মরতা পাত্রীর ৩৭-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, উচ্চশিক্ষিত, বিদেশে কর্মরত/গবেষণারত, Govt./Pvt. উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। দেবগণ ও সংস্কা যোগাযোগ নয়। জলঃ অগ্রগণ্য। 7477858009. (C/33006)

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা। বয়স 36, Gen., উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph. 8695029237. (C/110514)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী, বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/109951)

■ কায়স্থ, 29+/4'-10", ফর্সা, বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য মাঙ্গলিক, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8900515570. (C/110026)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শ্যামবর্ণা, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/প্রঃ ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 30 সুপাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 8348793981. (C/110031)

■ কায়স্থ, 29+/5'-2", B.A. পাশ। সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7908504529. (M/G)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/110033)

■ গন্ধবণিক, দেবগণ, শান্ত স্বভাব, শাণ্ডিল্য গোত্র, 31/5'-3", M.A., B.Ed. (Beng.), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য নেশাহীন, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কায়স্থ/গন্ধবণিক পাত্র চাই। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 9832497118, 7908683049 (5 P.M. - 8 P.M.). (C/110035)

■ পাত্রী গন্ধবণিক, ২৮, (ইংলিশ) M.A., সুশ্রী, 5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কন্যার উপযুক্ত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ- 9434197908. (C/109777)

■ কায়স্থ ঘোষ, 33/5', M.A., B.Ed., বড় বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা, সুশ্রী পাত্রী। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। Ph : 8158076526. (C/110813)

■ বৈদ্য, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বয়স ৩০, ৫'-8", M.A., B.Ed., উত্তীর্ণা, দেবারিগণ, মেষ রাশি, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী, বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। Mob : 7699247595. (C/110816)

■ কায়স্থ, 28/5'-4", ভারতীয় রেলে কর্মরতা, একমাত্র সন্তান। পিতা-মাতা সঃ চাঃ, শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্র চাই। 9800545032. (C/110801)

■ বসাক, 31/5'-3", M.A. (Sans.), D.El.Ed., B.Ed., সুমুখশ্রী, অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষকের কন্যার সরকারি চাকরিজীবী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। (M) 8967360136. (S/C)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", রাজ্য সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., স্থায়ী সরকারি চাকুরে, উপযুক্ত অমাঙ্গলিক 38 মধ্যে পাত্র চাই। ডিভোর্সি এবং বিবাহ প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 8250470063. (B/S)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", LLM, MNC Bangalore-এ কর্মরতা, একমাত্র সন্তান, বাবা Cent. Govt. Ret., শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। Mob : 8101948907. (C/110805)

■ দত্তবণিক, আলিম্যান গোত্র, ২৫ বছর, ৫'-২", M.A. পাঠরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8116353285. (C/109773)

পাত্র চাই

■ বসাক, 25/5', M.A., কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 7478608870. (C/109767)

■ কোচবিহার, কায়স্থ ঘোষ, M.A. (English), B.Ed., স্কুল শিক্ষিকা (ইং-মাঃ বেসরকারি CBSE)। উপযুক্ত অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 9614251384. (C/109775)

■ ঘোষ, কায়স্থ, মালবাজার নিবাসী, স্লিম, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, ঘরোয়া, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাঠরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব ৩০ পাত্র কাম্য। মোঃ ৮৫৯৭৩৬২৫০৯. (C/110625)

■ রাজবংশী, ৩৩/৫'-১", সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A., B.Ed., D.El.Ed., চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী, সুপাত্র চাই। (M) 8371957495. (B/S)

■ স্বর্ণকার, 31, M.A., D.El. Ed., প্রকৃত ফর্সা, সুশ্রী, 5'-4", 32-36'এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সঃ/বেঃ চাকরি/ব্যবসা, উঃ বঃ সুপাত্র কাম্য। (M) 8918412397, 9434166467.

■ ঘোষ, ২৭+/৫'-২", M.A., D.El.Ed., TET উত্তীর্ণা। সরকারি/বেঃ চাকরি, প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কায়স্থ চলিবে। (M) 7478205630. (C/33036)

■ কায়স্থ, ১৯৯৬ জন্ম, ৫'-8" উচ্চতা, সরকারি ব্যাংকে শিলিগুড়িতে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 080-69141320. (C/110636)

■ পাত্রী কায়স্থ, দেবগণ, ২৫+/৫', D.El.Ed., M.A. পাঠরতা একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি পাত্র চাই। মোঃ 9434340527, 9832613607. (C/A)

■ ইংরেজি এমএ, বিএড পাত্রীর জন্য ৩৪-৩৮ বছরের মধ্যে সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুর, দার্জিলিং জেলা অগ্রগণ্য। মেয়ের উচ্চতা ৫'-২", গায়ের রং ফর্সা। নামাজি সুন্নি মুসলিম হলে ভালো হয়। মোঃ 9933349027. (C/A)

■ ১৯৯৬ সালে জন্ম, বাঙালি, কায়স্থ, শিলিগুড়িতে ব্যাংকে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। 080-69072047. (C/110636)

■ কায়স্থ, 25/5'-3", Bank-এ কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7003763286. (C/110636)

■ ব্রাহ্মণ, 25/5'-3", M.A., B.Ed., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9432076030. (C/110636)

■ কায়স্থ বসু, M.A., D.Ed., 30/5'-1", ফর্সা পাত্রীর জন্য নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7439691336. (C/110630)

■ পাত্রী কাঃ, 46, 16 বছরের মেয়ে আছে। ইং স্কুলে পড়ে। সঃ/বেঃ/পেনশনভোগী পাত্র চাই। (M) 6294830639. (C/113175)

■ পাত্রী ৩৫/৫'-১", মকর রাশি, দেবারিগণ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, স্নাতক। শিলিগুড়ি নিকটস্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর accidental burn injury আছে। (M) 9679690000. (C/110818)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 31 বছর বয়সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র কন্যাসন্তান-এর জন্য শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কাম্য। 080-69075229. (C/110636)

■ 40, শিলিগুড়ি নিবাসী, অবিবাহিতা, সঃ স্কুলে কর্মরতা, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9330107427. (K)

■ ইস্যুলেস ক্ষত্রিয় ডিভোর্সি, 34+/5'-4", সুশ্রী, M.A., D.El. Ed., অনূর্ধ্ব 42-র মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9933775086. (C/110636)

■ Govt. Medical Officer (MBBS), 38+/5'-4", সুমুখশ্রী, ফর্সা, slim, General Caste, শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত পরিবার। 40-45'এর মধ্যে শিক্ষিত, পরিশ্রমী, সাংসারিক, SC/ST ব্যতীত সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/110636)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ডিভোর্সি, 33/5'-2", সচ্ছল পরিঃ, M.A., উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত পাত্র কাম্য। স্থানীয় অগ্রগণ্য। মোঃ 8250716989. (C/110635)

■ ২৮, উত্তরবঙ্গবাসী, গভঃ চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/110636)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ২৬, বেঙ্গালুরুতে MNC-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/110636)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, ২৯, স্টেট গভঃ এমপ্লয়ি পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/110636)

■ 50, বিধবা, শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 7980816262. (K)

পাত্র চাই

■ নমশূদ্র, মাথাভাঙ্গা, ২৭+/৫'-৩", M.A., BLIS, D.El.Ed. পাশ, মা পেনশনভোগী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ, সঃ চাঃ/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9800033602. (B/S)

■ ডিভোর্সি, 36, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ডিভোর্সি/নিঃসন্তান, বিপত্নীক, সৎপাত্র কাম্য। জলঃ অগ্রগণ্য। (M) 7031369395. (C/33046)

■ সাহা, 33+/5', M.A.(Hist.), Ph.D., চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকুরে উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। Mob : 8638346063, 9434188085. (C/110633)

■ কাশ্যপ গোত্র, কন্যা রাশি, নরগণ, ৩৪/৫'-৩", M.A., D.Ed., উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 6294411077. (C/33048)

■ পাত্রী, 43/5', প্রতিষ্ঠিত IT consultant+LLB (NBU) ছাত্রী, ফর্সা নয়। পুত্র (19), মেধাবী IIT মাদ্রাস ছাত্র। W/A : 9883806674. (C/110828)

■ সাহা, 29+/5'-3", ICDS Supervisor, স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M-9609415000. (B/B)

■ পাত্রী মাহিষ্য (SC), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে (KMC) Sub. Assistant Engineer পদে সদ্য স্থায়ী চাকরি। বয়স 30+/5'-3", B.Tech. (Civil), সুশ্রী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী। উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কলকাতা/কলকাতা নিকটস্থ, অন্ততপক্ষে Sub. Assistant Engineer (স্থায়ী) পদে কর্মরত (কেঃ সঃ/রাঃ সঃ) সুপাত্র কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। ঘটক নহে। Mob : 6295147590 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/110639)

■ পাত্রী সাহা-28+/4'-10", M.A. পাঠরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, একমাত্র মেয়ে, হাতে ও পায়ে সামান্য দাগ আছে। চিকিৎসা চলছে। শিলিগুড়ি মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠিত সাহা পাত্র কাম্য। (M) 9679425234. (C/110641)

পাত্র চাই

■ বারুজীবী, ২৯/৫', সুশ্রী, দেবগণ, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/উপযুক্ত বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। 7679763954. (C/110643)

■ রাজ্য সরকারি কর্মরতা, রায়গঞ্জ, 31, সুশ্রী, ফর্সা, M.Sc, B.Ed পাত্রী জন্য চাকুরিরত সুপাত্র চাই। M-9434512052. (M/TR)

■ বারুজীবী, ফর্সা, সুন্দরী, 43+/5'3", B.A, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। বিপত্নীক/ডিভোর্সী চলবে। No Caste Bar. M- 8918718572. (M/TR)

■ পাত্রী SC, 34, B.A, সুন্দরী, গান জানে। পাত্রীর সঙ্গে পাত্রীর মা থাকবে। রায়গঞ্জ নিকটস্থ সঃ চাঃ / যোগ্য সৎ পাত্র কাম্য। শীঘ্র শুধু রেজিষ্ট্রি বিয়ে। 7679365141. (M/TR)

■ E.B. কায়স্থ ২৫ ৫'২" স্নাতক দেবারীগণ সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরি ৩০- মধ্যে পাত্র কাম্য 8918119852. (M/PM)

■ পাল, 27+/5'0", সুশ্রী, ফর্সা, B.Sc, Interior Designer পাত্রীর জন্য যোগ্য চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-9832404021. (মালদা নিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য)। (M/109525)

পাত্রী চাই

■ কাঃ, B.A., 5'-4", শান্ত, নেশাহীন, ব্যাঃ পাত্রের SC বাদে ঘরোয়া, সংসারী, সাধারণ পরিবারের সুন্দরী পাত্রী চাই। 7407576864 (7 P.M.). (C/110597)

■ দত্ত, 38/5'-8", নিজস্ব গৃহ, ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা, পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Ph. 7908272634. (C/110517)

■ 44/5'-5", হাইস্কুল শিক্ষক, বারুজীবী, বিপত্নীক, 6 বছরের কন্যা আছে। শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8509681515. (C/110557)

■ পাত্র একমাত্র পুত্র, স্থায়ী D-গ্রুপ কর্মী। শিক্ষিত, ঘরোয়া পাত্রী চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। জাতিভেদ নাই। 7908129697. (C/109781)

■ কায়স্থ-35/4'-10" MBA, B.Ed, শিলিগুড়িতে বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িতে সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9800487990. (C/110641)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী বয়স ২৮, গভর্মেন্ট টিচার, MSc এবং C.Tet কোয়ালিফাইড পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। বাবা ব্যবসায়ী এবং মা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। (M) 8116521874. (C/110643)

■ পাল, 27+/5'0", সুশ্রী, ফর্সা, B.Sc, Interior Designer পাত্রীর জন্য যোগ্য চাকুরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-983240402১. (মালদা নিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য)। (M/109525)

■ EB, আগরপাড়া (কলকাতা), দেবনাথ, B.Com., কেঃ সঃ চাঃ, 45+/5'-4", সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী চাই। 8902197770. (K)

■ কায়স্থ, দাস, 39/5'-4", GST Accountant প্রাইভেট কাজে কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 32 পাত্রী কাম্য। M.No. 9064029106. (C/110582)

■ সরকারি ডাক্তার, এমডি (মেডিসিন)। ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩২/৫'-১০", দেবগণ। উপযুক্ত চাকরিরতা, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি বা নিকটস্থ জাগয়া অগ্রগণ্য। 9775444474. (C/33047)

পাত্রী চাই

■ দেবনাথ, শিবগোত্র, দেবগণ, 29/5'-2", M.Sc., B.Ed., BLIS, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। মোঃ 9679956660. (D/S)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, বিপত্নীক, ৫০+, সুদর্শন, বেসরকারি চাকুরে, দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সন্তানহীন ডিভোর্সি/বিধবা অগ্রগণ্য। অসবর্ণ চলিবে। 9734565171. (C/110587)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, 33/5'-10", BE (Civil) পাশ, Engineering Firm-এ কর্মরত। শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ 9382007381. (C/110589)

■ পাত্র কায়স্থ, 33 বছর, M.Sc., B.Ed., বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক, উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। Mob : 9775939691. (B/S)

■ ভাওয়াল, বারুজীবী, 31+/5'-7", B.A., D.El.Ed., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 23-28'এর মধ্যে মধ্যবিত্ত, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7501424746. (B/S)

■ কাঠমাণ্ডু নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত Int'L Logistic ব্যবসায়ী, কায়স্থ, 33/5'-4", B.B.A (কানাডা), পিতার ব্যবসায় যুক্ত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9830401077, 9128793664. (C/110491)

■ পাত্র পাল, B.Tech., 31, Kol MNC কর্মরত (20 Lks), উচ্চশিক্ষিত, কর্মরত, 26 yrs. মধ্যে পাত্রী চাই, দেবারিগণ বাদে। (M) 9007835076. (C/113166)

■ পাত্র সাহা, MBA, 35/5'-10", সুদর্শন। Net-এ বিভিন্ন কাজ। পিতা Rly. (Rtd.). একমাত্র পুত্র। স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9775857416. (C/110590)

■ ব্রাহ্মণ, 31/6', পিতা পেনশনভোগী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য 5'-4"-8", 21-26'এর মধ্যে শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9641657361. (C/110034)

■ পাত্র চ্যাটার্জি, ৩৩, উচ্চতা ৫'-৭", বিকম পাশ, বেসরকারি চাকরিজীবী। ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) ৯৬৪১৭৯৭৬৩৬. (C/113169)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", ব্যানার্জি, B.A. পাশ, LIC & GIC Agent, নিজস্ব বাড়ি শিলিগুড়ি। যোগ্য পাত্রী চাই। 9434495769. (C/113170)

■ বসাক, 31/5'-6", B.Tech., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। M.No. 8250012459. (C/113172)

■ মালদা নিবাসী Gen তিলি 31/5'8" PWD জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। শিক্ষিতা / চাকুরিরতা পাত্রী কাম্য। M-8100195172. (M/109524)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ ঘোষ, সৌকালীন, 30/5'-6", পড়াশোনা ইংরেজিমাধ্যম, MBA, ব্যবসায়ীর প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Ph : 7001597572. (C/110813)

■ কায়স্থ, 34/5'-6", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9641797671. (C/113168)

■ কায়স্থ, 38/5'-8", Asm হিসাবে একটি Ltd. কোম্পানিতে কাজ করছে। নম্র, শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। দেবারি, রাক্ষসগণ বাদে। Ph : 7872083516. (C/110803)

■ পাত্র বারুজীবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র। 27/5'-9", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। নিজ বাড়ি, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণা পাত্রী কাম্য। (M) 9609487056, WhatsApp : 7318976684. (C/B)

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'-6", Rly.-তে OS পদে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য সঃ চাঃ পাত্রী কাম্য। কায়স্থ চলিবে। 7679170961. (C/110030)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-8", নরগণ, Geo. Hons., শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9064819704. (C/110594)

■ ব্যাঙ্গালোর নিবাসী, MNC-তে কর্মরত, দেবারি, ৩৪/৫'-৯", MBA, B.Tech. পাত্রের জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্রী চাই। পিতা-মাতা শিলিগুড়ি নিবাসী। ৯০৮৩৩৫২৩৭৯. (C/110595)

■ কায়স্থ, ৩৬/৫'-৬", উঃ মাঃ, সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই। কোচবিহার। মোঃ 9609770155. (C/109774)

■ কায়স্থ, কেঃ সঃ গেজেটেড অফিসার, 38/5'-8", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, সদ্বংশীয় 5'-3"/28-33 মধ্যে অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-(M) 6294824507. (C/109772)

■ জেনারেল, 29/5'-7", M.A., B.Ed., C-TET (উত্তীর্ণ), সুদর্শন, সরকারি স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। (M) 8670726843. (C/109769)

■ 36 বছর বয়স, দাবিহীন বেঙ্গালুরুতে কর্মরত পাত্রের জন্য 29-32 মধ্যে জেনারেল কাস্ট, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 7908540250, 9382954833. (C/110807)

■ কায়স্থ, M.Sc., B.Ed., 32/5'-4", পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরিরত। 29 বছরের মধ্যে বাঙালি সুযোগ্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 6294135192. (C/110808)

■ পূর্ববঙ্গীয় সাহা, 31/5'-4", দেবারিগণ, ফালাকাটা নিবাসী, স্বগৃহ, B.Arch. (Architect Engineer), নিজস্ব Office আছে। 24-28 মধ্যে শিক্ষিতা, ফর্সা, সুন্দরী, Gen. উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7551812147, 9560984661. (C/110809)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ পাত্র, 33/5'-10", MBA, MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেঃ সঃ কঃ, সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বঃ বঃ-অসঃ বঃ পাত্রী চাই। (M) 9593936867. (C/110627)

■ পাত্র M.Tech. Civil, WB Govt. Asstt. Engineer, 31+/5'-9", দত্ত, দেবারিগণ। উচ্চশিক্ষিতা, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করুন। মোঃ নং- 8172096669. (C/33039)

■ EB কায়স্থ, ৩০/৫'-৮", বিদেশে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার (IIT) পাত্রের সংস্কৃতিবান পরিবারের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7001321550. (K)

■ কুণ্ডু (পোদ্দার), 38/5'-3", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 8759463336. (C/33043)

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত পরিবার, B.Tech. (ECE), 33/5'-9", General Caste, SBI স্থায়ীপদে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য SC/ST ব্যতীত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাংসারিক ২৮ অনূর্ধ্বা যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7477866311, 7679715410. (C/110636)

পাত্রী চাই

■ জেনারেল, ৩৬/৫'-৩", সরকারি ব্যাংক অফিসার, মাঙ্গলিক (ডিভোর্সি) ছেলের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। মোঃ ৭০৬৩৩৩৮৫৫৩. (C/33038)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", উচ্চশিক্ষিত, বেসরকারি চাকরিরত, একমাত্র সন্তানের জন্য সুপাত্রী কাম্য। Mob : 8617555712. (C/33041)

■ সাহা, 40/5'-8", M.A., B.Ed., সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। দাবি নাই। স্থায়ী ব্যবসা। শীঘ্রই বিবাহ। যোগাযোগ : 9749379816. (C/33040)

■ ডিভোর্সি, কায়স্থ, ৩৯ বছর বয়স, ৫'-১০" উচ্চতা, FCI কর্মরত সঃ চাঃ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 080-69141320. (C/110636)

■ পাল, 29/5'-6", প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। B.Ed./D.El.Ed. আবশ্যক। (M) 9932888332. (A/B)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, কাশ্যপ, 34/5'-6", M.A., D.El.Ed., সারদা স্কুলে কর্মরত ও গৃহশিক্ষক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। জলঃ/কোচঃ/আলিপুরঃ জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9339969546. (A/B)

■ ব্রাহ্মণ, 31+/5'-8", B.Tech., Bank of Baroda Asst. ম্যানেজার পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9734488968. (C/110636)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 31 বছর বয়সি, 5'-6", MBA, Bank-এ Assistant Manager পদে কর্মরত, বাড়ির একমাত্র পুত্রের জন্য কর্মরত পাত্রী কাম্য। 080-69075229. (C/110636)

■ কায়স্থ, 42/6'-0", বৃষরাশি, নরগণ, রাজ্য সরকারি অফিসার পাত্রের জন্য 36 অনূর্ধ্ব সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। 9749638286. (C/110819)

■ রাজপুত ক্ষত্রিয়, 33/5'-7", MBA, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা পাত্রী কাম্য। 9591729649, 6296166876. (C/110825)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। 9531621709. (C/110830)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 1996-এ জন্ম, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Tech. Software Engineer, 50 LPA, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (নো কাস্টবার)। 080-69072047. (C/110636)

■ 32, রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ ব্যাংকে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা সঃ কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 6289033869. (K)

■ ডিভোর্সি, বয়স ৩৭, বাড়ি উত্তরবঙ্গ, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/110636)

■ B.Tech., ৩২, উত্তরবঙ্গীয়, IT-তে কর্মরত (কলকাতা), কলি-তে নিজস্ব ফ্ল্যাট। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/110636)

■ ব্রাহ্মণ, 36/5'-6", M.Sc., MBA, হায়দরাবাদে বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। নামমাত্র Divorcee, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9434087760. (B/B)

■ উত্তরবঙ্গীয়, Age-30, M.Tech., PWD-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/110636)

■ জন্ম ১৯৯০, উত্তরবঙ্গীয়, গভঃ কলেজের আস্ট প্রফেসর। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/110636)

■ বসাক, 35/5'-5", MCA, বেঃ চাকরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7047844874. (A/B)

■ কলকাতা নিবাসী, কায়স্থ, 32/5'-4", M.Sc., সরকারি কলেজ শিক্ষক (SACT-II) ও প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ব্যবসায়ী বাড়ির দাবিহীন একমাত্র পাত্রের জন্য অতীব ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। জাতিভেদ নেই। Mobile No. 9432430868. (C/109780)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, জলঃ নিবাসী, M.Tech., 34/5'-10", বেসঃ কর্মরত, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য সুশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9433076685, 9123376322. (C/33045)

■ EB কায়স্থ, 36/5'-9", B.Tech., MBA, MNC Manager, দেবারি, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9474717077, 9474032166. (C/33044)

■ ব্রাহ্মণ, দেবগণ, কাশ্যপ গোত্র, 29+/5'-7", B.Com., মা পেনশনভোগী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্র, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য সুশ্রী, চাকরিজীবী, 27 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9593312629. (C/110036)

■ উঃ বঃ নিবাসী, কাশ্যপ গোত্র, নরগণ, সিংহ রাশি, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, 30/5'-10", পাত্র বিহারি, স্থায়ী সঃ চাকরিজীবী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 24 LPA, বাবা সঃ কর্মী। নিজস্ব ত্রিতল একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও কারখানা রয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নেশাহীন পাত্রের সুপাত্রী কাম্য। অসঃ চলিবে। (M) 8710070646. (C/110820)

■ পাত্র-সাহা, 31/5'-3", সচ্ছল, নিজ কোচিং সেন্টার, H.S., Physics Tutor. শিলিগুড়ি। নিরামিষ/আমিষ, বৈশ্য, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9832353916. (C/110821)

■ সরকার, রায়গঞ্জ নিবাসী, 34+/5'-7", হাইস্কুল শিক্ষক, (P/G), (SSC-2013), (Net Qualified), উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph : 9641627412. (C/110824)

■ পূর্ববঙ্গ, কায়স্থ, ৩৩, সরকারি ব্যাংক অফিসার (গ্রামীণ), ৫'-৭", দাবিহীন, শীঘ্র বিবাহে ইচ্ছুক, শিলিগুড়ি নিজবাটী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ন্যূনতম স্নাতক, রুচিশীল, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব ২৮ পাত্রী কাম্য। কোচবিহার নিবাসী অগ্রগণ্য। পাত্রীর ছবি ও পারিবারিক বিবরণ সহ ৮২৯৩৭২৯২৬৪ নম্বর-এ হোয়াটসঅ্যাপ করুন।

■ কায়স্থ, EB, দাস, ৩৮/৫'-৭", দেবগণ, MCA, M.Tech., Ph.D., GATE, NET, শিলিগুড়ি নিবাসী, হায়দরাবাদ-এ বেঃ সঃ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের জন্য ভদ্র, শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ৩৪, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 9749600274. (K)

■ পাত্র, B.Com. পাশ, বয়স 35+, SC, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 5'-2", দাবিহীন, সুন্দরী পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 9832039258. (C/110632)

■ ফালাকাটায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্রের জন্য কায়স্থ, সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র শিক্ষিত, 5'-4". (M) 9735911660, 9434030474. (B/S)

■ কায়স্থ ঘোষ, 22, একমাত্র ছেলে, H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8101227727. (S/N)

■ নমঃশূদ্র, প্রাঃ শিক্ষক, (Govt-2021), 35+5'-5", MA (Eng & Edu), B.Ed. & D.El.Ed, শ্যামবর্ণ, ডালখোলা। সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোন-8906274427. (C/110833)

■ কর্মকার, ২৯/৫'-৮" নিজস্ব ব্যবসা। ঘরোয়া পাত্রী চাই। No Cast Bar. M : 9434840464. (B/S)

■ বয়স 40+, হাইস্কুল শিক্ষক (2013), উপযুক্ত (রাজবংশী) পাত্রী কাম্য। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। মো-6295739647 (D/S)

■ মাহিষ্য-31/5'-3", B.Tech দেবারি, পূর্ববঙ্গ, শিলিগুড়ি, MNC-তে Sr. Software Engg. WFH, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী অনুর্ধ্বা-30/4'-10"-5'-2"-এর মধ্যে কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 9073955263. (C/110641)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩০, ব্যাংকে কর্মরত, গ্র্যাজুয়েট এবং MBA, IIM Ahmedabad, বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী (রেলওয়ে), এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M)-8653224276. (C/110643)

■ তিলি কুণ্ডু, 5'-6", 32+H.S. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M-7797373400/ 8876596787. (S/N)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র/পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/110636)

বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন

■ সকল ধর্ম, ভাষাভাষী, বয়সের সেরা পাত্রপাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। কাজের পর পারিশ্রমিক। (M) 9641920651. (C/110802)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ ১২ বছরের বিশ্বস্ত বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি লাইফটাইম ভ্যালিডিটি সহ সেরা পাত্রপাত্রীর খোঁজ পেতে আজই যোগাযোগ করুন-8670026700 (11 A.M. - 7 P.M.).

ফাঁদে কুণাল

হ্যাকারদের নিশানায় কুণাল ঘোষ। গত সপ্তাহে ৩,২৮০ বার সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে ট্র্যাক করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ কুণালের।

ক্ষোভের মুখে শতাব্দী

প্রচারের শেষদিনে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে শতাব্দী রায়। পানীয় জল, রাস্তাঘাট, এলাকা উন্নয়নে খামতির অভিযোগে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

অভিনেত্রীকে হেনস্তা

শুটিং শেষে বাড়ি ফেরার জন্য ক্যাব বুক করেছিলেন টেলি অভিনেত্রী তনুশ্রী সাহা। সেই সময় তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ।

সৌজন্যের ছবি

শনিবার অধীররঞ্জন চৌধুরীর প্রচারের পাশ দিয়েই পদ্ম প্রার্থী নির্মল সাহার প্রচার চলছিল। তখনই একে অপরকে দেখে হাসিমুখে নমস্কার করেন। অধীরবাবুর দিকে ফুল ছুড়ে দেন নির্মলবাবু।

মিঠুনের হাত ধরে বিজেপিতে মুকুটমণির স্ত্রী

কলকাতা, ১১ মে : ভোটের দু'দিন আগে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর স্ত্রীর হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুনের পাশে দাঁড়িয়ে মুকুটমণিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানালেন তাঁর স্ত্রী স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী। আইনত স্ত্রী হলেও বর্তমানে হাইকোর্টে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে তাঁদের। বিজেপির এই উদ্যোগকে 'সস্তার প্রচার' বলে মন্তব্য করেন মুকুটমণি। বিজেপি নেতা সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা খাঁকে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল। দু'জনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শানাচ্ছেন ভোট প্রচারে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল মুকুটমণি-স্বস্তিকা জুটি।

লোকসভা নির্বাচনের কয়েকমাস আগে বিধানসভায় গিয়ে পদত্যাগ করেন রানাঘাটের বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। এরপরই তাঁকে রানাঘাট কেন্দ্রে লোকসভার প্রার্থী করে তৃণমূল। মতুয়া সম্প্রদায়ের এই চিকিৎসককে ২০১৯ সালে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিজেপি। কিন্তু রাজ্য সরকারি কর্মী মুকুটমণির ইস্তফা গৃহীত না হওয়ায় লোকসভা নির্বাচনে লড়তে পারেননি তিনি। পরিবর্তে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে জয়ী হন জগন্নাথ সরকার। তবে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ আসন থেকে বিজেপি তাঁকে ফের প্রার্থী করে। জয়ীও হন মুকুটমণি। ২০২৩ সালের ২৮ মে আইনের ছাত্রী স্বস্তিকার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় মুকুটমণির। স্বস্তিকার অভিযোগ, বিয়ের পরদিন থেকেই বড় অঙ্কের টাকা দাবি করেন মুকুটমণি। বিয়ের মাত্র ১১ দিনের মাথায় ৭ জুন তিলজলা থানায় মুকুটমণির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন স্বস্তিকা। ১ কোটি টাকা তাঁর কাছ থেকে দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। মোট ৭টি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। সেই সময় বেশ কিছুদিন 'বেপাত্তা' ছিলেন মুকুটমণি।

> মুকুটমণিকে ভোট দিলে আমার মতোই ঠকতে হবে।
>
> **স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী**

এদিন রানাঘাটের তাহেরপুরে বিজেপির সভায় চমক হিসেবে আনা হয় স্বস্তিকাকে। মঞ্চে 'মহাগুরু' তাঁর হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন। বলেন, 'স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরীর হাতে পতাকা তুলে দিলাম। এখনও তিনি বিরোধী প্রার্থীর আইনি স্ত্রী।' লোকসভা নির্বাচনের হলফনামায় স্ত্রী সম্পর্কে মুকুটমণি জানিয়েছেন, বধূ নির্যাতনের মামলা চলছে। তাঁরা একসঙ্গে থাকেন না। স্বস্তিকা বলেন, 'মুকুটমণিকে ভোট দিলে আমার মতোই ঠকতে হবে।' এদিন অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি মুকুটমণি।

অন্ডাল বিমানবন্দরের ছবি ঘিরে বিতর্ক

কয়লা 'মাফিয়া'র পাশে শা

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও আসানসোল, ১১ মে : দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে বিদায় জানাতে অন্ডালে কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে এলেন কয়লা মাফিয়া জয়দেব খাঁ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তাঁর হাত থেকে দলের প্রতীক পদ্ম ফুল নিচ্ছেন। শুক্রবার রাতের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। নির্বাচনের দু'দিন আগে এই ছবি নিয়ে কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। স্বভাবতই চরম অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির। যদিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অন্ডাল বিমানবন্দরে হাজির থাকার জন্য বিজেপির লেটারহেডে ১৬ জন বিজেপি নেতা ও নেত্রীর নাম সংবলিত একটি তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে, যা ভাইরালও হয়েছে। সব নামের শেষে একেবারে নীচে বিজেপি আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্প রয়েছে। সেই তালিকায় জয়দেবের নাম রয়েছে ৫ নম্বরে। পত্রিকার তরফে এই চিঠির সত্যতাও যাচাই করা হয়নি। এছাড়াও যে একটি ছবিও সামনে এসেছে, তাতে অমিত শা'কে অন্ডাল বিমানবন্দরে জয়দেবের হাত থেকে পদ্ম ফুল নিতে দেখা যায়। পত্রিকার তরফে এই ছবির সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

তৃণমূলনেত্রী তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন তাঁদের এক্স হ্যান্ডেলে এই ছবি পোস্ট করে প্রশ্ন তুলেছেন, 'কুখ্যাত কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে অমিত শা কী করছেন? তাহলে কয়লা পাচার কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই হয়?'

অন্ডাল বিমানবন্দরের এই ছবি ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছে।

রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'এই ছবি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, কয়লা মাফিয়াদের প্রশ্রয় দেয় বিজেপি। চক্রান্ত করে তারা বিরোধীদের হেনস্তা করতে চায়। নাহলে একজন কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া কী করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে এলেন? তাহলে বুঝতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মদতেই কয়লা মাফিয়াদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বিজেপি।' শশী বলেন, 'এর আগে দুর্গাপুরের আরেক কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির হয়ে প্রকাশ্যে কাজ করেছিলেন। বিজেপির সঙ্গে যে কয়লা মাফিয়াদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল।'

এ ব্যাপারে আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলার অশোক রুদ্র বলেন, 'বিজেপি নেতৃত্ব বারবার তৃণমূলকে কয়লা-বালি-লোহা মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িয়ে নানা অভিযোগ এনেছে। কিন্তু ইডি বা সিবিআই কেউই সেই সব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। অন্যদিকে, অন্ডাল বিমানবন্দরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদায় জানাতে বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা কমিটির তৈরি করা তালিকায় জয়দেবও রয়েছেন। অবৈধ কয়লা ব্যবসায়ী হিসেবে জয়দেবের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এখন বিজেপি নেতারা কী বলবেন?

যদিও জয়দেবের যুক্তি, 'আমি ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম। বর্তমানে আসানসোল সাংগঠনিক জেলা কমিটি এবং বিজেপির নির্বাচন কমিটির সদস্য। দলের তরফে আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়ায় অন্ডাল বিমানবন্দরে যাই।'

এদিকে, বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'মিথ্যা মামলায় জয়দেবকে ফাঁসানো হয়েছে। তাছাড়া সিবিআই কারও বাড়িতে অভিযান চালালে সে তো অভিযুক্ত হয় না।' বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের সাফাই, কে কয়লা মাফিয়া তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন না। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি কেন? মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল।

কলকাতায় ফের মোদি

কলকাতা, ১১ মে : শনিবার রাতে ফের কলকাতায় এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ৪টি জনসভা করবেন তিনি। এই নিয়ে এবছর এটি তাঁর কলকাতায় নবম সফর।

শনিবার ওড়িশার কন্ধমাল, বোলাঙ্গির ও বারগড়ে ৩টি জনসভায় ভাষণ দেন মোদি। সেখান থেকেই সন্ধ্যায় সোজা চলে আসেন কলকাতা বিমানবন্দরে। বিমানবন্দর থেকে তিনি যান রাজভবনে। এখানেই রাত্রিবাস করেন তিনি। রবিবার ৪টি জনসভা করবেন তিনি। বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে ভাটপাড়ায় প্রথম জনসভাটি করবেন সকাল সাড়ে ১১টায়। সেখান থেকে হুগলি নদীর অপর পারে চুঁচুড়া মাঠে পরবর্তী সভাটি করবেন দুপুর ১টায়। এখানে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ওই সভা হবে। এরপর দুপুর আড়াইটের সময় আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপকান্তি দিগরের সমর্থনে জনসভা করবেন পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়ায়। শেষ সভাটি হবে বিকাল ৪টের সময় হাওড়ার সাঁকরাইলে দলীয় প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে।

STOP USE NOTICE

1. Name of the Company :- Pran Beverages India Private Limited
2. Name of the Article - Pran Khatta Meetha (Namkeen)
3. Batch No- DOIG, MFD : 16/12/2023- Reg

We had lifted the above Batch / Lot No from the market. If somehow, any product of the above Batch/Lot is still available to public in any shop, it is hereby notified for information to discontinue usage of the same Batch / Lot.

Sharma Hardware

C&F AGENT - Ultratech Cement Ltd., N.H.-34, Mangalbari, Malda.

Requires

1. *Sales Representative :* Skills required Knowledge of Marketing Ready to visit market.
2. *Accountant :* Skills required knowledge of Tally, MS-Excel, Basic Accounting and booking. Male / Female required.

Salary negotiable. Interview will be after 7 days of publication.

e-mail : sharmahardware@yahoo.co.in
WhatsApp No. - 89673 65236 / 98836 18885

CV Send by WhatsApp or Drop in the Office counter

পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ মে : প্রচারে পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গে ভোট শুরু হওয়ার আগে কৌশলগত কারণেই মুখ্যমন্ত্রী এই পথে পা বাড়িয়েছেন। আর এব্যাপারে আলাদাভাবে প্রচারে গিয়ে তাঁর এই প্রয়াসে সঙ্গত দিচ্ছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে, রাজ্যে প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপির প্রচারে মুখ্য ভূমিকায় এবারও সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বারবার প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে দুর্নীতির পাশাপাশি সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছেন।

তৃণমূলের খবর, প্রচারের এই ধারায় মুখ্যমন্ত্রী শনিবার থেকে এক নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করেছেন। সন্দেশখালির পাশাপাশি এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে আরও বেশি করে প্রচারে আনছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু রাজ্যপালের বিরুদ্ধাচারণ নয়, মুখ্যমন্ত্রী এদিন সরাসরি প্রকাশ্য জনসভায় রাজ্যপালের এই কৃতকর্মের জন্য তাঁর ইস্তফাও দাবি করেছেন। এতদিন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে ভোটের বাজারে চরম বিতর্ক দেখা দিলেও এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে এত খোলাখুলি আক্রমণ করতে দেখা যায়নি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'রাজ্যপাল ডাকলেও তিনি রাজভবনে যাবেন না। রাস্তায় দেখা করবেন।' রাজ্যপালের পাশে বসাও পাপ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এদিন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই আক্রমণ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে রীতিমতো জল্পনা।

নির্বাচনি বন্ড নিয়ে তদন্ত দাবি প্রশান্তর

কলকাতা, ১১ মে : নির্বাচনি বন্ড নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অধীনে একটি পৃথক তদন্তকারী দল গঠনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। নির্বাচনি বন্ড নিয়ে শুরু থেকেই প্রশান্ত সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন। ৬ বছর মামলা চলার পর সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ওই বন্ড বাতিল করেছে।

একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত কারা কোন রাজনৈতিক দলকে টাকা দিয়েছে তার তালিকা প্রকাশের নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু প্রশান্তের মতে, লড়াই এখানে শেষ নয়, বরং শুরু। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি। তাই এই কেলেঙ্কারি নিয়ে বিশদ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই বন্ডের সঙ্গে ইডি বা সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির নাম জুড়ে গিয়েছে, সেজন্য তার বাইরে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত না চালালে এই কেলেঙ্কারির সবটুকু সামনে আসবে না।

শনিবার প্রশান্ত ও আরটিআই কর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নির্বাচনি বন্ডের কেলেঙ্কারি মানুষের সামনে আনার অনুরোধ জানান। তাঁরা বলেন, ২০১৮ সালে এই বন্ড চালু হওয়ার পর থেকে ৬ বছর কেটে গিয়েছে মামলার রায় বেরোতে। ইতিমধ্যে ২০১৯ সালে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এখন পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন চলছে দেশজুড়ে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি বন্ড থেকে সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকা পেয়েছে। সাধারণ মানুষ যদি জানতে পারে এর অর্ধেক টাকাই পেয়েছে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি, তাহলে চলতি ভোটে তার প্রভাব পড়বেই।

প্রশান্ত বলেন, 'স্টেট ব্যাংকের মতো কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান যেভাবে তথ্য প্রকাশে অনীহা দেখিয়েছে, তাতে সুপ্রিম কোর্ট না থাকলে এই কেলেঙ্কারি উন্মোচিত হত না। স্টেট ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, অনেক কোম্পানি বন্ডে শাসক রাজনৈতিক দলকে টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে বিপুল অঙ্কের ঠিকা পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে ৫০০ কোটি টাকার বন্ড দিয়ে তার বহুগুণ অঙ্কের ঠিকা পেয়েছে ওই সংস্থা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যেসব সংস্থার বিরুদ্ধে ইডি ও সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছিল, তারা বন্ড মারফত শাসক রাজনৈতিক দলকে টাকা দেওয়ার পরই সেই তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনকি বিভিন্ন সংস্থা একশো কোটি বা দেড়শো কোটি টাকা বন্ডের বিনিময়ে শাসককে দেওয়ায় কোথাও আমদানি নীতি বদলে গিয়েছে, কোথাও বা নিলাম ছাড়াই সংস্থাকে স্যাটেলাইট স্পেকট্রাম দেওয়া হয়েছে। যে ওষুধ কোম্পানিকে ক্ষতিকর ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরির জন্য শাস্তির মুখে পড়তে হত, তারা ছাড় পেয়ে গিয়েছে। এভাবে খারাপ মানের ওষুধ কত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে আমরা জানি না।'

অঞ্জলি বলেন, 'এখনও ২৫ শতাংশ বন্ডের তথ্য জানা যায়নি। ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের মার্চ অবধি যে ৪ হাজার কোটি টাকার বন্ড বিক্রি হয়েছে, তা কারা কিনেছে ও কাকে দিয়েছে তা জানা বাকি রয়েছে। এভাবে বন্ডের মাধ্যমে ভ্রষ্টাচারকে আইনি জামা পরানো হয়েছে। এর বিস্তারিত তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

সন্দেশখালিতে ফের অস্ত্র উদ্ধার

কলকাতা, ১১ মে : নির্বাচনের মুখে ফের সন্দেশখালি থেকে অস্ত্র উদ্ধার। শুক্রবার রাতে সন্দেশখালির জেলিয়াখালির পিয়ারাখালি খেয়াঘাটের কাছে দুষ্কৃতীদের থেকে দেশি ভাঙা বন্দুক উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেটি পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁরা। ঘটনায় শাহজাহান বাহিনীর যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওইদিন রামপুর এলাকায় বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে মিছিল ও সভা ছিল। সভাস্থলের আশেপাশে দুষ্কৃতীরা ঘোরাফেরা করছিল ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে তাদের ধাওয়া করেন। তখন ফেরিঘাটের কাছে একটি ব্যাগ ফেলে রেখে পালায় দুষ্কৃতীরা। সেই ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ছিল। সন্দেশখালি থানার পুলিশের হাতে সেই ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শাহজাহান ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ জেলে রয়েছেন, কিন্তু এখনও তাঁর বাহিনী এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারাই এলাকায় এখনও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করছে।

ইতিমধ্যেই পলাতক দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি।

IEM-SALT LAKE, IEM-NEWTOWN, IEM-JAIPUR
under
UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT
(Founded by IIT alumni and managed by IITians, Faculty from IITs, NITs, IIMs, CU, JU, IIEST and Foreign Universities)
BEST ENGINEERING COLLEGE IN PLACEMENTS
ADMISSION OPEN FOR ACADEMIC YEAR 2024-2025
B.Tech, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, BHM, BPT, M.Tech, MBA, MCA, M.Sc LL.M, MPT, PH.D
AFFILIATION & ACCREDITATION
Helpline 8010 700 500
Scan the QR code and visit our website www.iem.edu.in
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata - 700091

র‍্যাশন কার্ডের হিসেব তলব

কলকাতা, ১১ মে : রাজ্যে সক্রিয় র‍্যাশন কার্ডের সংখ্যা জানতে চাইল ইডি। এই মর্মে খাদ্য দপ্তরকে তারা চিঠিও পাঠিয়েছে। রাজ্যে র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি। এই তদন্ত শুরু হওয়ার পর গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সন্দেশখালি কাণ্ড প্রকাশ্যে এসেছে। শাহজাহান, বাকিবুর রহমান, শংকর আঢ্যরা এখন জেলবন্দি।

সূত্রের খবর, র‍্যাশন দুর্নীতি মামলার তদন্তের জন্যই র‍্যাশন কার্ড সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার হতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা। তাই খাদ্য দপ্তরের কাছে সক্রিয় র‍্যাশন কার্ড কত সংখ্যায় রয়েছে তা জানতে চেয়েছেন। ২০১৯ সালের আগে রাজ্যে কত সংখ্যায় র‍্যাশন কার্ড ছিল আর এখন তা কত, তাও জানতে চান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। সম্প্রতি র‍্যাশন কার্ডের ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। তখন কত কার্ড বাতিল হয়েছে তাও জানতে চেয়েছেন তাঁরা।

র‍্যাশন সামগ্রী নিয়ে কারচুপির বিষয়ে তদন্তে নেমেই বিষয়টিজানতে পেরেছিল তদন্তকারীরা। তাই কার্ডের মাধ্যমেও কোনও দুর্নীতি হয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে চান তাঁরা। মৃত্যুর পর নিয়ম মেনে কোনও ব্যক্তির র‍্যাশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে কিনা বা সেই কার্ড দিয়ে র‍্যাশন তোলা হচ্ছে কিনা সেই সংখ্যাটাও স্পষ্ট হতে চাইছে ইডি। খাদ্য দপ্তর থেকে উত্তর মিললেই তদন্তে নতুন করে অগ্রগতি হতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোকেমিক্যালস্ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি
(ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যালস্ অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস, মিনিস্ট্রি অফ কেমিক্যালস্ অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স, ভারত সরকার)
সিআইপিইটি:সিএসটিএস-হলদিয়া, সিটি সেন্টার, পোস্ট: দেভোগ, হলদিয়া, জেলা: পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬৫৭
ই-মেল: haldia@cipet.gov.in / ltc-haldia@cipet.gov.in

এআইসিটিই অনুমোদিত

সিআইপিইটি অ্যাডমিশন টেস্ট ২০২৪
অনলাইনে আবেদন: https://cipet24.onlineregistrationform.org/CIPET/

দারুণ প্লেসমেন্ট রেকর্ড

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	কোর্সের সময়সীমা	প্রবেশের যোগ্যতা
১	ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক্স মোল্ড টেকনোলজি (DPMT)	৩ বছর	১০ পাশ
২	ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক্স টেকনোলজি (DPT)	৩ বছর	১০ পাশ
৩	পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক্স প্রসেসিং অ্যান্ড টেস্টিং (PGD-PPT)	২ বছর	সায়েন্সে ৩ বছরের ডিগ্রি
৪	পোস্ট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক্স মোল্ড ডিজাইন with CAD/CAM (PD-PMD with CAD/CAM)	১.৫ বছর	মেকানিক্যাল/প্লাস্টিক্স/পলিমার/টুল/টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং/প্রোডাকশন/মেকাট্রনিক্স/অটোমোবাইল/পেট্রো-কেমিক্যালস/ইন্ডাস্ট্রিয়াল/ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি-তে ডিপ্লোমা অথবা ডিপিএমটি/ডিপিটি অথবা সমতুল্য

• Candidates appearing for the entry qualification examination are also eligible to apply for all the above courses

বয়সের সীমা নেই/ ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ	
অনলাইন আবেদনের ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৩১/০৫/২০২৪
সারা ভারতে সিআইপিইটি অ্যাডমিশন টেস্ট - ২০২৪ (ক্যাট-২০২৪) - এর তারিখ	০৯/০৬/২০২৪
কোর্সের সূচনা	আগস্ট ২০২৪-এর প্রথম সপ্তাহের

ল্যাটেরাল এন্ট্রি - অ্যাডমিশন
১০+২ (সায়েন্স) ও আইটিআই পাশ করা/পরীক্ষায় বসা প্রার্থীরা ল্যাটেরাল এন্ট্রির মাধ্যমে সরাসরি ডিপ্লোমা কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষে আবেদন করতে পারেন। (সীমিত আসন উপলব্ধ)
মোবাইল: 9002132328/ 9749042189/ 9836628455/ 8777857096
ওয়েবসাইট: www.cipet.gov.in

লোকাল ট্রেনে ভোটের প্রচার রচনার

নির্মল ঘোষ

হুগলি, ১১ মে : শনিবার সাতসকালে ব্যান্ডেল স্টেশনে 'দিদি নম্বর ওয়ান' রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পেয়ে হতবাক নিত্যযাত্রীরা। চতুর্দিকে রব ওঠে 'দিদি-দিদি'। এদিন সকালে লোকাল ট্রেনে প্রচার সারেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গী চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার সহ তৃণমূল কর্মীরা। বিকেলে হুগলির সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা মাঠে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা ছিল তাঁরই সমর্থনে। তার আগে সকালে লোকাল ট্রেনে প্রচার সেরে চমক লাগান রচনা।

লাল-হলুদ ছাপা শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরিহিত রচনার চোখমুখ ছিল খুশিতে উজ্জ্বল। বহুদিন পর লোকাল ট্রেনে চাপার খুশি চাপতে পারেননি তিনি। আইনমাফিক টিকিট কেটেই তিনি ও তৃণমূলের নেতা-কর্মী ট্রেনে চাপেন। ততক্ষণে ব্যান্ডেল স্টেশনের নিত্যযাত্রীরা জেনে গিয়েছেন রচনা এসেছেন। মুহূর্তে ভিড় জমে যায় চারপাশে। চলে সেলফি তোলার পালা। এভাবে রচনাকে কাছে পেয়ে সেলফি তোলার সুযোগ কেউই হারাতে চান না। শুধু মহিলা নন, অনেক পুরুষ যাত্রীকেও গাম্ভীর্য ভেঙে সেলফি তোলার জন্য এগিয়ে আসতে দেখা যায়। রচনা প্রচারে আসছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ব্যান্ডেলের বাসিন্দা ষাট ছুঁইছুঁই কুসুম ঘরামি। এর আগে 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর মঞ্চে গিয়েছিলেন তিনি। সেই কথা এসে জানান রচনাকে। খুশিতে রীতিমতো গান করে নৃত্য করতে থাকেন তিনি। তাঁকে নিয়েই প্রচার শুরু করেন রচনা।

ডাউন ব্যান্ডেল লোকালে চাপার আগে বিভিন্ন কামরার যাত্রীর সঙ্গে হাত মেলান রচনা। আবেদন করেন তাঁকে ভোট দেওয়ার জন্য। এরপর ট্রেনের এক কামরায় ওঠেন। সেখানে স্কুলপড়ুয়া ও মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর হুগলি ও চুঁচুড়া স্টেশনেও নামেন তিনি। সেখানে নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে সেলফি তোলেন। ট্রেনের ভেন্ডার কামরায় উঠে সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। একইসঙ্গে আবেদন জানান তাঁকে ভোট দেওয়ার। এরপর চন্দননগর স্টেশনেই নেমে যান। স্টেশনের পাশে চায়ের দোকানে জমিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খান। ট্রেনে প্রচার সম্পর্কে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলেন, 'সবচেয়ে ভালো লাগছে বহুদিন পর ট্রেনের টিকিট হাতে নিয়ে।' লকেটকে দেখেই তিনিও ট্রেনে প্রচার করছেন কি না, জিজ্ঞাসা করতে রচনা বলেন, 'করেছে? কেউ কাউকে দেখে কিছু করে না।' এই প্রসঙ্গে তিনি যে গঙ্গাবক্ষে আরতি করেছেন, তাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি যখন যে সময় প্রচার করেন, হুগলির অনেক ভোটারই তখন চাকরি করতে কলকাতায় বা অন্য কোথাও যান। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় না। এই জন্যই তিনি ট্রেনে প্রচার করলেন। তবে ট্রেনের অভাব-অভিযোগ নিয়ে কেউ তাঁকে কোনও কিছু বলেননি।

রচনাকে দেখে আনন্দে স্টেশনেই নাচ মহিলার। শনিবার।

35 YEARS ACADEMIC EXCELLENCE
IEM
Visit www.iem.edu.in
IEM, KOLKATA
ADMISSION OPEN 2024-26
MBA
2 Years Full-time AICTE approved program
MBA in General Management
SPECIALIZATION IN
Marketing | Finance | HRM | Technology Management | Logistics & Supply Chain Management
PLACEMENT HIGHLIGHTS
HIGHEST PACKAGE ₹72 LAKHS
AVERAGE PACKAGE ₹8.83
Our Top Recruiter: ABFRL, ABP Ltd., Asian Paints, Axis Bank, Bandhan Bank, Berger, Dabur, EY, Federal Bank, Flipkart, Gainwell, Godrej & Boyce, HDFC Bank, ITC Ltd, Kelloggs, Lava, Marico, Mondelez, Panasonic - Anchor, PwC, Ramco Cement, RSM USI, TCS, Ujjivan Small Finance Bank, Usha Martin, Vialto Partners, VIVO
STUDY ABROAD PROGRAM AT
Vancouver (Canada) | New York (USA) | Singapore | Sydney (Australia) | London (UK)
AFFILIATION & ACCREDITATION
Admission Helpline 8010 700 500

AWWA BEAUTY PARLOUR, BENGDUBI
VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD

AWWA Beauty Parlour invites applications from **eligible female candidates** for the following Post :

Post	Vacancy	Age Limit	Qualification	Nature of Appointment
Beautician	01 (One)	Not to exceed 45 years	Secondary School and Beautician course qualified with minimum 02 yrs working experience	Adhoc Basis

(1) Interested Candidates may contact and register their name directly with the JCO I/C AWWA beauty Parlour on Mobile No. **+ 91 95412 38033**. The Last date of Name registration is **16th May 2024.**

(2) Eligibility Test will be conducted on **17th May 2024**. Candidates should reach by 1000 hour at AWWA Beauty Parlour, Bengdubi.

(3) Monthly Salary Package Rs. 6500/- + incentive (15% of Profit generated by Beauty Parlour)

(4) Working Hours : (a) 06 days in a week with holiday on Thursday.
(b) Morning time from 1000 hour to 1300 Hour.
© Evening Time from 1500 hour to 1900 hour.

(5) The nature of appointment is purely on adhoc basis. An agreement of 11 months will be carried out between employer and selected candidate.

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পার্কিং-২৫, নিলাম শুরু (প্রতিটি লট) : ২১-০৫-২০২৪** তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। রেট ইউনিট : বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১০৯৫।

ক্রমিক নং	লট নং./ক্যাটাগরি	স্টেশন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকা)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং-দুই চাকা)	আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি অফিসের সামনে অবস্থান
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-কেওজে-এমএক্স-৩১-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট (বিএক্সটি) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-কেএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-৩০-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এইচওজে-এমএক্স-৩৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	হ্যামিল্টনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/৯	পার্কিং-এপিডিজে-জিকেজে-এমএক্স-৩৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/১০	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/১১	পার্কিং-এপিডিজে-জেপিই-এমএক্স-১-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/১২	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/১৩	পার্কিং-এপিডিজে-এমএইচবিএ-এমএক্স-৩৭-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	মাথাভাঙা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/১৪	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএলও-এমএক্স-১৮-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/১৫	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৬.১০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়: ৩০ মিনিট, ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান: ১০ মিনিট, সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ: ১০ বার। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে আপলোড করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জঙ্গল থেকে পাহাড়ে পর্যটনের নতুন দিশা

রসিকবিলে অতিথি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ মে : এই প্রথম রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে চিতাবাঘের এনক্লোজারে রিমঝিম ও গরিমার কোল আলো করে জন্ম হয়েছে সাতটি ফুটফুটে শাবকের। এতে খুশির আমেজ রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র জুড়ে। রসিকবিলে এক লাফে চিতাবাঘের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২টি।

কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানিয়েছেন, রিমঝিমের চারটি ও গরিমার তিনটি সন্তান হয়েছে। মা ও সন্তানরা সকলেই সুস্থ রয়েছে। চিকিৎসকরা সবসময় তাদের নজরে রাখছেন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত ২ এপ্রিল তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিল গরিমা ও ১৪ এপ্রিল রিমঝিম আরও চারটি সন্তানের জন্ম দেয়। আপাতত দুটি নাইট শেলটারে মা ও তাদের সন্তানদের আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। এনক্লোজারের বাকি তিন মর্দা বাঘ যাতে কোনওভাবেই তাদের এসময় বিরক্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখছেন বনকর্মীরা। এদিকে এনক্লোজারে যে নাইট শেলটারে সদ্যোজাতরা সহ রিমঝিম ও গরিমা রয়েছে সেদিকে যাতে পর্যটকরা যাতায়াত না করেন সেজন্য এনক্লোজারের একদিক উঁচু করে ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রসবের পরে মাদি দুই চিতাবাঘের স্বাস্থ্যের দিকেও বাড়তি নজর দিয়েছে বন দপ্তর। নাইট শেলটারের ভেতরেই খড়ের গাদা পেতে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য। সেখানেই মায়ের সঙ্গে খুনশুটি করে খেলে দিব্যি সময় কাটাচ্ছে শাবকরা।

এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে মাদি চিতাবাঘ দুটির মেনুতে বদল আনা হয়েছে। সদ্যোজাতদের মাতৃদুগ্ধ পান করাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তাই মাদি চিতাবাঘ দুটিকে আগে একবেলা মাংস খাওয়ানোর নিয়ম থাকলেও এখন দু'বেলা মাংস খাওয়ানো শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে মাংসের সুপ জাতীয় খাবার, ভিটামিন এসব দেওয়া হচ্ছে। শাবকদের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না মা গরিমা, রিমঝিম। সে কারণে এখনও তাদের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব হয়নি।'

নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশের আনন্দ উপভোগ করতে উত্তরবঙ্গ তো বটেই, নিম্ন অসম থেকেও পর্যটকরা সারাবছর ভিড় জমান রসিকবিলে।

মিরিক লেকে স্কাইওয়াক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : মিরিক পর্যটন মানচিত্রে একটি অতিপরিচিত নাম। কিন্তু পর্যটকদের কাছে মিরিক এক রাত কাটানোর মতো গন্তব্য হয়ে উঠতে পারেনি। তবে আশার কথা, ইদানীং কিছু মানুষ পাহাড় বেড়াতে এসে এখানে রাত কাটাচ্ছেন। পর্যটনশিল্পে মিরিককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবার স্কাইওয়াক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

যা তৈরি হবে মিরিক লেকের ওপরে। জিটিএ'র অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের আহ্বায়ক দাওয়া শেরপা বলছেন, 'মিরিকে স্কাইওয়াক নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। ডিপিআর তৈরির জন্য বলা হয়েছে। সম্ভবত বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কাজ হবে।'

শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৪৪ কিলোমিটার দূরত্বে মিরিক পর্যটনের অন্যতম পীঠস্থান। এখানকার লেক পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেখানে বোটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি মিরিক লেকের ওপরে থাকা সেতু এবং ওপারে ঘোড়ার পিঠে চড়ার আনন্দ উপভোগ বরাবর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কয়েকবছর আগে লেকের সামনের অংশে পার্ক তৈরি করা হয়েছে। রয়েছে কৃষ্ণনগর বাজার। বেড়াতে এসে অনেকেই বাজার থেকে পছন্দসই জিনিসপত্র কেনেন। সব মিলিয়ে মিরিক পর্যটকদের কাছে পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে।

মিরিক পুরসভার প্রশাসক লালবাহাদুর রাই বলছেন, 'মিরিকে হাতেগোনা কিছু পর্যটক রাত্রিবাস করেন। অধিকাংশই দার্জিলিং যাতায়াতের পথে এখানে ঘুরতে আসেন। লেক দেখে, বোটিং শেষে ছবি তুলে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার ফিরে যান। আমরা চাইছি, পর্যটকরা যেভাবে দার্জিলিং ও গ্যাংটকে হোটেল বুকিং করে বেশ কিছু দিন থাকেন, মিরিকেও তেমন হোক। এখানে লেক, বোটিংয়ের ব্যবস্থা, কৃষ্ণনগর বাজার সহ আশপাশে প্রচুর চা বাগান রয়েছে। ঘুরে দেখা যাবে কমলালেবুর বাগান।'

এই মিরিক লেকের উপর তৈরি হবে স্কাইওয়াক। ছবি : সূত্রধর

বর্ষার পরই পর্যটনের মরশুম। এখন থেকে তার জন্য সাজছে উত্তরবঙ্গ। ট্রেকিংয়ে উৎসাহ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। পর্যটন শিল্পে মিরিককে আকর্ষণীয় করে তুলতে স্কাইওয়াক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ট্রেকিংয়ের নতুন পথ খোঁজার উদ্যোগ শুরু

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মে : ট্রেকের কথা উঠলেই 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবির সেই দুধসাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ে বানি-ন্যায়না'দের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বলিউডের এই সিনেমার চরিত্ররা গিয়েছিল হিমাচলপ্রদেশের মানালিতে। সেইরকমই ভারতের উত্তরাখণ্ড, লাদাখ, মহারাষ্ট্রের ট্রেকিং ট্রেইলগুলি তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়। হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড কিংবা লাদাখে হিমালয়ের ভৌগোলিক পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকটাই মিল পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গের পাহাড়, জঙ্গলে ঘেরা এলাকাগুলির।

কিন্তু ভিনরাজ্যের সেই ট্রেকিং ট্রেইল যতটা জনপ্রিয়, ততটা উত্তরবঙ্গের এই জায়গাগুলো নয়। এর কারণ কী? প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। এই অঞ্চলেও সান্দাকফু, টুংলুর মতো ট্রেক রয়েছে। তবে আশার কথা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে ট্রেকিংয়ের নতুন নতুন পথ খোঁজার কাজ চলছে। জানালেন দেশের অন্যতম পরিচিত ট্রেকার অর্জুন মজুমদার।

শনিবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-র যুব শাখা 'ইয়ং ইন্ডিয়ান্স'-এর তরফে ইন্সপিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে 'রুবরু' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে ট্রেকিংয়ের বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন অর্জুন। সেখানে অংশ নেন চারটি কলেজের পড়ুয়ারা। এই দেশে ট্রেকিংকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং ট্রেক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, নিরাপত্তা, সহায়তার কাজের সঙ্গে অর্জুনের নিজস্ব সংস্থা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত। বিভিন্ন রাজ্যের সরকার এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সংস্থাটির নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। এবার এই রাজ্যের তরফে ট্রেইল খোঁজার বিষয়ে সংস্থাটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অর্জুন মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা হচ্ছে। কিন্তু নতুন পথ বের করা সময়সাপেক্ষ। ট্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উৎসাহ দিচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'তবে কাশ্মীর থেকে উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ হয়ে হিমালয় পর্বতমালা যত নেপাল, সিকিম, ভুটানের দিকে এসেছে, ততই টপোগ্রাফিক্যালি পরিবর্তন হতে শুরু করে। ঘন জঙ্গলের পাশাপাশি চড়াই উতরাইয়ের কাঠিন্য বেড়ে যায়। জঙ্গল এবং এই কাঠিন্যের জন্য এই অঞ্চলে বেশি 'ট্রেইল' বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও জঙ্গলের পাশাপাশি সিকিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে নতুন 'রুট' খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জানান, একদিনে ট্রেক করা যায়, এমন অনেক রুট এই এলাকায় রয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে ট্রেক করার পথ এই অঞ্চলে বের করা কঠিন। পরিবেশগত পার্থক্য তো রয়েইছে। পাশাপাশি ঘন জঙ্গল থাকায় বিভিন্ন বন্য জন্তু-জানোয়ার এই অঞ্চলে রয়েছে। তবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ট্রেকিং নিয়ে উৎসাহ বাড়ছে। এই বিষয়ে অর্জুনের বক্তব্য, 'ট্রেকিং করলে তার প্রভাব শরীর, মন এবং আত্মার ওপর পড়ে। অন্য দেশের তুলনায় এদেশের মানুষ অনেক কম ট্রেক করেন। তবে ট্রেকিং নিয়ে নতুন প্রজন্ম উৎসাহ দিচ্ছে।' ট্রেকিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়লে ওই এলাকার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নও সম্ভব হয়।

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএস- ০২ অব ২০২৪ তারিখ: ০৯-০৫-২০২৪

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, এন. এফ. রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন।

১। ভিজিটিং স্পেশালিস্টের নাম: (i) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ = ১ (এক)। (ii) অর্থোপেডিক সার্জন স্পেশালিস্ট = ১ (এক) এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ = ১ (এক)।

২। প্রাপ্তির শুরুর তারিখ: ১৩-০৫-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে।

৩। আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় : ০৩-০৬-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত।

৪। বৈধতা ও সময়সীমা: এই আবেদন ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।

৫। বয়সের সীমা: প্রথম নিযুক্তি ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত।

৬। (i) অভিজ্ঞতার যোগ্যতা : ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা অথবা সমতুল্য। (ii) বিশেষজ্ঞ: স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পি.জি ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। (iii) পিজি ডিগ্রি সহ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে : পি.জি ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।

৭। বয়সের প্রোফাইল: প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বয়সের উচ্চ সীমা: অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চ সীমা হলো ৬৫ বছর।

৮। কাজের মেয়াদ: (i) প্রত্যেকবার প্রস্তাব দেওয়ার সময় শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে। (ii) মেয়াদ বৃদ্ধির বৈধতা অতিক্রম করার পর দেওয়া হতে পারে।

৯। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্মানী প্রদান করা হবে : কাজের সময় : সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা। বিশেষজ্ঞ : ৭৮,০০০ টাকা প্রতি মাস।

উপরে উল্লেখিত পদের জন্য বিশদ বিবরণ সহ আবেদনটি উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in→Tenders -এও পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট
আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

That my client Sudeep Saha is going to purchase the vacant land measuring 2 (two) katha 10 (one zero) chhataks at Mouza-Dabgram, Sheet No. RS. 11, LR. 104, Khatian No. RS. 637/1, LR. 37, Plot No. RS. 245, LR. 436, Pargana-Baikunthapur, J.L. No. 02, P.O. Ghogomali, SMC Ward No. 36, P.S. & A.D.S.R. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri from Sri Jogesh Chandra Sarkar S/o. Late Sukdeb Sarkar of Niranjan Nagar, P.O. Ghogomali, SMC Ward No. 36, P.S. & A.D.S.R. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri. Anyone having any objection may write to me or call 98320-12409, East Rabindra Nagar, P.O. Rabindra Sarani, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice otherwise objection will not be entertained.

Sd/- Pradip Kr. Mandal
Advocate, Siliguri

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)

NAYAN RAHASYA

(Bengali)

Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
A/c Dolby Digital

Tuition

■ Study Centre (Aurobindapally) অঙ্কে ভয়? অঙ্ক তো গল্প! I - IV (All Subjects), V - X (Math/ Phy. Sc.). All Medium. Tuition with Counseling. Home Tuition available. Ph : 8918698820/ 8927029236. (C/110633)

সংগীত/কলা

■ যে কোনও বয়সে, গিটার শেখা এখন সহজ! বাড়ি থেকেই অনলাইন ক্লাসে ভর্তি হন @ 8388951121. (C/110835)

জ্যোতিষী

■ জ্যোতিষ ও বাস্তুবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য প্রেমে বাধা, বিদ্যা, ব্যবসা, মামলা, সন্তানহীনতা সহ যে কোনও সমস্যার 100% সমাধান। (M) 8145448077. (C/110636)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/110628)

■ শ্রীদেবকুমার জ্যোতিষ ভারতী স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত (JB, GM, ARP Kol) শিলিগুড়ি 8-14, মালবাজার 15-19. (M) 7719371978.

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স- স্টুডেন্ট, যুবক, যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত) 9832012088(9 A.M.- 5 P.M.)

■ প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী 18 ও 19 মে'2024 শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন- 'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল।' 0353-2538844/96092-25864. (C/110635)

বিক্রয়

■ Land for sale near NBU opposite Uttora Gate (Gossainpur) 2 Katha @ 15 L/ Katha. (M) 9749062842. (C/110641)

■ 3 BHK flat with parking and Lift facility 1200 sqft for sale at Hakimpara, Siliguri. M-8597058932. (C/110643)

■ টাকিমারির কাছে ১৫০ বিঘা জমি বিক্রয় করিব। প্রকৃত ক্রেতা চাই। (M) : 9831839682.

■ উত্তর সারিয়ামে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে 500 মিটার ভিতরে 35 কাঠা চা-বাগান অতি সত্বর বিক্রয় হবে। M : 81012-25414/96415-69285. (C/113171)

■ হায়দরপাড়া বাজারে ৩ তলে 950 S.ft. ফ্ল্যাট ও 187 S.ft. গ্যারাজ বিক্রি, দালাল নয়। 35 লাখ। 9531612104. (C/110502)

LAND FOR SALE IN SILIGURI
72 Kattha vacant Land, rectangular plot with boundary wall, freehold property on 4 lane Asian Highway location - Dhantola, Fulbari 2 no Gram Panchayat. 5-7 Kms from Siliguri, West Bengal. Contact Kalyan 8788399385

■ At Uttyarayn Siliguri 4 Cottahs land for sale in prominent location. M - 9330696816. (C/113164)

■ 2.5 কাঠা (রেজিঃ) জমি বিক্রি হবে, শক্তিগড়, রোড-3, ইয়ংস্টার ক্লাবের নিকট (ইস্ট ফেস) 87 লক্ষ টাকা, পেপার আপ টু ডেট। 9832386189. (C/110810)

■ শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে অলোকসংঘ ক্লাবের কাছাকাছি 1375 sq.ft. (1st ফ্লোর) রেডিমেড ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। M : 8837002712.

■ ধূপগুড়ি ক্ষুদিরামপল্লিতে 20 কাঠা বাস্তুজমি সত্বর বিক্রয় করা হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন । M : 8777257325. (A/B)

■ Flat for sale at 1st floor of 955 sq.ft with Garage of 120 sq.ft., Near Dadabhai Club, Deshbandhupara, Siliguri. M : 94344-66504. (C/110636)

■ Pre-Booking for New 2 BHK & 4 BHK flat & Commercial shop available at Medical More, near New NBMC main gate. M : 8759187453. (C/110372)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি দঃ বামনপাড়ায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা (দালাল ছাড়া) যোগাযোগ করুন। 9641884669. (C/33049)

■ জলপাইগুড়ি নিউটাউনপাড়া রাস্তার পার্শ্বে তিনকাঠা বাস্তুজমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ 9531667142. (C/33008)

■ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় 17 ft. রাস্তার ওপর দক্ষিণমুখী 1088 sq.ft. 2 BHK (1st floor) মডিউলার Kitchen ও একটি Car Parking সহ মূল্য 39 লক্ষ টাকা। যোগাযোগ : 9474381532/ 8250762652. (C/110627)

■ Flat sale at Sibrampally, Siliguri 600 sq.ft Aprox Ph : 8918127622, 7001669890. (C/110631)

■ দোকান বিক্রয়, দার্জিলিং মোড় লোকনাথ মন্দির নিকট। M : 98320-79570/9339264128. (C/110633)

LAND FOR SALE

■ 3 Katha Land for sale at Khaprail Road, Panchkelguri. Contact Number - 9167094309. (C/110636)

ক্রয়

■ জলপাইগুড়ি শহরে 2/3 কামরা, ফ্ল্যাট নতুন/পুরোনো ক্রয়ে ইচ্ছুক (লিফট আবশ্যক)। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ- 7407666773. (C/33042)

হোম ডেলিভারি

■ ঘরোয়া বাঙালি খাবার ফ্রি হোম ডেলিভারি করা হয়। এছাড়া যে কোনও অনুষ্ঠানের অর্ডার নেওয়া হয়। 9064796132. (C/113174)

আইন-আদালত

■ আপনি কি ডিভোর্স, সম্পত্তি, পুলিশি হয়রানি ও আইনি সমস্যায় আছেন? হেল্প লাইন : 7585907389/ 9883324578. (C/110452)

ভাগীরথী দুধ

■ দই, পনির, লস্যি, ঘি ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন। আর্থিকভাবে সচ্ছল ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এরিয়া : জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা, আশিঘর, ইস্টার্ন বাইপাস, শালুগাড়া। Ph : 7908180066. (C/110636)

ভ্রমণ

■ লাটাগুড়ি, ডুয়ার্সে নদীর পাশে 'রিসর্ট গরুমারা রিভারসাইড।' বয়স্কদের, স্কুল, কলেজ, গ্রুপ বুকিং-এ বিশেষ ছাড়। ছোট অনুষ্ঠান, পিকনিক ইত্যাদি করা যায়। 6296660643. (K)

কোচবিহার ট্রাভেল

■ থাইল্যান্ড- ৯, ২৬/১০, শ্রীলঙ্কা- ৯/১০, বালি- ১৩/১০, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া/সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড- ১৮/১০, দুবাই, আবুধাবি, কাতার- ১৭/১০, ৫/১১, দুবাই, আবুধাবি- ১৭, ২৭/১০, ৫/১১, ভিয়েতনাম- ৯,২৮/১০, দক্ষিণ আফ্রিকা- ২২/৭, কেনিয়া- ১৯/৮, বাংলাদেশ- ১১/১২ ইজিপ্ট- ২৩/১২, কাশ্মীর- ৯, ১১, ১৮, ২০/১০, কেরল- ১৩/১০, অযোধ্যা, বেনারস- ৯, ১৮/১০, রাজস্থান- ৯, ২০/১০, গুজরাট- ২০/১০, হিমাচল- ৯/১০, নর্থ ইন্ডিয়া- ২০/১০, অরুণাচল- ৯, ২০/১০, নেপাল- ২০/১০। আমরা দেশ ও বিদেশের কাস্টমাইজ স্পেশালিস্ট। প্রধান বিল্ডিং, ঋষি অরবিন্দ রোড, শিলিগুড়ি- ৭৭৯৭৪৭৩১২৭, ৯৯৩২২০৪৮৮৫।

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 29/6, কেদার-বদ্রি 8/9, কাশ্মীর10/10, 20/10, সাংলা-কল্পা 12/10, হিমাচল+অমৃতসর 20/10, কেরল 20/10, রাজস্থান 7/10 ও যে কোনও দিন আন্দামান 9733373530. (K)

ক্রয়/বিক্রয়

■ পুরোনো যে কোনও ধরনের বাড়িঘর কিনে ভেঙে পরিষ্কার করিয়া দিয়ে থাকি, SLG. M-6294310899. (C/110643)

ভাড়া

■ 2000 sq.ft. Space for rent for Bank/Corporate Office at Hillcart Rd, Nilkamal Plaza, Siliguri. M : 9475089531. Time- 11 A.M.- 1 P.M. (C/110633)

■ কোচবিহার, বিশ্বসিংহ রোড ও হাসপাতাল রোড সংযোগস্থলে ২০০০ sq/ft কমার্সিয়াল 1st floor Bank /Office ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9593234500. (C/109776)

■ জলপাইগুড়ি শিরিষতলাতে পাঁচ কাঠার উপর অফিস/ব্যাংকের জন্য উপযুক্ত বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-6290253867. (C/33009)

ভাড়া

■ হংকং মার্কেট সংলগ্ন শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দোতলায় শার্টার, কাঠের আলমারি সহ দোকানঘর সেলামি/ভাড়াতে দেওয়া হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। ফোন : ৯৮৩২০৬৬৮৩৪, ৮৭৬৮১৯৫৭৬৬. (C/110635)

■ To-Let@Naresh More Godown, Bank. Mob : 9832464789, 9851157413. (C/110836)

■ To let Bank, Office, Shop. Prime location. N.B. M.College. 1200 sq.ft. 9734104370. (C/110831)

FLAT FOR RENT

■ Available 2 BHK flat with attached Bathrooms, Hall, Store Room for Rent at Khaprail Road, Panchkelguri (Near Four Vedas Hotel) Preferably Army, SSB or with transferable job. Contact number 9167094309. (C/110636)

কর্মখালি

■ Required Female Office Assistant with Computer knowledge & Male/Female computer Faculty at Siliguri. Cont. 9734144607. (C/110636)

■ A Tea Estate in South Terai looking for a Senior Accountant with 5-6 years experienced well conversant with tea garden computerised accounting using Grill-5 and Conversed with Garden Accounting Matters too. Apply immediately at : rdteabharat@gmail.com (C/110829)

■ Urgently require Female Staff for a reputed Boutique Store near Bidhan Rd., Slg. (M) 8918418178. (C/110832)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে দিন-রাত থেকে পিছুটানহীন পঞ্চাশোর্ধ্ব নির্ঝঞ্ঝাট কাজের মহিলা বা পুরুষ রাখতে চাই। মোঃ 9933699881. (C/110812)

■ সিকিউরিটি গার্ড চাই 24 ঘণ্টা থাকার জন্য। ঘর, জল, ইলেক্ট্রিক ফ্রি। মাসিক বেতন Rs. 7000/-. Ph : 7982834624. (C/110627)

■ গুয়াহাটিতে তিনজনের সংসারে পিছুটানহীন কর্মঠ মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া, মাস মাহিনা ১৫,০০০-১৮০০০, যোগ্যতানুযায়ী। 8240079254. (K)

■ Req. Accountant B.Com., expert in Comp. & English for Office at Siliguri. Min 1 year exp., WhatsApp CV to 9800013305. (C/110817)

কর্মখালি

■ Require a male accountant with Excel, Word, Tally and GST knowledge (bill mandatory). Working hrs. 10 A.M. to 8 P.M. Salary (as per experience). Send your CV to maatarasiliguri@gmail.com (C/110632)

■ সর্বক্ষণের বাড়ির কাজের জন্য মধ্যবয়স্কা স্বামী ও স্ত্রী লোক চাই। পিছুটানহীন কলকাতা গড়িয়াহাটের নিকট। (M) 9434379261. (C/110633)

■ মডুলার কিচেন, রুম ইনটেরিয়র ডিজাইন ও হোমঅ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট সেল ও সার্ভিস করার জন্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনহাটা ও আলিপুরদুয়ারে লোক নেওয়া হবে। স্যালারি ফিক্সড+কমিশন। P.F., ESIC-র সুবিধা। Ph : 8116602333. (C/110637)

■ সোনাপুর ও পাঞ্জিপাড়ায় ভাগিরথী দুধ, ঘি, পনির বিক্রির জন্য ডিস্ট্রিবিউটার চাই। শীঘ্রই যোগাযোগ করুন 97497-34402, 86950-90855. (C/110640)

■ সিকিউরিটি গার্ডের কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক চাই। উচ্চতা ৫'-৭"। ফুলবাড়ি। M : 8370895152. (C/110640)

■ শিলিগুড়ি নেতাজিপল্লিতে রান্না সহ বাড়ির সব কাজের জন্য নয় ঘণ্টার কাজের মহিলা চাই। 9734966208. (C/113173)

■ ওয়েলডার, হেল্পার, Factory সুপারভাইজার, স্টোরকিপার, Accountant চাই। 9064045590, 7047899915. (C/110811)

■ Require Experienced Chief Financial Officer (CFO), Senior Accountant, Senior HR, Senior Digital Marketing Expert & Finance Manager for Renowned Organization at Matigara. Send your CV by WhatsApp - 9800653511. (C/110643)

■ ফাস্টফুড দোকানের জন্য কুক প্রয়োজন। শিলিগুড়ি। যোগাযোগ করুন : 7477828530. (C/110636)

■ Driver and Computer Staff for Books Co. Siliguri. Call : 9144433325. (C/110634)

Appointments

■ A Tea Garden in Dooars immediately requires Manager with minimum ten years experience in Field Work and Manufacture of Quality Orthodox Tea. Send detailed Biodata to hrcontact6@gmail.com (C/113177)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, সর্ব সময়ের জন্য আয়া-সেবিকা প্রয়োজন। থাকা-খাওয়া সমেত ১০,০০০/-। 6295989329. (C/110642)

■ Lubricant-এর North Bengal Distributors Point-এ অভিজ্ঞ Sales Manager প্রয়োজন। Ph : 9749121437/ 6297447155. (C/110643)

■ আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্যাথলজি ল্যাবরেটরির সেলস এবং মার্কেটিংয়ের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। 9999328241/ 8001594500. (C/109783)

■ শিলিগুড়িতে Sr. Accountant প্রয়োজন। Tally-তে দক্ষ ও কমপক্ষে 5 বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে Bio-Data W/A করুন 8116602333 নম্বরে। Expected salary উল্লেখ করে upto-date CV পাঠাবেন। (C/110637)

Required

■ Require Service Technician and Sales person for service centre of Kent Ro System & Kuhl Fan. Salary, Comm. etc. Shree Ganesh Enterprise, Sukantapally, Siliguri, Call 8927944420/ 7074007390.

Teachers Wanted

■ Maulana Azad International School of Katihar, Bihar-854317 needs Maths & Hindi Teacher for VI to X & Female Primary Teacher. Salary 11K to 18K with food & lodge. Send CV to : azadfoundation2016@gmail.com, (M) 8001679842, Visit : www.maischool.in (C/110632)

Situation Vacant

■ Buniadpur Teachers' Training College, Buniadpur, D/Dinajpur, Invited for the Post of B.Ed Asstt Prof. Math-1, Eng-1 as Per NCTE norms. Send CV through mail within 7 days. Sarkarpradip98@gmail.com. M-9733700401. (M-BH)

কর্মখালি

■ Require Automobile Technician, Vehicle Evaluator, Inhouse Trainer (Technical), Service Advisor (Location-Darjeeling) for Renowned Organization at Matigara. Qualification- I.T.I in Motor Mechanic, Diploma in Auto Mobile or Fresher with Mechanical Background. Send your CV by WhatsApp - 9800653511. (C/110643)

■ Urgent requirement of News Reporter, Cameraman district wise and Editor for Digital Hindi News Channel. Candidates must know Hindi and Bengali language. Contact : 9051405358, 9331273838. (K)

■ Urgently required experienced person to work at a Medical shop with knowledge of software & medicine. Contact : 8918171159, 9641986949. (C/110639)

■ Office Executives, Graduate with Computer skill and command over Bengali/English required at Siliguri. WhatsApp : 8918771252. (C/109782)

রিপ্রেজেন্টেটিভ চাই

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থাতে উত্তরবঙ্গ সহ নর্থইস্টের বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর প্রয়োজন।

M-8697731248
e-mail: organon1999@gmail.com

M/S TAPAN REFRIGERATION
SILIGURI BASED KITCHEN EQUIPMENT MANUFACTURING CO.
VACANCY

1. AutoCAD Designer
Graduate with min. 1 yr experience
2. Sales/Office Executive
Graduate with min 2 yrs Experience
3. Marketing Executive
Graduate with min 2 yrs Experience

Please send your Resume at email : sales1@tapanrefrigeration.com
Mb: 8900091803 / 7063599077

Wanted Teachers

Wanted Teachers: 1. Maths- B.Sc. B.Ed., 2. English - M.A, B.Ed, 3. Psychology- M.A, B.Ed, fluency in English & Hindi. Apply with C.V along with copies of testimonials and passport size photograph within 07 days to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005
(No Phone Please).

বাজারে বেআইনি নির্মাণ

ফুলেশ্বরীতে রাস্তা ও নালা দখল করে ব্যবসার অভিযোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : রাস্তা দখল করে রীতিমতো কংক্রিটের নির্মাণ। তার উপরেই চলছে খুল্লামখুল্লা ব্যবসা। এমনই ছবি ধরা পড়ছে ফুলেশ্বরী বাজারে। মাঝে এই বাজারে যানজট কমাতে ব্যবসায়ীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু সেই রাস্তাতেই বিশেষ করে নিকাশিনালার উপর একের পর এক নির্মাণ লক্ষ করা যাচ্ছে।

ফুলেশ্বরী বাজারের পাশাপাশি রেলগেটের দশা ফের ভগ্নপ্রায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব দিকে প্রশাসনের কোনও নজর নেই। জনপ্রতিনিধিরাও জেগে ঘুমোচ্ছেন বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের একাংশের। পুরনিগমের চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় কাউন্সিলার প্রতুল চক্রবর্তী বলেন, 'নিকাশিনালা দখল করে দোকান নির্মাণ আটকাতে হবে। আমরা দ্রুত পদক্ষেপ করব।' রেলগেটের বেহাল অবস্থা নিয়ে তিনি রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। নিউ জলপাইগুড়ি রেল কর্তৃপক্ষও দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

ফুলেশ্বরী বাজারে রাস্তা দখল করে বসা কয়েকজন ব্যবসায়ী দিনভর ব্যবসা করে সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে বাড়ি ফেরেন। আবার কয়েকজন রাস্তাতেই জিনিসপত্র রেখে চলে যান।

ফুলেশ্বরীতে নিকাশিনালা ও রাস্তা দখল করে দোকান।

কেউ আবার রীতিমতো ফুটপাথ সহ রাস্তার কিছু অংশ দখল করে দোকান বানিয়েছেন। গত দেড়-দু'মাসে এমন বেশ কয়েকটি অবৈধ নির্মাণ হয়েছে বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন ধরে এসব চললেও নির্বিকার ওয়ার্ড কাউন্সিলার সহ পুরো ওয়ার্ড কমিটি। যে নির্মাণ হচ্ছে, তা সবার চোখের সামনেই।

ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। দীর্ঘদিন নালা পরিষ্কার না হওয়ায় চারিদিকে দুর্গন্ধ। মশার উৎপাতে টেকা দায়। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে বেআইনি নির্মাণগুলি না ভাঙলে আগামীতে নিকাশিনালা পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না। আর ভোটের স্বার্থে কেউ সেই পদক্ষেপ করবে না বলেই অনুমান ব্যবসায়ীদের। অন্যদিকে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫ দিন ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ রেখে সংস্কার করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে এই রেলগেটের অবস্থা আরও ভয়াবহ। প্রায় এক মাস ধরে রেলগেটের ফুলেশ্বরী বাজারের দিকের অংশে বড় বড় পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। রেলগেট হয়ে চলাচলের সময় অনেক গাড়ি সেই পাথরে পিছলে উলটে যাচ্ছে। আবার গাড়ি চলাচলের সময় পাথর ছিঁটকে এসে অনেক পথচারীর শরীরে লাগছে, ফলে আহত হচ্ছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর নন্দী বলছিলেন, 'গত বুধবার বাজারে যাচ্ছিলাম। রেলগেট পার করার পর একটি লরির চাকা পাথরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি আমার দিকে ছিঁটকে এসে হাতে লাগে। এখনও প্রচণ্ড ব্যথা রয়েছে।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রতুল চক্রবর্তী অবশ্য বলছেন, 'প্রতিদিন সকালে রেললাইনের পাশ থেকে রাস্তা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা পাথর আমাদের পরিষ্কার করতে হচ্ছে। অথচ এটা রেলের কাজ।'

অব্যবস্থা

- ফুলেশ্বরী বাজারে রাস্তা, নিকাশিনালার উপর বেআইনিভাবে নির্মাণ হচ্ছে দোকান
- বেআইনি নির্মাণগুলি না ভাঙলে আগামীতে নিকাশিনালা পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না
- এব্যাপারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ
- রেলগেটের এক অংশে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর, তা ছিটকে এসে আহত হচ্ছেন স্থানীয়রা

বালি পাচারের বখরা নিয়ে মতবিরোধ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মে : রাজ্য শাসকদলের দাপুটে নেতা এবং পুলিশের ঝামেলা নিয়ে জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। কয়েকদিন আগে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে নদী থেকে বালি পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেতা এবং পুলিশের মধ্যে বচসা হয়। কিন্তু নদী থেকে বালি-পাথর পাচার তো এলাকায় নতুন নয়। তাহলে এখন হঠাৎ কেন এই ঝামেলার সূত্রপাত। উঠছে প্রশ্ন।

বিধাননগরের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাজল ঘোষ আগেই জানিয়েছেন, পুলিশের মদতেই এই কারবার চলছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি জেলা পুলিশের ওপরমহলে অভিযোগও জানান। সেই ঘটনার পর এলাকায় নদী থেকে পাচার বন্ধ আছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে এলাকার খবরাখবর রেখে চলছে পুলিশের মোবাইল ভ্যান পেট্রলিংও। কয়েকজনকে নদী থেকে বালি পাচারের সময় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

কিন্তু সবার মনেই প্রশ্ন জাগছে, সবই যদি নিয়মমাফিক হয়, তাহলে পুলিশ-নেতা বিরোধের কারণ কী? কেন রাজ্য পুলিশের সঙ্গে এলাকার শাসকদলের দাপুটে নেতার মতবিরোধ হল? আর কেনই বা সেই ঘটনার জল এতদূর গড়াল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিরোধীরা অবশ্য নেতা-পুলিশ উভয়ের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তাঁদের কথায়, আগে এলাকায় এই সমস্ত অপরাধ সংঘটিত করতে হলে তার বখরা যেত নেতার কাছেই। এখন পুলিশও সেই বখরায় ভাগ বসিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নিজের ভাগে কম পড়ায় চটে গিয়েছেন নেতা। সেখানেই সমস্যার শুরু।

এই অভিযোগকে আবার সমর্থন করছেন শাসকদলের নেতাদের একাংশ। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় এক নেতা বলেন, 'এলাকার মহানন্দা, বালাসন, মতিয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচার চলছে। এর ভাগ যেত দলেরই এক নেতার কাছে।' বিধাননগরের রাজ্য শাসকদলের আরেক নেতা আবার জানালেন,

এখন বালির টাকায় পুলিশ ভাগ বসিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সেজন্য বড় নেতার গোসা হয়েছে। বিধাননগরের বিজেপি নেতা তপন সিনহা বলেন, 'ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ওই নেতার ঝামেলা হয়েছে। আর কিছুই নয়।'

বিধাননগরে মহানন্দা নদীর সেতুর ধার ঘেঁষে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। মহানন্দা নদীতে শুধু দার্জিলিং জেলা নয়, উত্তর দিনাজপুর জেলার বালি মাফিয়ারাও ইচ্ছেমতো লুঠপাট চালাচ্ছে। মেশিন বসিয়ে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীতে গর্ত করে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে। এই সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ ছাড়াও গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। সেই সেতু ভেঙে পড়লে গোটা বিধাননগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিষয়টি বন্ধ করা নিয়ে পদক্ষেপ না করার বদলে বখরা নিয়ে শাসকদলের নেতা এবং পুলিশের মন কষাকষি চলছে বলে গুঞ্জন। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের মন্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

ভাগ হবে না

- কয়েকদিন আগে বিধাননগরে বালি পাচারের ইস্যুতে নেতা এবং পুলিশের মধ্যে বচসা হয়
- আগে পাচারের টাকার ওপর একচ্ছত্র ভাগ ছিল শাসকদলের নেতার
- অভিযোগ, এখন সেখানে পুলিশ এসে ভাগ জমানোয় সমস্যার শুরু

মজুরি চুক্তি নিয়ে বৈঠকের ডাক

চোপড়া, ১১ মে : অবশেষে দেড় বছর পর উত্তর দিনাজপুরে বটলিফ কারখানার মজুরি চুক্তি নিয়ে বৈঠক ডাকা হল। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা কমিটি গত মার্চ মাসে আন্দোলনে নামে। জেলাজুড়ে বটলিফ কারখানায় শুরু হয় গেট মিটিং। সংগঠন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইসলামপুর জয়েন্ট লেবার কমিশনারের উদ্যোগে আগামী ১৪ মে ইসলামপুরে বৈঠক ডাকা হয়েছে।

শ্রমিক নেতাদের বক্তব্য, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার বটলিফ কারখানাগুলির মজুরি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রায় দেড় বছর পরেও উত্তর দিনাজপুরে মজুরি চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা মেটেনি। শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের কথায়, 'মালিকপক্ষ এবং তাদের সংগঠনকে এব্যাপারে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। বাধ্য হয়ে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনে নামতে হয়।' এরপর বৈঠকের ডাক পেতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুরে বটলিফ কারখানার সংখ্যা ৬২টি। প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী এই কারখানাগুলির উপর নির্ভরশীল। শ্রমিকদের মাত্র ২৫৬ টাকা হাজিরায় কাজ করতে হয়েছে দিনের পর দিন। বছর দেড়েক আগে মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। এরপরেই অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা।

সংগঠনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক কালু সিংহ বলেন, 'বৈঠকের ডাক পাওয়া গিয়েছে। এবার মজুরি চুক্তি নিয়ে সদর্থক সমাধানসূত্র না বেরোলে ফের আন্দোলনে নামা হবে।' সংগঠনের জেলা সম্পাদক দীপক রায় বলেন, 'বৈঠকে বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবি রাখা হবে।'

IRCON INTERNATIONAL LIMITED ইরকন

(A Govt. of India Undertaking)

An Integrated Engineering & Construction Company

in Northeast Frontier Railway

নং. আইআরসিওএন/৫০৩৬/আরই এনএফআর পিডেজি-৭/নোটিফিকেশন/২২৭৫ তারিখ: ০৬-০৫-২০২৪

প্রোফর্মা ১০-০১

ভারতীয় রেলওয়ে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিচে উল্লেখিত সম্পূর্ণ সেকশনের উপর অবস্থিত রেলওয়ে লাইন ও চত্বরগুলির সকল ব্যবহারকারীর জন্য জানানো হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট সেকশনের বিপরীতে নির্দিষ্ট তারিখে অথবা তার পরে ২৫০০০ ভল্ট, ৫০ এইচজেড, এ.সি. ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যার প্রবলভাবে সক্রিয় করা হবে। ওই তারিখে এবং ওই তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনকে সর্বদা সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং অকর্তৃত্বশীল কোনো ব্যক্তিকে উল্লেখিত ওভারহেড লাইনগুলির সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হবে না অথবা নিকটে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না।

ক্র. নং.	সেকশন	কিলোমিটার/চেইনেজ থেকে	কিলোমিটার/চেইনেজ পর্যন্ত	সক্রিয়করণের তারিখ
১	নিউ কোচবিহার (ব্যতীত)-গোলোকগঞ্জ-ধুবড়ি (অন্তর্ভুক্ত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	নিউ কোচবিহার ৮৯/৬১০.০০ (নিউ ময়নাগুড়ি থেকে)	ধুবড়ি ৬৬/৮১০.০০ (ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে)	২৫-০৫-২০২৪
২	নিউ মাল জংশন (ব্যতীত)-ময়নাগুড়ি (ব্যতীত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	নিউ মাল জংশন ৫৪/৯৮০.০০ (নিউ জলপাইগুড়ি থেকে)	ময়নাগুড়ি রোড ৪৩/৪৭০.০০ (নিউ মাল জংশন থেকে)	১০-০৬-২০২৪
৩	নিউ কোচবিহার (ব্যতীত)-বামনহাট (অন্তর্ভুক্ত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	নিউ কোচবিহার ২২/৪৩০.০০ (আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে)	বামনহাট ৭২/৩৪০.০০ (আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে)	৩০-০৬-২০২৪
৪	ফকিরাগ্রাম (ব্যতীত)-গোলোকগঞ্জ (অন্তর্ভুক্ত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	ফকিরাগ্রাম জংশন ২১৩/৭৮০.০০ (নিউ জলপাইগুড়ি থেকে)	গোলোকগঞ্জ ৪৬/৯৯০.০০ (ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে)	১৫-০৭-২০২৪

স্বাক্ষর/-
জেনারেল ম্যানেজার (ইলেক্ট.)
আইআরসিওএন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে

রুমা যাদব।

কলেজ ছাত্রীর হার্টের অসুখ, সাহায্যের আর্জি

নকশালবাড়ি, ১১ মে : হার্টের অসুখে কলেজে যেতে পারছেন না নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খালবস্তির রুমা যাদব। অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজন ছয় লক্ষ টাকা। মেয়ের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন মা চম্পা যাদব।

নকশালবাড়ি কলেজের বাংলা অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রুমা কলেজের পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরীক্ষার দিন শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। চিকিৎসকরা চম্পাকে রুমার হার্টের সমস্যার কথা জানান।

এই ঘটনার ১০-১৫ দিনের মাথায় টাকা ধার করে চম্পা মেয়েকে নিয়ে যান কলকাতায়।

> কলকাতার একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখিয়েছি। তারপরেও অপারেশনের জন্য ছয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন। ভিটেমাটি বিক্রি করেও এত টাকা জোগাড় করতে পারব না। মেয়ের প্রাণভিক্ষা চাইছি।
>
> **চম্পা যাদব,** *ছাত্রীর মা*

চম্পা বলেন, 'কলকাতার একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখিয়েছি। তারপরেও অপারেশনের জন্য ছয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দিনরাত কাজ করে, ভিটেমাটি বিক্রি করেও এত টাকা জোগাড় করতে পারব না। মেয়ের প্রাণভিক্ষা চাইছি সবার কাছে।'

মুষড়ে পড়েছেন রুমাও। মা এবং ছোট ভাই বিনয়কে নিয়ে রুমার পরিবার। ইচ্ছা ছিল, পড়াশোনা করে মায়ের পাশে দাঁড়ানোর। এখন যেমন ভাই এবং মায়ের উপার্জনে সংসার চলছে। একদিন তাঁর রোজগারের টাকায় সংসারে সাচ্ছল্য আসবে, ভেবেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য আপাতত সেই স্বপ্নে দাঁড়ি পড়েছে। রুমা বললেন, 'ভাতও খেতে পারছি না। খেলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাই।' রুমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে এই নম্বরে- ৮৬১৭৮৯৯২৭২।

আগাম ব্যবস্থা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হল না

হাতির হানায় ভাঙল অঙ্গনওয়াড়ির জানলা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১১ মে : হাতির হানা আটকাতে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল অঙ্গনওয়াড়িতে। সরিয়ে রাখা হয়েছিল সমস্ত খাদ্যসামগ্রী। তা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না। শুক্রবার রাতে ছোট ফাঁপড়ি আইসিডিএস সেন্টারে হামলা চালাল একটি দাঁতাল। এবার শুধু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিই নয়, খাবারের খোঁজে পাশের নেপালি প্রাথমিক স্কুলেও হামলা চালায় দাঁতালটি।

জানা যাচ্ছে, অঙ্গনওয়াড়ির জানলা সহ একাধিক বেঞ্চ ভেঙে দিয়েছে হাতিটি। আইসিডিএস সেন্টারের পাশে বানানো হচ্ছে পানীয় জলের একটি রিজার্ভার। সেটি তৈরির কাজে যুক্ত কর্মীরা সেন্টারের মধ্যে রাত কাটাতেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে হাতি চাক্ষুস করার পর তাঁরা রাত কাটানোর জন্য সেন্টারের ছাদে তাঁবু খাটিয়েছেন। ভয়ে ত্রস্ত এলাকাবাসী সীমানা প্রাচীরের দাবি তুলছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় আশ্বাস দিয়েছেন, 'সেন্টারটিকে বাঁচাতে সীমানা প্রাচীর অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সভাধিপতি সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

মার্চ মাসের ক্ষত এখনও শুকোয়নি ছোট ফাঁপড়ি এলাকায়। এরই মধ্যে দাঁতালের হামলা অঙ্গনওয়াড়িতে। রিজার্ভার তৈরির কাজে যুক্ত প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় মিশ্র বলছেন, 'আওয়াজ পেয়ে রাত ১১টা নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে দেখি একটা বড় আকারের হাতি। সেন্টারের জানলা ভেঙে শুঁড় ঢুকিয়ে কিছু একটা খুঁজছিল। তারপর না পেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আরও একটা জানলা ভেঙে ফেলে। পরে প্রাইমারি স্কুলের দিকে চলে যায়।' ফের হাতি আসতে পারে, এই আতঙ্কে শনিবার থেকে সেন্টারের

ছোট ফাঁপড়ি আইসিডিএস সেন্টারের জানলা ভেঙেছে হাতি।

ছাদেই তাঁরা রাত কাটাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঘরের ভিতরে শুঁড় ঢুকিয়ে কিছু না পাওয়ার কারণ বোঝা গেল অঙ্গনওয়াড়ির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা চম্পা কার্কির সঙ্গে কথা বলে। তিনি জানান, গত মার্চ মাসে হাতি ঢুকে সমস্ত খাবার সাবাড় করে দেয়। এরপর থেকে খাবার রাখা হয় পাশের একটি বাড়িতে। তিনি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই খাদ্যসামগ্রী অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়। খাবার সরিয়ে দেওয়ায়, হাতি আসবে না বলে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু দাঁতালের হামলা রোখা গেল না।'

সেন্টারটির পাশেই রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। সেখানে পোক্ত সীমানা প্রাচীর না দেওয়া হলে হাতির হামলা রোখা যাবে না বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত বসাক, জয়ন্ত রায়, মুকুন্দ ছেত্রীরা। এদিন সেন্টার পরিদর্শনে এসেছিলেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আইসিডিএস ইনচার্জ শিখা মণ্ডল। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৭৬টি সেন্টার রয়েছে। কিন্তু একমাত্র এই সেন্টারটি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। দিনের বেলায় হাতি চলে এলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।' সিডিপিও দেবব্রত দেবনাথ এই ঘটনার একটি রিপোর্ট দেবেন বলে জানান শিখা।

হামলা চলছেই

- শুক্রবার রাতে ছোট ফাঁপড়ি আইসিডিএস সেন্টারে হামলা চালাল হাতি
- গত মার্চ মাসেও এই সেন্টারে হানা দেয় দাঁতাল
- হাতির হানা থেকে বাঁচাতে পাশের একটি বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী রাখা হত
- এবার খাবার না পেলেও সেন্টারের জানলা, বেঞ্চ ভেঙে দেয় হাতিটি
- সীমানা প্রাচীর না থাকলে এই হানা ঠেকানো সম্ভব নয় বলে মত বাসিন্দাদের

দেওরের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১১ মে : পারিবারিক অশান্তির জেরে এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়া থানার হরিপুরে। এর আগে তাঁকে শ্বাসরোধ করে অভিযুক্ত খুনের চেষ্টা করেছিল বলে তাঁর অভিযোগ। সেই সময় তিনি গ্রামবাসীদের তৎপরতায় দেওরের হাত থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পান বলে তাঁর দাবি। এদিন ওই মহিলা চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম ফনেশ দাস। তিনি হরিপুরের বাসিন্দা। পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে।

মহিলার বাপের বাড়ি ওই থানারই গুরজানা এলাকায়। বাবা সুভাষচন্দ্র দাস জানান, তিন বছর আগে হরিপুরের তরুণ মনেশ দাসের মেয়ে ভানু দাসের বিয়ে হয়েছিল। ভানু দাস জানান, বিয়ের পর থেকে দেওর তাঁর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। একবার সে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুনেরও চেষ্টা করেছিল। সেবার ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। এনিয়ে কয়েকবার সালিশি সভাও হয়। কিন্তু তাতে অত্যাচার কমেনি।

মহিলার অভিযোগ, শনিবার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। তাঁর দেড় বছরের সন্তান রয়েছে। শিশুটি দুধের জন্য কাঁদছিল। চেষ্টা করেও থামানো যাচ্ছিল না। স্বামী ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন গালমন্দ করতে থাকে। প্রতিবাদ জানাতেই দেওর ফনেশ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে বুকে লাথি মারে। তিনি জ্ঞান হারান। প্রতিবেশীরা এসে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। স্বামীকে সব জানালে পরিবারের চাপে তিনি ভয়ে মুখ খুলছেন না। অভিযুক্তরা তাঁকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য স্বামীর উপর চাপ দিচ্ছে বলে ওই মহিলার দাবি। বাধ্য হয়ে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। চাকুলিয়া পুলিশ জানায়, অভিযোগ মিলেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অফিস ভাঙচুর

দার্জিলিং, ১১ মে : দার্জিলিং শহরে একটি মোটর সিন্ডিকেটের অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায় গাড়িচালক ও মালিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। শুক্রবার রাতে এইচডি লামা রোডের মোহিত লাইন মোটর অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থনে অন্যান্য মোটর সিন্ডিকেটগুলোও প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কিছু দুষ্কৃতী ওই অফিস ভাঙচুর করেছে। এই ঘটনায় দার্জিলিং সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দ্রুত পদক্ষেপ করা না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে মোটরচালক সংগঠনগুলো।

তাক লাগাল অভাবী প্রেরণা

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মে : পরিবারে অভাব রয়েছে। কিন্তু সেসবকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি সোনাপুরের প্রেরণা সিংহ। নিজেদের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে সে। মার্কশিটে জ্বলজ্বল করছে ৪৬৪ নম্বর। স্বপ্ন, আরও পড়াশোনা করে ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক হওয়া। তবে সাফল্যের খুশির সঙ্গে কোথাও একটা মিশে গিয়েছে ভবিষ্যতের চিন্তাও।

কারণ বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের এই পড়ুয়ার বাবা বৈদ্যনাথ সিংহ অন্যের দোকানে দর্জির কাজ করেন। স্বল্প আয়ে কোনও রকমে সংসার চালানোর পাশাপাশি মেয়ের পড়াশোনার খরচ টেনেছেন। প্রেরণার ইচ্ছা, শিলিগুড়ি কলেজে ইংরেজি নিয়ে ভর্তি হবে। তারপরে ডব্লিউবিসিএসের প্রস্তুতি নেবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার খরচ কোথা থেকে জোগাড় হবে, সেই ভেবে এখনই এ নিয়ে খুশি হতে পারছে না সে।

এদিকে, প্রেরণার ফলে খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের কৃতী পড়ুয়ার স্বপ্নপূরণের পথে যাতে অর্থ কোনওভাবে বাধা না হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে নজর রয়েছে স্কুলের। সোনাপুর থেকে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এই স্কুলের দূরত্ব প্রায় ৭ কিমি। রোজ টোটো কিংবা স্কুলের বাস করে এতটা পথ পেরিয়ে স্কুলে আসতে হত তাকে। স্কুলে মেধাবী ছাত্রী বলে পরিচিত প্রেরণা দিনে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। তার কথায়, 'কখনও বাঁধাধরা সময়ে পড়াশোনা করতাম না। যখন ইচ্ছে হত তখন পড়তাম। অবসর সময়ে ভালোলাগার বিষয় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। সাহায্য পেয়েছি মা-বাবার থেকেও।'

প্রেরণা বাংলায় পেয়েছে ৯৭, ইংরেজিতে ৯০, ইতিহাসে ৯৩, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সংস্কৃতে ৯২ করে। প্রেরণার বাবা-মা জানালেন, মেয়ের সাফল্যে তাঁরা খুশি। ও যেভাবে পড়তে চায়, সেভাবে পড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

পতিরামজোতে শুরু রাস্তা সংস্কারের কাজ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে নরকযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চলেছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরামজোত এলাকার বাসিন্দারা। রামঘাটের পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত এক কিমির বেশি রাস্তা ও নালা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। স্টেট রুরাল ডেভলপমেন্ট এজেন্সির তরফে রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, এই কাজের জন্য প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা খরচ হবে। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী ঘোষ বলছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

পঞ্চম মহানন্দা সেতু হয়ে মাটিগাড়ার দিকে যাওয়ার রাস্তাটি খানাখন্দে ভরা। ফলে নিত্য ভোগান্তির শিকার হতেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বর্ষার সময় ব্যস্ত রাস্তায় বড় বড় গর্তে জল জমে থাকত। এর ফলে মাঝেমধ্যেই ঘটত দুর্ঘটনা। এর মূল কারণ ছিল এলাকায় জলনিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা। বর্ষায় রাস্তার ওপর দিয়ে জল বয়ে যেত। যা নিয়ে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। অবশেষে সেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির ছবি এলাকায়।

পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা ও নালার কাজ শুরু হয়েছে। পতিরামজোতের বাসিন্দা সজল সরকার, বারিন রায়দের কথায়, শিলিগুড়ি শহর ও মাটিগাড়ার মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই রাস্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বালি, পাথর বোঝাই ট্রাক যাতায়াতের ফলে গোটা রাস্তাটি ভেঙে কঙ্কালসার দশায় পরিণত হয়। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ও মাটিগাড়া বিডিও অফিসের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। শেষমেশ কাজ শুরু হওয়ায় তাঁরা খুশি।

তবে কাজের মান ভালো না হলে রাস্তাটি ফের আগের মতো অবস্থায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই এক কিমি রাস্তার পিচের

মাটিগাড়ায় এই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রলেপ তুলে ফেলা হয়েছে। সেখানে নতুন করে পাথর বিছিয়ে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান দিপালী ঘোষ বলেন, 'পতিরামজোত হয়ে শুটকি গোডাউনের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি এসজেডিএর তরফে নির্মাণ করা হবে। কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলেই সেই কাজ শুরু হবে।'

IRCON INTERNATIONAL LIMITED ইরকন

(A Govt. of India Undertaking)

An Integrated Engineering & Construction Company

in Northeast Frontier Railway

নং. আইআরসিওএন/৫০৩৬/আরই এনএফআর পিডেজি-৭/নোটিফিকেশন/২২৭৬ তারিখ ০৬-০৫-২০২৪

প্রোফর্মা ১০-০২

ভারতীয় রেলওয়ে
এসি ২৫ কেভি ট্র্যাকশনের প্রবর্তন
"পথ ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কীকরণ"

এতদ্বারা **উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিম্নলিখিত সেকশনগুলিতে ২৫০০০ ভল্ট এ.সি. ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের প্রবর্তন সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, অত্যধিক উচ্চতার লোডের সংস্পর্শের জন্য অথবা সক্রিয় ট্র্যাকশন ওয়্যার (কনটাক্ট ওয়্যার)-এর জন্য সম্ভাব্য বিপদ প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি লেভেল ক্রসিংএ রাস্তার স্তর থেকে নির্দিষ্ট **৪.৭৮ মিটার** উচ্চতায় গজের উচ্চতা উত্থিত করা হয়েছে, যা লেভেল ক্রসিংগুলিতে রেল স্তর থেকে ন্যূনতম ৫.৫ মিটার উচ্চতায় হওয়া উচিত।

এতদ্বারা গাড়ি লোডিং করার সময় নির্ধারিত উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কোনো কারণেই যেন গাড়িগুলির বহন করা সামগ্রী উক্ত গজের উচ্চতা লঙ্ঘন না করে, তা নিরীক্ষণ করার জন্য জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে।

অত্যধিক উচ্চতার লোড থেকে সম্ভাব্য বিপদগুলি নিম্নরূপঃ- (i) গজের উচ্চতার প্রতি বিপদ এবং পথের পাশাপাশি রেলওয়ে লাইনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। (ii) বহন করা সামগ্রী অথবা উপকরণ অথবা গাড়ির নিজস্ব বিপদ। (iii) আগুনের বিপদ এবং কনডাক্টরের সংস্পর্শ অথবা বিপজ্জনক নৈকট্যের ফলে জীবনের ঝুঁকি।

ক্র. নং.	সেকশন	কিলোমিটার/চেইনেজ থেকে	কিলোমিটার/চেইনেজ পর্যন্ত	সক্রিয়করণের তারিখ
১	নিউ কোচবিহার (ব্যতীত)-গোলোকগঞ্জ-ধুবড়ি (অন্তর্ভুক্ত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	নিউ কোচবিহার ৮৯/৬১০.০০ (নিউ ময়নাগুড়ি থেকে)	ধুবড়ি ৬৬/৮১০.০০ (ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে)	২৫-০৫-২০২৪
২	নিউ মাল জংশন (ব্যতীত)-ময়নাগুড়ি (ব্যতীত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	নিউ মাল জংশন ৫৪/৯৮০.০০ (নিউ জলপাইগুড়ি থেকে)	ময়নাগুড়ি রোড ৪৩/৪৭০.০০ (নিউ মাল জংশন থেকে)	১০-০৬-২০২৪
৩	নিউ কোচবিহার (ব্যতীত)-বামনহাট (অন্তর্ভুক্ত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	নিউ কোচবিহার ২২/৪৩০.০০ (আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে)	বামনহাট ৭২/৩৪০.০০ (আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে)	৩০-০৬-২০২৪
৪	ফকিরাগ্রাম (ব্যতীত)-গোলোকগঞ্জ (অন্তর্ভুক্ত) সেকশনের মধ্যে সমস্ত লাইন, সমস্ত সম্পর্কিত ইনস্টলেশন সহ।	ফকিরাগ্রাম জংশন ২১৩/৭৮০.০০ (নিউ জলপাইগুড়ি থেকে)	গোলোকগঞ্জ ৪৬/৯৯০.০০ (ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে)	১৫-০৭-২০২৪

স্বাক্ষর/-
জেনারেল ম্যানেজার (ইলেক্ট.)
আইআরসিওএন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে

রিজার্ভার তৈরির কাজ চলছে জাবরাভিটা জুনিয়ার হাইস্কুলে মাঠে।

সাব-রিজার্ভার তৈরিতে বাধা জমিসংকট

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১১ মে : শহর শিলিগুড়িতে যখন পানীয় জলের তীব্র সংকট, তখন বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ শুরু হল লাগোয়া ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এলাকায় একাধিক রিজার্ভার তৈরি করছে। যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাব-রিজার্ভার তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতকে। যাঁদের জন্য পানীয় জলপ্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে, তাঁরাই রিজার্ভারের জন্য জমি ছাড়তে নারাজ। এমনকি, চাকরির পরিবর্তে জমি, এই শর্তেও রাজি হচ্ছেন না কেউ। ফলে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

অনিচ্ছুক বাসিন্দা

- ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েত এলাকায় জমির অভাবে আটকে জলপ্রকল্পের কাজ
- এলাকাবাসীদের একাংশ সরকারকে প্রকল্পের কাজে জমি দিতে রাজি হচ্ছেন না
- বাজারদর থেকে জমির সরকারি দর অনেকটাই কম হওয়ার অভিযোগ বাসিন্দাদের
- জমি নিতে সরকার জমিদাতাদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা দিলেও মানতে নারাজ তাঁরা

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকার বলেন, 'সাব-রিজার্ভার থেকে প্রতিটি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। সেজন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি পাওয়া যাচ্ছে না।'

এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন, জানালেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সবাইকে বোঝাতে হবে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে এই প্রকল্প। আশা করছি, আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

চলতি বছরের মধ্যে কাজ না করলে অর্থ ফেরত যেতে পারে, এমন আশঙ্কায় প্রতিটি জায়গায় জল জীবন মিশন গতি পেয়েছে। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলাকায় বড় রিজার্ভার রয়েছে। রিজার্ভার তৈরি হয়েছে জাবরাভিটা জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠ, মামাভাগ্নে শ্মশান এলাকা, একতিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুলের মাঠ ইত্যাদি জায়গায়।

পাশাপাশি ছোট ফাঁপড়ি নেপালি প্রাইমারি স্কুলের মাঠ, হাতিয়াডাঙ্গা, পাপিয়াপাড়া সহ কয়েকটি জায়গায় সাব-রিজার্ভার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ছোট ফাঁপড়িতে জায়গা পাওয়া গেলেও অন্য জায়গাগুলিতে প্রয়োজনীয় দুই কাঠা জমি মিলছে না।

জানা গিয়েছে, প্রথমে সরকারি দরে টাকা দেওয়ার কথা বলে জমি নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। পরে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মণ্ডল বলেন, 'বাজারদর থেকে অনেক কম দামে টাকা দেওয়া হলে কে জমি দেবে? তাছাড়া সরকারি চাকরির কোনও গ্যারান্টি আছে?' পাপিয়াপাড়ার আরেকজন জানালেন, সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বলে অনেকবারই জমি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাকরি দেওয়া হয়নি। এই কথা অজানা নেই কারও।

তাহলে কি বাড়ি বাড়ি জলপ্রকল্পের কাজ থমকে যাবে? জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় বলছেন, 'সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে। আশা করছি, গ্রামবাসীদের রাজি করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না।'

দাদুর বাড়িতে নাতির ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ১১ মে : দাদুর বাড়িতে বেড়াতে এসে নাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু! শনিবার দুপুরে ঘটনা ঘটেছে খড়িবাড়ির ছোট লোহাসিংজোতে। মৃতের নাম দেওয়ানস টোপ্পো (১৮)।

মৃতের বাড়ি বাগডোগরার গঙ্গারাম চা বাগানে। সপ্তাহ দুয়েক আগে দেওয়ানস ছোট লোহাসিংজোতে দাদুর বাড়ি বেড়াতে আসে। অন্যদিনের মতো এদিনও দাদু রমেশ মুন্ডা সহ পরিবারের সবাই কাজে যান। বাড়িতে সে একাই ছিল। দুপুরে বাড়ির শোবার ঘরে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের এক সদস্য। রমেশ মুন্ডা বলেন, 'দেওয়ানসের মা নেই। বাবা পাহাড়ে কাজে গিয়েছেন। দু'সপ্তাহ আগে সে এখানে বেড়াতে এসেছিল। এদিন দুপুরে শোবার ঘরে তার ঝুলন্ত দেহ দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।' ঘটনার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানাতে পারেননি। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা কাঁটাতারবিহীন। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ফাঁসিদেওয়া তাই পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। মঙ্গলবার রাতেই অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে দুই বাংলাদেশির। কীভাবে চলছে এই কারবার, ফাঁসিদেওয়ার পাচার-কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ তৃতীয় পর্ব

হয়নি ফেন্সিং, কারণ নিয়ে ধন্দ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মে : মহানন্দার এ পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ও পারের বাড়িঘর। মাঝে দৃষ্টিতে কাঁটা হয়ে থাকে না কাঁটাতার। শুধু মহানন্দাই নয়, আশপাশের মাঠ, ফাঁকা জায়গাজুড়ে নেই ফেন্সিং। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ওই সাড়ে তিন কিলোমিটার অংশে কেন এখনও পর্যন্ত ফেন্সিং তৈরি করা গেল না, সেই প্রশ্নের উত্তর অজানা গ্রামবাসীর। রাজনৈতিক নেতারা বারবার ভোটের সময় শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় এই চোরাকারবার বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তবে সেটার বাস্তবায়ন হয়নি।

সাধারণ মানুষ বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি, সব দলকেই ক্ষমতায় থাকার সুযোগ দিয়েছে কোনও না কোনওভাবে। তবে সবপক্ষের আমলেই জেলার মধ্যে গোরু পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ফাঁসিদেওয়া। এর মূল কারণ অবশ্য ব্লকের ধনিয়া মোড়ের প্রায় আড়াই কিলোমিটার এবং চটহাটের মুড়িখাওয়া এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার কাঁটাতারহীন সীমান্ত।

ধনিয়া মোড় এলাকাতেই বছরকয়েক আগে ফেন্সিং তৈরির জন্য বালি-পাথর ফেলা হয়েছিল। এরপর অজ্ঞাত কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই কাজ। অপরদিকে, মুড়িখাওয়াতে কয়েক বছর আগে গ্রামের এক তরুণকে গুলি করার অভিযোগ উঠেছিল বিএসএফের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ওই গ্রামের কাঁটাতারহীন সীমান্তে ফেন্সিং তৈরির জন্য জমি মাপজোখ শুরু হয়। শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও। ধনিয়া মোড়ের মতো সেখানেও একটা সময় থমকে যায় কাজ।

ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস অর্থাৎ ব্লকের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয়ের পেছনেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। সেখানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তের পিলার পোঁতা। এই এলাকায় জমি অধিগ্রহণ নিয়ে অবশ্য এখনও

ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের উলটোদিকে সীমান্তের পিলার।

কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে খবর। সংশ্লিষ্ট ব্লকের লালদাসজোত থেকে মুড়িখাওয়া পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার সীমান্তের কাঁটাতার যেখানে রয়েছে, সেখানে পাচার কিংবা অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা অপরাধীদের জন্য অপেক্ষাকৃত কঠিন।

ফাঁসিদেওয়ায় চাষের জমির উপর দিয়ে গোরু হাটিয়ে পাচারের ঘটনায় মাঝেমধ্যেই এলাকার চাষিরা ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ তোলেন। সমস্যায় পড়েন ধনিয়া মোড়, বাণেশ্বরজোত, গ্যাস গোডাউন, রূপনদিঘি এলাকার কৃষকরা। সে কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাঁটাতার বসানোর দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আর্জি জানিয়েও সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা।

সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার এবং অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন বিজেপির ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল সভাপতি বিশ্বদ্বীপা ঘাটানি। তাঁর কথা, 'ফসল নষ্ট হলেই কৃষকরা আমাদের কাছে আসেন। বিষয়টি আমাদের দলের বিধায়ক, সাংসদকে জানানো হয়েছে। কিন্তু ফেন্সিংয়ের কাজ বারবার কেন বন্ধ হয়ে যায়, তা বিএসএফ বলতে পারবে।' পালটা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক সভাপতি মহম্মদ আখতার আলির মন্তব্য, 'ফেন্সিং আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অবহেলায় আজও তা তৈরি হয়নি।'

কী পরিস্থিতি

- ধনিয়া মোড় এলাকায় ফেন্সিং তৈরির জন্য বালি-পাথর ফেলা হয়
- অজ্ঞাত কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই কাজ
- কাঁটাতারহীন সীমান্তে ফেন্সিং তৈরির জন্য জমি মাপজোখ শুরু হয় মুড়িখাওয়াতে
- সেখানেও একটা সময় পর থমকে যায় কাজ

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলছেন, 'মহানন্দা নদীর পাড়ে নিরাপত্তার জন্য বিএসএফ তার বেঁধে রেখেছে। রাস্তার পাশে পিলার পোঁতা। এধরনের ঘটনায় রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে দেয়। ক্ষতিপূরণ দেয় কেন্দ্র। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও নোটিফিকেশন পাইনি। ফেন্সিং নিয়ে আমাদের সেভাবে করার কিছু থাকে না।' যেমন নির্দেশ আসবে, সেই মতো পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একাকী।। নকশালবাড়িতে কলাবাড়িতে অতনু চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

বন্ধ প্রাথমিক স্কুলে বসছে নেশার আসর

পুলিশকে চিঠি পাঠানোর উদ্যোগ সংসদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মে : সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে এখন গরমের ছুটি চলছে। বন্ধ স্কুলগুলি সমাজবিরোধীরা কার্যত নেশার মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। সন্ধ্যার পরই সেখানে রীতিমতো বসে যাচ্ছে শুকনো, ভেজা নানা কিসিমের নেশার আসর। শনিবার মাটিগাড়ার পতিরামজোত প্রাথমিক স্কুলে তার জলজ্যান্ত নমুনা মিলল। সীমানা প্রাচীর না থাকায় উন্মুক্ত স্কুল চত্বরে ঢোকা-বেরোনোয় বাধা নেই। বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরের পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে প্লাস্টিকের গ্লাস, চানাচুর, ডালভাজা, বাদাম, চিপসের প্যাকেট। একটু নজর ঘোরাতেই টিনের চালে দেখা গেল বেশ কিছু মদের বোতল। শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ পুলিশকে চিঠি দিয়ে এব্যাপারে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে স্কুলের তালিকা সহ চিঠি দিতে চলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মালতী মালাকারের কথায়, 'রাতে কে ঢুকছে কে কী করছে বোঝা দায়। প্রায়শই নেশার আসর চলে। স্কুল তো পড়াশোনার জায়গা। কিন্তু সমাজবিরোধীরা একে নেশার মুক্তাঞ্চল বানিয়ে নিয়েছে। পুলিশি টহলদারি বাড়লে এসব বন্ধ হবে।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই সীমানা প্রাচীরের নামগন্ধ নেই। অভিযোগ, যে সমস্ত স্কুলে সীমানা প্রাচীর

> প্রাথমিক স্কুলগুলির আশপাশে যাতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো যায় সেজন্য শীঘ্রই শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারেটে চিঠি দেওয়া হবে।
>
> **দিলীপ রায়,** *চেয়ারম্যান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ*

রয়েছে সেখানেও মাঝেমধ্যেই দেওয়াল ঠপকে সমাজবিরোধীরা ঢুকে পড়ে নেশার আসর বসাচ্ছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় বলেন, 'প্রাথমিক স্কুলগুলির আশপাশে যাতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো যায় সেজন্য শীঘ্রই শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারেটে চিঠি দেওয়া হবে। লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলায় এতদিন চিঠি দেওয়া যায়নি। গত বছরও গরম সহ বিভিন্ন ছুটির সময় একইভাবে পুলিশকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। এর ফলে বেশ ভালো কাজ হয়েছিল।'

শুধু নেশার আসরই নয়, স্কুলগুলিতে মাঝেমধ্যে চুরির ঘটনাও ঘটছে। কখনও স্কুলের নানা ঘরের তালা ভেঙে ফ্যান, লাইট চুরি হচ্ছে, কখনও চুরি যাচ্ছে পাম্প। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় প্রায় ৪০০টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। দক্ষিণ পলাশ প্রাথমিক স্কুল, শান্ত সিং প্রাথমিক স্কুল, শিশাবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের মতো অনেক বিদ্যালয় এখন সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ঢিল মেরে বিদ্যালয়ের টিনের চাল ভেঙে দিচ্ছে। ফলে স্কুলের ক্ষতি হচ্ছে। গরমের ছুটি কাটিয়ে ফের কবে স্কুল খুলবে তা এখনও অজানা। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, কোন থানা এলাকায় কতগুলি স্কুল রয়েছে, এখন তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির কাজ চলছে। সেই তালিকা পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হবে।

উচ্চমাধ্যমিকের স্কুলভিত্তিক ফল

খড়িবাড়ি হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ১৫২, প্রথম বিভাগ : ৪২, সর্বোচ্চ : অর্পণ মণ্ডল (৪৫৯)

তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয় : মোট পরীক্ষার্থী : ১৫৭, প্রথম বিভাগ : ৩২, সর্বোচ্চ : অনুপা রায় (৪৪৮)

খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ১০৩, প্রথম বিভাগ : ৬, সর্বোচ্চ : প্রিয়াংকা শা (৩৫৮)

শ্যামধনজোত হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ৮৪, প্রথম বিভাগ : ১২, সর্বোচ্চ : পূর্ণ মণ্ডল (৪২৮)

বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ৯৮, প্রথম বিভাগ : ১৫, সর্বোচ্চ : অর্পিতা রায় (৪১১)

অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ৩৫, প্রথম বিভাগ : ৮, সর্বোচ্চ : অভিষেক সিংহ (৪৪৬)

বুড়াগঞ্জ কালকূট সিং হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী : ৮২, প্রথম বিভাগ : ১৫, সর্বোচ্চ : সুষমা সিংহ (৩৫৯)

ধিমাল গ্রামে জলপ্রকল্পের কাজ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ মে : বালাসন নদীতে অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিকভাবে খননে নদীর গভীরতা বাড়ায় জলস্তর অস্বাভাবিক নীচে নেমে গিয়েছে। বাড়ির কুয়োগুলি শুকিয়ে খটখটে। হাত গুটিয়ে বসে জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) বিভাগ। জলের জন্য হাহাকার অব্যাহত। সরকারি জলের আশা ছেড়ে শেষ অবধি নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কমিউনিটি জলপ্রকল্প তৈরি করছেন লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধিমাল গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা।

কমিউনিটি জলপ্রকল্প বিষয়টি হল ১০-১২টি পরিবার মিলে এক জায়গায় গভীর বোরিং করে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে পাম্প সেট বসিয়ে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে বাড়ির ট্যাংকে জল মজুত করা হয়। দৈনিক একবার পাম্প চালিয়ে ট্যাংক ভরা হয়। দিনভর সেই জল ব্যবহার করা হয়। বিশেষ প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার চালানো হয় পাম্প। বিদ্যুতের বিল জমা, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সমস্তই ওই পরিবারগুলিই বহন করে। ধিমালে ৩টি কমিউনিটি জলের প্রকল্প রয়েছে।

ধিমালের বাসিন্দা প্রকাশ দোরজি বলেন, 'জলই জীবন। এজন্য বাধ্য হয়ে নিজেরাই টাকা খরচ করে জলের ব্যবস্থা করেছি।' বহুদিন ধরে ধিমাল, নয়াবস্তি, তারাবাড়ি, বালুবাড়ি সর্বত্র জলসংকট চলছে। অঞ্চলটি বালাসন নদী লাগোয়া হওয়ায় জলস্তর অস্বাভাবিক নীচে নেমে যাওয়ার ফলে জলসংকট চলছে। বর্তমানে যেভাবে নদী লুট হচ্ছে ভবিষ্যতে সংকট আরও বাড়বে। স্থানীয় সবিতা ছেত্রী জানান, ধিমালে তাঁরা ২০টি পরিবার মিলে ১২০ ফুট গভীর বোরিং করেছেন। সকালে পাম্প চালিয়ে জল ভরা হয়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিল্পব সিংহ বলেন, 'ধিমালে একটি মার্ক-টু নলকূপ আছে। বালুবাড়িতে একটা মার্ক-টু ও একটা সৌরবিদ্যুৎ চালিত জলপ্রকল্প আছে। নয়াবস্তির মেচ বস্তিতে তিনটি মার্ক-টু নলকূপ রয়েছে।'

মাদ্রাসা পড়ুয়া নিখোঁজ

চাকুলিয়া, ১১ মে : শুক্রবার বিকাল থেকে চাকুলিয়া হাজিপুর পশ্চিম বালাঞ্চার এক মাদ্রাসার ছাত্র নিখোঁজ। তার নাম রিজওয়ান হোসেন (১৪)। সে বিজুলিয়ার এক বেসরকারি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। তার খোঁজ না পেয়ে শনিবার পরিবার থেকে চাকুলিয়া থানায় একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ওই পড়ুয়ার বাবা মহম্মদ ইসলামুদ্দিন জানান, শুক্রবার বিকালে ছেলে টোটোতে বিজুলিয়া মাদ্রাসায় পড়তে যাচ্ছিল। সন্ধ্যায় খবর মেলে ছেলে মাদ্রাসায় পৌঁছায়নি। তখনই এলাকার নানা জায়গায় তার খোঁজখবর শুরু হয়। কিন্তু কোনও খোঁজ মেলেনি। চাকুলিয়া পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত থানায় মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশও সম্ভাব্য নানা জায়গায় খোঁজ নিচ্ছে।

সিঙ্কোনায় সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১১ মে : কালিম্পংয়ের রঙ্গোতে শনিবার সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পেনশনপ্রাপকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উপস্থিতরা আলোচনা করেন। এই সমস্যা দূরীকরণে আগামীতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এলএম শর্মা, শংকর পাল, সন্তোষ গুরুং প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ১১ মে : একজন সুস্থ মা-ই জন্ম দিতে পারে সুস্থ শিশুর। এই ইস্যুতে প্রাক বিশ্ব মাতৃ দিবস আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটি। শনিবার দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রণোমিতা ঘোষ, ডাঃ সঞ্জয় দাস।

আজ টিভিতে

রাত ৯টায় **স্টার মুভিজে হোম অ্যালোন।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ ভক্তির সাগর, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীজা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ
আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, ২.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ দুপুরের মেগা মুভি, বিকেল ৫.০০ আকাশ বার্তা, সন্ধ্যা ৬.০০ সানডে ব্লকবাস্টার, রাত ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ রংবাজ, দুপুর ১.০০ সন্তান, বিকেল ৩.৫৫ রামলক্ষ্মণ, সন্ধ্যা ৭.০০ গোত্র, রাত ১০.০০ লাঠি
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.০০ মায়ের অধিকার, দুপুর ১.৫০ অভিমান, বিকেল ৪.৪৫ দেব আই লাভ ইউ, সন্ধ্যা ৭.০৫ তবু ভালোবাসি, রাত ১০.০০ মেজ বউ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ গুগলি, সন্ধ্যা ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজ বউ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মাদার, সন্ধ্যা ৬.০০ বেদেনী

গোত্র সন্ধ্যা ৭টায় **জলসা মুভিজে।**

জি বাংলা সিনেমায় দুপুর ১.৫০ মিনিটে অভিমান।

বস্তায় বর্ষার আদা চাষ চোপড়ায়

চোপড়া, ১১ মে : বস্তায় বর্ষাকালীন আদা চাষে চাষিদের উৎসাহ দিচ্ছে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। হেঁশেলে আদার বিকল্প নেই। কিন্তু এই জেলায় সে অর্থে আদা চাষ হয় না বললেই চলে। চলতি বছর চোপড়া সহ জেলার নানা প্রান্তের কয়েকজন উৎসাহী চাষিকে বিজ্ঞানভিত্তিক আদা চাষের প্রশিক্ষণ দিয়ে রীতিমতো কাজ চলছে।

বাড়ির আশপাশে অল্প ছায়াযুক্ত ফাঁকা জায়গায় চাল মজুতের পাটের বস্তায় এবার আদা চাষ শুরু হয়েছে। চোপড়ায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের খামারেও এবার একই পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে মাটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় নানা সার মিশিয়ে তা বস্তায় ভরা হয়। পরে বস্তার খোলা মুখে আদা লাগানো হচ্ছে। মাটিতে চাষ না করে এভাবে বস্তায় আদা চাষ করলে নাকি পরিশ্রম কম, রোগপোকার আক্রমণও কম হয়। শুধু তাই নয়, প্রচুর ফলনও মেলে। বস্তায় আদার টুকরো পোঁতার ২০-২৫ দিন পর বের হয় চারা। সেখানেই গাছ বড় হয়। তোলার সময় হলে বস্তা উলটে দিলেই বেরিয়ে আসবে আদা। গত বছর থেকে খোলা বাজারে ভালো মানের আদা ২০০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে।

চোপড়া ব্লকে বস্তায় আদা চাষ করা বালিয়াডাঙ্গির বাসিন্দা

লাভের আশা

কাইমুদ্দিনের কথায়, 'এবারই প্রথম বস্তায় আদা চাষের উদ্যোগ নিয়েছি। দেখি কী হয়!' কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের কথায়, বর্ষাকালীন আদা চাষের মোক্ষম সময় চৈত্র-বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষ অবধি।

কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ মৌটুসী দে বলেন, 'বস্তা প্রতি ৫০ গ্রাম করে আদার কন্দ বীজ হিসাবে লাগানো হয়। উপযুক্ত পরিচর্যার ফলে বস্তা পিছু দুই থেকে চার কেজি আদা পাওয়া সম্ভব। চাষের খরচও খুব বেশি নয়। এখান থেকেই মুনাফা বোঝা সম্ভব।'

মাটি তৈরি সম্পর্কে তিনি জানান, বস্তা প্রতি ১০ থেকে ১২ কেজি মাটি, পাঁচ থেকে ছ'কেজি পচা গোবর সার, দু'কেজি কেঁচো সার, এক কেজি ছাই, ২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০ গ্রাম ফসফেট, পাঁচ গ্রাম করে পটাশ, জিংক ও বোরন সব ভালো করে মিশিয়ে বস্তায় ভরতে হবে। বস্তার উপর দিকে চার-পাঁচ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে মাটি ভরতে হবে। এরপর বীজগুলি শোধন করে মাটির পাঁচ-ছয় ইঞ্চি নীচে বসাতে হবে। কন্দ বসানোর ৫০, ৬৫, ৮০ ও ১১০ দিন পর প্রতিবার বস্তা পিছু ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও চার গ্রাম পটাশ দিতে হবে। এছাড়া ৬০ দিনে একবার অনুখাদ্যের মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে। বস্তায় চাষের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান, এতে অব্যবহৃত জমি পরিচর্যা ছাড়াই ব্যবহার সম্ভব। এভাবে চাষে পোকার সংক্রমণ কম, ফলনও বেশি হয়।

চালের বস্তায় আদা চাষ করার প্রস্তুতি চলছে। ছবি : মনজুর আলম

এফডি থেকেও আসতে পারে বাম্পার রিটার্ন

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

আয় যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাও জরুরি। আর শুধু সঞ্চয় করলেই হবে না, সেই সঞ্চয়কে বিভিন্ন মাধ্যমে বিনিয়োগ করে তা বাড়িয়েও নিতে হবে। এই মুহূর্তে শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি জনপ্রিয় হলেও তাতে ঝুঁকি রয়েছে। যাঁরা ঝুঁকি নিতে চান না তাঁদের জন্য বিনিয়োগের অন্যতম সেরা মাধ্যম হল ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি)। বুদ্ধি করে লগ্নি করলে এফডি আপনাকে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

ফিক্সড ডিপোজিট করার আগে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর মেয়াদ স্থির করা। এর জন্য আপনার আর্থিক লক্ষ্য স্থির করা জরুরি। যদি এখন আপনার কাছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ থাকে এবং আগামী কিছুদিন সেই অর্থের প্রয়োজন না পড়ে তবে তা এফডি করতে পারেন। এফডি'র মেয়াদ যত বেশি হবে সুদের হারও তত বেশি হবে। আপনার লক্ষ্য স্থির করার পর পোস্ট অফিস বা ব্যাংক কোথায় সুদের হার বেশি তা দেখে নিয়ে এফডি করতে হবে।

ফিক্সড ডিপোজিটের যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে, তেমন অসুবিধাও আছে অনেক। তাই বিবেচনায় রাখুন এই বিষয়গুলি—

■ এফডি-তে সুদের হার স্থির হয়। যখন সুদের হার বেশি হয়, তখনই এফডি করলে বেশি লাভ পাওয়া যায়। এই মুহূর্তে এফডি-তে আকর্ষণীয় সুদ দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক। আগামীদিনে রেপো রেট কমলে এই সুদের হারও কমবে। তাই এফডি করার এখনই সব থেকে ভালো সময়।

■ এফডি থাকলে তার বিনিময়ে আপনি ঋণ পেতে পারেন। এফডি-তে জমা রাখা অর্থের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। এফডি'র মেয়াদ যতদিন, আপনার ঋণের সময়সীমাও ততদিন হবে।

■ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একাধিক ব্যাংক এফডি-তে বাড়তি সুদ দিচ্ছে। যেমন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার 'এসবিআই উই কেয়ার' ডিপোজিট স্কিম, এইচডিএফসি ব্যাংকের 'সিনিয়ার কেয়ার এফডি' ইত্যাদি।

■ ফিক্সড ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য। এফডি থেকে প্রাপ্ত সুদে 'অন্যান্য উৎস থেকে আয়' বিভাগে আয়কর দিতে হয়।

■ মেয়াদ শেষের আগে এফডি ভাঙালে পেনাল্টি দিতে হয়। তাই আর্থিক লক্ষ্য স্থির করে তবেই এফডি'র মেয়াদ নির্ধারণ করা জরুরি।

■ এফডি-তে নমিনি করা জরুরি। যাঁরা এফডি অ্যাকাউন্টে এখনও নমিনি অন্তর্ভুক্ত করেননি, তাঁরাও সহজেই সেই কাজ করতে পারবেন।

■ সাধারণত ডাকঘর বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তুলনায় এফডি-তে বেশি সুদ দেয় বিভিন্ন স্মল ফিন্যান্স ও বেসরকারি ব্যাংক। সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ এখানে এফডি করলে বাড়তি সুদ পাওয়া যাবে।

■ এফডি-তে সুদের হার শুরুতেই স্থির করে দেওয়া হয়। আবার সেই সুদের হারে ওঠানামা চলে। এই কারণে পুরো টাকা একই মেয়াদে এফডি না করে বিভিন্ন মেয়াদে করা যেতে পারে। এতে সুদের হার পরে বাড়লে সেই সুবিধা নেওয়া যায়। আয়করের ক্ষেত্রেও বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

করোনা পরবর্তী সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লাগাতার রেপো রেট বাড়িয়েছে। বর্তমানে যা ৬.৫ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসায় ধীরে ধীরে এই হার কমানো হবে। চলতি বছরের শেষভাগে সুদের হার কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক। রেপো রেট কমলে এফডি-তেও সুদের হার কমাবে ব্যাংক বা ডাকঘর। তাই এফডি-তে বিনিয়োগের এটাই সেরা সময়। হাতে বাড়তি অর্থ থাকলে আপনার পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্ত করুন এই নিশ্চিত রিটার্নের অন্যতম উৎসকে।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : সিডিএসএল

● **সেক্টর :** এনবিএফসি ● **বর্তমান মূল্য :** ২০১৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৯৭৫/২২৩৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২১০৭১ কোটি টাকা ● **বুক ভ্যালু :** ১০৮.৭৪ ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **ইপিএস :** ৩৩.৭৮ ● **পি/ই রেশিও :** ৫৯.৬৯ ● **এক বছরে রিটার্ন :** ১০৪.৮৮ **শতাংশ** ● **পাঁচ বছরে রিটার্ন :** ৭৯২.৮৩ **শতাংশ** ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২৫০০

একনজরে

■ ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে সিডিএসএলের নিট মুনাফা ৫২ শতাংশ বেড়ে ৪২০ কোটি টাকা হয়েছে। মোট আয় ৪৬ শতাংশ বেড়ে ৯০৭ কোটি টাকা হয়েছে।

■ ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে সিডিএসএলের অধীনে থাকা মোট ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের সংখ্যা হয়েছে ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ।

■ বিগত ৫ বছরে সংস্থার কোনও ঋণ নেই।

■ সংস্থার রিটার্ন অন ইক্যুইটি (আরওই) ২১.১৪ শতাংশ। যা দীর্ঘ মেয়াদে সংস্থার ভিত যে মজবুত, তা প্রমাণ করে।

■ সংস্থার আয়, অপারেটিং প্রফিট, নিট প্রফিটের সিএজিআর যথাক্রমে ৩২.৮ শতাংশ, ৩০.৩ শতাংশ এবং ২৯.৯ শতাংশ।

■ সম্প্রতি এক সংস্থা দেশের ৪ হাজার সংস্থার যে রেটিং প্রকাশ করেছে তাতে লার্জ ক্যাপ সংস্থার ক্ষেত্রে পঞ্চম এবং সব সংস্থার ক্ষেত্রে একাদশ স্থান পেয়েছে সিডিএসএল।

■ সিডিএসএলের ৩৪.৫৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক সংস্থার হাতে। এই সংস্থায় লগ্নি করা বিদেশি আর্থিক সংস্থার সংখ্যা সম্প্রতি ১৯৫ থেকে ২০৬-এ পৌঁছেছে।

■ এনএসডিএল ছাড়া সিডিএসএলের বড় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা কম।

■ নেতিবাচক দিক হল গত ৪-৫ বছরে লাগাতার নতুন ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বাড়িয়েছে সিডিএসএল। সেই বৃদ্ধি সাময়িকভাবে শ্লথ হতে পারে।

■ একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছেন।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

আন্তর্জাতিক ইস্যুর প্রভাব ভারতীয় শেয়ার বাজারে

কৌশিক দত্ত

মুক্ত অর্থনীতির দুনিয়ায় শুধু ঘরোয়া ইস্যু নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ও প্রভাব ফেলে। তাই যাঁরা ভারতের শেয়ার বাজার বা ফান্ডে বিনিয়োগ করেন তাঁদের সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তবেই লগ্নি সুরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি কখন লগ্নি করবেন বা কখন মুনাফা ঘরে তুলবেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক ভারতে করা বিনিয়োগে আন্তর্জাতিক ইস্যু ও অর্থনীতির প্রভাব-

উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমেরিকা, চিন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। যার প্রভাব পড়ে এদেশেও।

■ **আমেরিকা :** সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলে মার্কিন অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি। সে দেশের শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত বা পূর্বাভাস, জিডিপি, কর্মসংস্থান, অভ্যন্তরীণ চাহিদা ইত্যাদি বিষয়গুলি ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলে।

■ **চিন :** বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হল চিন। সে দেশের অর্থনীতি নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে টানাপোড়েন, জিডিপি, অভ্যন্তরীণ চাহিদা ইত্যাদি বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পাশাপাশি ভারতের অর্থনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলে।

■ **ইউরোপীয় ইউনিয়ন :** আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর বড় প্রভাব রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও। ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আর্থিক নীতি, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলিও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলে। যার প্রভাব পড়ে এদেশেও। কয়েক বছর আগে ব্রেক্সিট অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়াও সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল।

আন্তর্জাতিক ঘটনা

শেয়ার বাজারের ওঠানামায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা, বিশেষত কোনও দুই দেশের বিবাদ। সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ, ইজরায়েল-ইরান বিবাদ, চিন-তাইওয়ান বিবাদ ইত্যাদি ঘটনাগুলি সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও বড় অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভাব ফেলে। যার প্রভাব পড়ে এদেশেও।

মুদ্রার দর

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দামে ওঠানামাও ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলে। বিশেষ মার্কিন ডলার, ব্রিটেনের পাউন্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরো, জাপানের ইয়েন বা চিনের ইউয়ানের দরে ওঠানামা এদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। বিশেষত ভারতীয় মুদ্রা টাকা এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য। কারণ, এদেশের বিভিন্ন সংস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে ডলারের মাধ্যমে সব থেকে বেশি ব্যবসা করে। অন্যদিকে অশোধিত তেল ডলারেই কিনতে হয় ভারতকে। টাকার দাম কমলে এবং মার্কিন ডলারের দাম বাড়লে জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে। যা এদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

পরিশেষে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, যে কোনও ঘটনার প্রভাব স্বল্প মেয়াদের। এই ধরনের ঘটনা বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। বিনিয়োগ করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। তার জন্য যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবেন সে ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ অবস্থা যাচাই করা জরুরি।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এক ধাক্কায় সেনসেক্স ও নিফটি নেমে এসেছে ৭২৬৬৪.৪৭ এবং ২২০৫৫.২০ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেনে দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ১২১৩.৬৮ এবং ৪২০.৬৫ পয়েন্ট। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে অবশ্য সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই শেয়ার বাজার। আগামী সপ্তাহ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই লেভেল ধরে না রাখতে পারলে আরও অনেক নীচে নেমে যেতে পারে সেনসেক্স ও নিফটি।

শেয়ার বাজারের এই পতনের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল-

নির্বাচনি অনিশ্চয়তা

প্রাক নির্বাচনি র‍্যালিতে বড় অঙ্কের উত্থান হয়েছে শেয়ার বাজারে। তিন দফার নির্বাচন শেষে অনেকের আশঙ্কা কেন্দ্রে এনডিএ জোট ক্ষমতায় এলেও আসনসংখ্যা কমবে। যার জেরে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। কারণ লগ্নিকারীদের প্রত্যাশা, কেন্দ্রে কোনও শক্তিশালী জোট ক্ষমতায় আসুক।

বিদেশি লগ্নি

শেয়ার বাজারের রেকর্ড উত্থানের নেপথ্যে বিদেশি লগ্নির বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু বিগত দুই সপ্তাহে টানা শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যার জেরে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। এই প্রবণতা চললে সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হবে।

ফেডারেল রিজার্ভ

মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের দুজন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক সম্প্রতি বলেছেন যে চলতি বছরে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা উচিত। এই বক্তব্য সামনে আসায় সুদের হার নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে। যার ধাক্কা পড়েছে শেয়ার বাজারে। লগ্নিকারীদের প্রত্যাশা, কমপক্ষে তিন দফায় ০.৭৫ শতাংশ সুদের হার কমাক ফেডারেল রিজার্ভ।

চতুর্থ কোয়ার্টারের ফল

প্রথম সারির বেশ কয়েকটি সংস্থার আর্থিক ফল লগ্নিকারীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার জেরে শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলার প্রবণতা বেড়েছে।

জ্বালানি তেলের দাম

আমেরিকায় জোগান কমে যাওয়ায় ফের অশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। যার প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে। জ্বালানি তেলের দাম আরও বাড়লে বড় ধাক্কা খেতে পারে শেয়ার বাজার।

সূচক ধাক্কা খেলেও এখনও ইতিবাচক দিকও সমানভাবে বজায় রয়েছে। এবার দেশজুড়ে স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। তারপর কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার এলে এবং বর্ষা স্বাভাবিক হলে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে শেয়ার বাজার।

রেকর্ড উচ্চতা থেকে ধীরে ধীরে নামছে সোনা-রুপোর দাম। আগামীদিনে দাম আরও কমলে লগ্নি করা যেতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুতে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **এবিএফআরএল :** বর্তমান মূল্য-২৫৬.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৪/২৭৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৪০-২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬০৭০, টার্গেট-২৯৫।

■ **মহানগর গ্যাস :** বর্তমান মূল্য-১৩০০.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯০৯/১৫৮০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২৭০-১৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৮৪৪, টার্গেট-১৫৬০।

■ **এলআইসি হাউসিং ফিনান্স :** বর্তমান মূল্য-৬২৬.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১৫/৬৮৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৯২-৬১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৪৬১, টার্গেট-৭২৫।

■ **ম্যাক্রোটেক ডেভেলপার্স :** বর্তমান মূল্য-১১২৫.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৮/১৩০৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০৭২-১১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১১৯২৫, টার্গেট-১৩০০।

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৪১৪.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮২/৪৬৪, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪০০-৪১২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩২৫৫৮, টার্গেট-৫১৫।

■ **স্টারলাইট টেকনো :** বর্তমান মূল্য-১২১.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১০/১৯৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১১০-১১৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৯২৬, টার্গেট-১৮৪।

■ **এল অ্যান্ড টি :** বর্তমান মূল্য-৩২৭১.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১২১/৩৮৬০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৩১৮০-৩২৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৫৯৯০১, টার্গেট-৪৫০০।

অনিশ্চয়তার জেরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে পতন অব্যাহত থেকেছে নিফটি এবং সেনসেক্সে। যদিও শুক্রবার কিছুটা জায়গা ফিরে পায় ভারতের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইনডাইসেস। নিফটির সর্বকালীন উচ্চতা ২২,৭৯৪.৭০ থেকে প্রায় ৩ শতাংশের কাছাকাছি সংশোধন এসেছে। অন্যদিকে সেনসেক্সের সর্বকালীন উচ্চতা ছিল ৭৫,১২৪.২৮। সেখান থেকে গত এক মাসে ৩.১৬ শতাংশ পতন এসেছে। তবে এই পতন একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

বহুদিন ধরে বিনিয়োগকারীরা একটি সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিভিন্ন সেক্টর এবং বিভিন্ন শেয়ারের বাজারদর ছিল চড়া। সেখান থেকে এই সংশোধন দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের জন্য অবশ্যই কাম্য ছিল। এমন নয় যে, আমেরিকার ইনডাইসেসগুলি পতনমুখী ছিল। বরং সামনের কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে ভোট এবং ফেডারেল ব্যাংকের এই বছরের কোনও একসময় ঋণে সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত, তাদের শেয়ার বাজারকে যথেষ্টই চাঙ্গা রেখেছে।

অন্যদিকে, ভোটজনিত অনিশ্চয়তার কারণে বাজারের ভোলাটিলিটি বা ওঠানামা দারুণ বেড়েছে। ভারতীয় ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্স একসময় ১৯ ছুঁয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ফলাফলের আগে এমন দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সাধারণত। তবে, গত সপ্তাহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি তাদের চতুর্থ কোয়ার্টারের ফলাফল বের করে। এর মধ্যে রয়েছে এসবিআই এবং টাটা মোটরস।

এসবিআইয়ের ফলাফল প্রত্যাশার থেকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তাদের চতুর্থ কোয়ার্টারে মোট কনসলিডেটেড লাভ দাঁড়িয়েছে ২২,২০৩ কোটি টাকা। যা গত বছরের মার্চ কোয়ার্টারে ছিল ১৮,৭৬৯ কোটি টাকা। বিগত তেরোটি কোয়ার্টারে এটাই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রফিট। এই জায়গায় এসবিআই ভারতের সবচেয়ে লাভজনক সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজকে সহজেই হারিয়ে দিয়েছে। এসবিআই গ্রস এবং নেট এনপিএ-ও কমিয়ে এনেছে দারুণভাবে। বর্তমানে তার গ্রস এনপিএ দাঁড়িয়েছে ২.২৪ শতাংশ এবং নেট এনপিএ দাঁড়িয়েছে ০.৫৭ শতাংশ। এটাই গত ন'বছরে এসবিআইয়ের সবচেয়ে কম এনপিএ। এছাড়া এসবিআই তাদের ক্রেডিট গ্রোথ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আরও নামতে পারে নিফটি ও সেনসেক্স

ভালো ফল করেছে টাটা মোটরসও। তাদের মার্চ, ২০২৪-এ মোট লাভ দাঁড়িয়েছে ১৭,৫২৯ কোটি টাকায়। যা গত বছরের মার্চ কোয়ার্টারের ৫৪৯৬ কোটি টাকা থেকে তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ফলাফল ভারতের অটো সেক্টরকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। এইসময় ভারতীয় বাজারে ইলেক্ট্রিক ভেহিকলের ৭০ শতাংশ মার্কেট শেয়ার টাটা মোটরসের দখলে। এছাড়া টাটা মোটরস তার এনবিএফসি আর্ম টাটা মোটরস ফিন্যান্সকে আলাদা করে দিতে পারে এবং তা টাটা ক্যাপিটালের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের পথ প্রশস্ত করতে পারে। টাটা ক্যাপিটাল যদি আইপিও হিসেবে লিস্টেড হয় তবে তা টাটা সন্সকে কম্পালসারি লিস্টিংয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে জুপিটার ওয়াগনস, হিন্দুস্থান জিঙ্ক, বিজয় ডায়াগনস্টিকস, হানিওয়েল অটোমেশন, পলিক্যাব ইত্যাদি। তবে বেশ কিছু কোম্পানি কিন্তু তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তরও ছুঁয়ে ফেলেছে। তার মধ্যে রয়েছে এলটিআই মাইন্ডট্রি, ডালমিয়া ভারত, জি এন্টারটেইনমেন্ট, র‍্যামকো সিমেন্টস, বার্জার পেন্টস প্রভৃতি। হিন্দুস্থান জিঙ্ক এদিন ১৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি পাওয়ায় কমোডিটি হিসেবে গোটা বিশ্বজুড়ে এর চাহিদা বৃদ্ধিতে এবং দারুণ ডিভিডেন্ড প্রদান করার জন্য হিন্দুস্থান জিঙ্কের প্রতি বিনিয়োগকারীরা দারুণভাবে আকর্ষিত হচ্ছেন। গত এক মাসে হিন্দুস্থান জিঙ্কের দাম বেড়েছে ২২.৪৭ শতাংশ। কেবলমাত্র ২০২৪-এ এই কোম্পানির শেয়ারদর বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৬.১৭ শতাংশ।

শেয়ার বাজার এখন অপেক্ষায় রয়েছে জুন মাসের ৪ তারিখের জন্য। ওইদিনের পর বাজার তার দিক নির্বাচন করবে। নতুন বিনিয়োগকারীদের এই ধরনের বাজার থেকে নিজেদের অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা উচিত। এই ধরনের বাজারে না ট্রেডার না স্বল্পসময়ের বিনিয়োগকারী কেউ ঠিকমতো বা মনের মতো বিনিয়োগ বা ট্রেডিং অপশন খুঁজে পান না। তবে যে কোম্পানিগুলি ভালো রেজাল্ট করছে তাদের কদর বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। আর যারা আশানুরূপ ফল করছে না, তাদের স্টকে বড় সংশোধন আসছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

উত্তর সম্পাদকীয়

উত্তরের ভোটে দুই দিগন্ত

আনুগত্য উধাও, আখের গোছানো ও গোসার ছাপ

অনেক বছর পর প্রায় নির্বিঘ্নে নির্বাচনপর্ব শেষ হয়েছে উত্তরের আট জেলার সাত লোকসভা কেন্দ্রে। ভোটের দিন কোথাও একটিও বোমা পড়েনি, গুলি চলেনি, তেমন কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। মানুষ ভোট দিয়েছেন নিঃশব্দে। ভোট কোনদিকে পড়ল, তারও আঁচ মেলেনি এখনও। উত্তরবঙ্গে ভোটের এই চালচিত্র ধরা পড়েছে দুটি লেখায়।

গৌতম সরকার

'চির নূতনেরে' ডাক দেওয়ার কথা পঁচিশে বৈশাখে। বদলে বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসে ভোট ডেকে নিয়ে আসা হল উত্তরবঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের আগেই নির্বাচনপর্ব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গার ওপারে। মহানন্দা-আত্রেয়ী-তিস্তা-তোর্ষা-কালজানি পারে আরও তিন সপ্তাহ শুধু প্রতীক্ষা। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের বাইরে দীর্ঘদিন চা বিক্রি করে সংসার চলে যে মানুষটির, তাঁরও গলায় বিরক্তি, 'এতদিন অপেক্ষা করা যায় নাকি!'

ঝান্ডা কাঁধে যাঁরা মিটিং-মিছিলে যান, গলা কাঁপিয়ে স্লোগান দেন, অপেক্ষার চেয়ে তাঁদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে কী হয় কী হয় ভাব। জরদাপাড়ের সদ্য পুরসভা শহর ময়নাগুড়ির এক একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী খুব বিভ্রান্ত। যিনি বলছেন, 'বুঝলেন, এরকম কখনও হয়নি যে, ভোটের পরেও বোঝা যাচ্ছে না পাল্লা কোনদিকে হেলে।' মালদার এক পোড়খাওয়া নেতার 'আমাদেরই তো জেতার কথা' উচ্চারণে আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট।

কোচবিহারের শীতলকুচিতে গত বিধানসভা নির্বাচনে আধাসেনার গুলিতে পাঁচটি তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়লেও গেরুয়া ঝড়ের পূর্বাভাসে বদল ঘটেনি। কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, বিপ্লব মিত্র, গৌতম দেব, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মতো বহু যুদ্ধের ঘোড়াদের উপস্থিতি ঘাসফুলের আবাদের জন্য উর্বর জমি তৈরি করতে পারবে কি না, তাঁরাও নিঃসংশয় হতে পারছেন না। সাংবাদিকদের জনে জনে ডেকে নিজেদের 'প্রত্যয়' ঝালিয়ে নিতে চাইছেন, যাতে চিত্তের দুর্বলতা বেআব্রু হচ্ছে।

গৌতম দেব, রবীন্দ্রনাথ ঘোষরা গত বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' মনোভাব না থাকা স্বাভাবিক। একইভাবে নিশীথ প্রামাণিক ও সুকান্ত মজুমদারের মতো পদের ধারে-ভারে হেভিওয়েটদের মানুষের মন বোঝার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, দুটোই কম। ২০১৯-এর গেরুয়া ঝড়ে হঠাৎ জিতে গিয়েছিলেন এঁরা। তৃণমূলের প্রতি রাগে-ক্ষোভে, দুঃখের বোতামে চাপ বেশি পড়েছিল বলে এঁদের কেউ পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন, কেউ রাজ্য দলের সভাপতি।

পরিস্থিতির চাপে হঠাৎ বড়সড়ো পদাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের নাড়ির স্পন্দন বোঝার মতো দক্ষ চিকিৎসক হতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। সব শিবিরেই এই কী হবে, কী হবে- দোলাচলের অন্যতম কারণ, এবারের ভোটে আনুগত্য শব্দটা লোপ পেয়ে গিয়েছে। আখের গোছানোর যে প্রবণতা ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসেছে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে, উত্তরবঙ্গের শান্ত মাটিতে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দল থেকে দলে 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা'র মানসিকতা যবে থেকে ডানা মেলেছে, তবে থেকে উত্তরবঙ্গ বড় অস্থির। আমার বা আমাদের স্বার্থ বড়- এই শিক্ষাটা নেতারা শিখিয়ে চলেছেন। টিকিটে বঞ্চনার ক্ষোভে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিপ্লব মিত্র পদ্মের ঘাটে নোঙর করেও তিষ্ঠোতে পারলেন না। ফের ঘাসফুলের মাঠে খেলতে নামলেন। মানুষ বিশ্বাস করবেন কোন ভরসায় বলুন। তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তৃণমূলের আরেক প্রাক্তনী মুকুল রায়ের প্ররোচনায় নিশীথ প্রামাণিক হঠাৎ অতি 'সনাতনী' হয়ে গেলেন।

বিজেপির হাতে রাজ্যসভা সাংসদ পদটির ক্ষীর খেয়ে তাঁর অনন্ত মহারাজের আলখাল্লাটা খুলে রেখেছিলেন নগেন রায়। কিন্তু সাধের গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য গঠন বিজেপির হাতে হওয়ার নয় বলে বেসুরো গাইলেও নানা বাধ্যবাধকতায় প্রকাশ্যে বেপথু হতে পারলেন না বটে, কিন্তু পদ্মের আবাদে ভালো চাষি হওয়ার চেষ্টাটা করলেন না সুযোগ পেয়ে। নীরব থাকলেন গোটা নির্বাচনপর্বে। এতে যে বার্তা গেল, তাতে নগেন-ঘনিষ্ঠরা নীরবে ঘটি ওলটানোর পথে গেলেন কি না, সেটা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

কানাইয়ালাল আগরওয়ালের মতিগতিতে ধন্দে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠরাও। তিনি তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান। অথচ লোকসভার প্রার্থী বাছাইয়ে তাঁর মতামত গুরুত্বই পেল না। প্রকাশ না পেলেও সেই ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছে উত্তর দিনাজপুরের ঘাসফুলের মাটিতে। একইরকম ক্ষোভের আগুন ভোটের দিন পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। নরেন্দ্র মোদির দমকলের ধারায় সেই আগুন ছড়িয়ে না পড়লেও ধীরে ধীরে ছড়িয়েছে ডুয়ার্সের চা বাগানে।

শাহনওয়াজ আলি রায়হানকে দক্ষিণ মালদার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা নিজেদের বলে মানলেনই না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আসা-যাওয়া করেও সেই গোসা কতটা ভাঙতে পেরেছেন, সেই সন্দেহের বীজ রয়ে গিয়েছে মহানন্দা পাড়ে। কালিয়াগঞ্জের কার্তিক পালও তেমনই গোটা রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের কাছে উড়ে এসে জুড়ে বসা পাখি। ধূপগুড়ির বিধায়ক পদে

মানলেও জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় নির্মলকুমার রায় অনেকটাই তৃণমূলের কাছে চাপিয়ে দেওয়া প্রার্থী।

জেলা সভাপতি যিনিই হোন না কেন, কোচবিহারে দলটাকে যেভাবে কুক্ষিগত করে ফেলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, তাতে বিজেপির অনেক বিধায়কই মনঃকষ্টে ভুগছেন। তাঁরা গোটা নির্বাচনপর্ব 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করে কাটিয়ে গেলেন। নিশীথ তো কার্যত আসলে দলের জেলা দপ্তরটাকে নিয়ে গিয়েছেন ভেটাগুড়িতে নিজের বাড়িতে। আবার যতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র হন, আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইককে দলের অনেক কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।

কোচবিহারের অনেক বিজেপি বিধায়কের মতোই আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন গোষ্ঠীপতি শুধু দেখিয়েছেন যে, তাঁরা জান লড়িয়ে খাটছেন। বাস্তবে তলার মাটি কতখানি সরিয়ে দিয়েছেন, সেটাও বড় প্রশ্ন। মান-অভিমান, গোসা, আখের গোছানো, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা ইত্যাদি কাঁটা উত্তরবঙ্গের ভোটভূমিতে যেভাবে বিস্তারিত হয়েছে, তা আগে কখনও দেখিনি।

এই মাটিতে আমার বেড়ে ওঠা। নির্বাচন দেখছি সেই হাফপ্যান্ট পরা বয়স ১৯৬৭ থেকে, যেবার প্রথম বাংলায় কংগ্রেসি শাসন শেষ হয়েছিল। তারপর কত ভোট আসল, গেল। কিন্তু নেতিবাচক নানা উপাদানে পূর্ণ এরকম নির্বাচন আগে কখনও দেখিনি।

ছবিগুলি তুলেছেন : জয়দেব দাস, অর্ঘ্য বিশ্বাস, সূত্রধর ও ভাস্কর শর্মা

বিভ্রান্তিতে পড়ে আর আস্থা হারিয়ে মুখ বন্ধ ভোটারদের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

প্রাচীনকালে ভোজ শুরু হত ঘি দিয়ে, শেষ হত মধু দিয়ে। যা থেকে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' কথাটির উৎপত্তি। অর্থাৎ শুভ সমাপ্তি। উত্তরবঙ্গে ভোট শেষ। শেষপাতে মধু না পড়লেও বিধানসভা, পঞ্চায়েতের নিরিখে উত্তরের ভোটপর্বকে মধুরেণ সমাপয়েৎ বলা যেতেই পারে।

এবারের লোকসভা নির্বাচন কি নতুন কিছু শিক্ষা দিল, নাকি আর পাঁচটা নির্বাচনের মতোই এটাও গড়পড়তা আরেকটা? প্রশ্নটা ওঠার অনেক কারণ আছে। চলতি নির্বাচনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক, ভোটারদের নীরবতা। এমন নীরব ভোট শেষ কয়েক দশকে উত্তরবঙ্গের মানুষ দেখেনি। মালদা থেকে কোচবিহার, সর্বত্র আগে রাজনীতি নিয়ে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা হত, অফিস ফেরত বাবুরা ঠেক হয়ে ঘরে ঢুকতেন, বাজার করতে গিয়ে তর্কবিতর্কে সকাল গড়িয়ে দুপুর হত। সেই চেনা ছবিটা বদলাচ্ছিল বটে, তবে এবার বদলটা বেশি করে ধরা পড়েছে।

সমালোচনা বা পক্ষে-বিপক্ষে মতামতকে সরিয়ে রেখে রাজনীতি সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে কথা বলায় এমন ভয় পেতে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে আগে দেখা যায়নি। বাম আমলে বিরোধীরা খুব সুখে ছিল না ঠিকই, কিন্তু রাজনীতিতে এত আতঙ্ক তখন গ্রাস করেনি। ফেসবুকে সাধারণ কমেন্ট বা ইমোজি দেখে যখন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়, তখন নীরব থাকাকে সেরা উপায় বলে ধরে নিয়েছেন ভোটাররা।

ফলে ভোটের আকর্ষণ কমছে। শনিবার বিকেলে মালদার ৪২০ মোড়ের চায়ের দোকানে তখন চায়ের ভাঁড় হাতে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ধুইয়ে দিচ্ছেন পণ্ডিত গোছের মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। দোকানে উপস্থিত তাঁর থেকে ছোট-বড় জনা পাঁচেক খদ্দেরের প্রত্যেকে কেএল রাহুলের ভক্ত। আইপিএল মাঠের কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপিংস গোটা দেশের ক্রিকেট ভক্তদের নাড়িয়ে দিয়েছে। মালদার মতো ছোট্ট শহরেও যে তার ঢেউ ভালো দোলা দিয়েছে, চায়ের দোকানের আলোচনা তার প্রমাণ।

অথচ দিনকয়েক আগে মালদায় ভোট হয়ে গেলেও ইশা খান না শ্রীরূপা মিত্র কে জিতবেন, তা নিয়ে জটলায় টুঁ শব্দটি নেই। ক্রিকেট কম বোঝেন বলে টিপ্পনী কাটতে না পেরে দোকানদার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ভোটের কথাও দু'-চারটে বলেন শুনি।' বিরক্তির সুরে ভদ্রলোকের উত্তর, 'নেতারা পাঁচ বছর কামাবে। তোমার আমার কী গো? এখন রাজনীতির কথা বলা যাবে না। অনেক সমস্যা আছে। তুমি বুঝবে না ওসব।'

'আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারি সাজিনু/ ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে/ আমি ভিখারি, না শিকারি গো...', দাদাসাহেব শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সেই কবে তাঁর লেখায় নেতাদের চরিত্র এঁকেছিলেন। এতদিন ভোটাররা সে কথা বুঝতে পারেননি, তা নয়। তবে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তাই নির্লিপ্ততা বেড়েছে।

প্রায় রক্তপাতহীন ভোট হওয়ায় অনেকে অবাক হয়েছেন। কিন্তু কেন রক্ত ঝরল না ভোটে? উত্তরবঙ্গের ভোটারদের একটা বড় অংশের ধারণা হয়েছে, তাঁরা রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন। উত্তরের মাটি গেরুয়া হতে শুরু করেছে অনেকদিন হল, তার উপর রাজ্যের শাসকদলের লাগামহীন দুর্নীতি, নেতা-মন্ত্রীদের হাজতে পচতে থাকায় সাধারণ ধারণা হয়েছে যে, তৃণমূলের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল নেতারাও জয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না। ক্ষমতার হাতবদল হলে কপালে দুঃখ হতে পারে ভয়ে তথাকথিত মস্তানরাও কোনও কাজ করার আগে একশোবার ভাবছেন।

আবার তৃণমূল এখনও রাজ্যে শাসকদল বলে খুল্লামখুল্লা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন অনেকে। ভোটে যারা গণ্ডগোল করেন, তাঁরা জানেন, রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের ব্যবহার করে। জেনে-বুঝেই তাঁরা নিজেদের ব্যবহৃত হতে দেন। যেদিকে জল পড়ে, সেদিকে ছাতা ধরার মতো গুন্ডারা সবসময় ক্ষমতার সঙ্গে থাকতে চায়। কিন্তু এই 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' পরিস্থিতিতে তারাও বিভ্রান্ত। ফলে আপাতত নিজেদের আস্তিন গুটিয়ে রেখেছেন অনেকে।

নেতাদের প্রতি বিশ্বাস বহুকাল আগে নড়বড়ে হয়ে আছে। প্রবীণদের সামনে রাজনৈতিক আইকন থাকলেও নতুন প্রজন্ম কার্যত নিঃস্ব। সকাল-বিকেল দল বদলে নীতির বারোটা বাজতে দেখে তাদের ভরসা, বিশ্বাস সবই উঠে গিয়েছে। ফলে নীরবতাকে বিপন্মুক্ত রাস্তা বলে বেছে নিয়েছে তারা। তাই নচিকেতার গানের লাইনগুলোই গাইতে চাইছেন, 'দিন শেষে রাত্রি আসে/ সূর্য হাসে ফের সকালে/ আমরা সব খোদার খাসি/ যাবোই ফাঁসি ভোট ফুরালে।'

অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলের বাইরে থাকায় কোনও কোনও পদ্ম নেতা প্রশ্ন তুললেও তৃণমূল-বিজেপি সেটিং তত্ত্বের পালে হাওয়া জোরালো হচ্ছে। হাজারো দুর্নীতি ফাঁস হলেও তৃণমূলের ক্ষমতায় টিকে থাকার পেছনে আরএসএসের মদতের কথা আড়ালে-আবডালে আলোচনা চলছে। উচ্চশিক্ষিতদের বাড়িতে বৈঠকি আড্ডায় জায়গা করে নিয়েছে 'বিজেমূল' তত্ত্ব। ফলে একদিকে হেলে পড়লে ঘাড়ে কোপ পড়ার ভয় তৈরি হচ্ছে।

উলটো ছবিও আছে। যেমন কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রতীক 'হাত' হওয়ার পর সিপিএম একসময় বিদ্রুপ করে লিখত, 'শুনলে পরে হাসি পায়/ কাটা হাতে ভোট চায়।' কংগ্রেস পালটা লিখত, 'দিনের বেলায় কৌটো নাড়ায়/ রাত্রে করে ফিস্ট/ এরাই আবার মুখে বলে/ আমরা কমিউনিস্ট।' সেই কংগ্রেসের গলায় কাস্তে-হাতুরির উত্তরীয় ঝুললে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি বাড়ে বৈকি।

পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভা ভোটের এত রকমফের এবং গুরুত্ব আগের থেকে এবারে অনেক বেশি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন উত্তরের ভোটাররা। বিধানসভা রাজ্য সরকার গঠনের আর লোকসভা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ভোট- এই বিষয়টি গ্রামের মহিলা ভোটারদের কাছেও স্পষ্ট হয়েছে। উত্তরের গ্রামে গ্রামে 'দিল্লির ভোট' হাওয়া উঠেছে। এতটা সচেতনতা আগে দেখা যায়নি।

পুলিশের উপর বিশ্বাসও অনেকদিন ধরে টলে আছে। এবারের নির্বাচনে 'পুলিশের' ভয়ের লেশমাত্র চোখে পড়েনি। তাদের 'দালাল' তকমায় বরং সিলমোহর পড়েছে পুলিশের একাংশের কিছু কাজকর্মে। সেটা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত খারাপ বার্তা বহন করছে। একদল মানুষ বুঝে গিয়েছে, আইসি'র কাছে নেতার ফোন গেলে সব ঝামেলা মিটে যাবে। তাই যা খুশি তাই করা যায়। করছেনও তাই। অন্যদল ধরে নিয়েছে, পুলিশ মাত্রই শাসকদলের ক্যাডার। ফলে পুলিশ ন্যূনতম সম্মানটুকু হারিয়েছে।

এতে সবদিক থেকেই ভরসা হারানো ভোটারদের বড় অংশ নিজেদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখছে। যাঁরা মিটিং-মিছিলে যাচ্ছেন, তাঁরা হয় বাধ্যবাধকতা থেকে বা টাকার লোভে, ভালোবাসা বা দায়বদ্ধতা থেকে নয়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in Volume No. 44 Issue No. 352

আর কতদিন তাকে পথে দেখা যাবে, কোনও ঠিক নেই। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সর্বত্র হারিয়ে চলেছে রিকশা। একসময় যা মানুষের অনিবার্য সঙ্গী ছিল। এখন টোটো এবং অটোর দাপটে গ্রাম থেকে মফসসল, শহর থেকে মহানগরে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এবারের প্রচ্ছদে বিষয় সেই পরিচিত যান রিকশা।

১০
গল্প
শুভময় সরকার

১১
ধারাবাহিক অলীক পাখি দ্বিতীয় পর্ব
বিপুল দাস
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
গল্প : নির্মাল্য আচার্য
কবিতা : দেবার্ঘ্য সাহা, রবীন বসু, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুমার দত্ত, অরুণ চক্রবর্তী, গণেশচন্দ্র রায়, সৈকত পাল মজুমদার ও শংকর নাইয়া
ভারত আমার...পৃথিবী আমার

রিকশা

ম্যাজিকের মতো সেই স্ট্যান্ডগুলো

সন্দীপন নন্দী

হাসমি চকে নেই, হিলকার্ট রোডে নেই, কদমতলায় নেই, ডানলপ মোড়ে নেই, চারশোবিশ মোড়ে নেই, বিধান মার্কেটের সড়কপথেও নেই। এ কোনও অনুযোগের ইস্তাহার নয়। মডেল কোড অফ কনডাক্টে নালিশের চিঠিবয়ানও নয়। এ অভিজাত শহরের এক 'সচ কা বিকাশ'। শ্রেণিউচ্ছেদের বিবরণও বলতে পারেন।

যখন সর্বহারাদের হয়ে বিপ্লব দেখিয়ে যেত রিকশার মাথায় বাঁধা এক চিরাচরিত বিপন্ন চোঙা। ভোটকালে প্রচারপর্বে যে যান তাই আজও তুলনাহীন রয়ে গেল। ফলে সব দলের মিছিল শেষে একটি রিকশা এলেই উপলব্ধি হত, এবার মিছিল শেষ। স্লোগানে অংশ নেওয়া বিচিত্র কর্মীদের বুকে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেত এক শান্ত রিকশা। যার শরীর নির্গত মিডলক্লাস যান্ত্রিক শব্দ আর শ্লথগতিকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল সেকালের নাগরিক।

গানে, গল্পে, কবিতায়, সিনেমায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিসংগ্রামের সিম্বল ছিল যে তিনচাকা, যে যান ট্রাফিক সিগন্যাল, হরতাল কিচ্ছু মানেনি, সে রিকশাই ক্রমে সরে সরে গেল। অমানবিক পরিশ্রম হলেও নগদ পাওনার নিশ্চয়তায় একদিন পথে নেমেছিল এই চালকদল। শহরে, গ্রামের প্রান্তরে কীভাবে ম্যাজিকের মতো তাদের জন্য একটা করে স্ট্যান্ড তৈরি হয়ে যেত ক্ষণিকে, কে জানে? তবু অদৃশ্যমান সে দখলদারিতেও প্রেম ছিল, খিস্তির বৃষ্টি ছিল। অপেক্ষাকৃত আলোহীন সেসব স্থানই সময়ে সময়ে হয়ে উঠত প্রতি শহরে সন্ধ্যার এক নিষিদ্ধ করিডর। যে মহল্লা থেকেই সহসা ভেসে আসত সলিল চৌধুরীর শ্রমসংগীত। সেসব ছিল সুদিনের বর্ণনা। ফলে জলে, স্থলে প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়ে এই নিরীহ রিকশাচালকদেরও জীবনে যে গান ছিল, প্রেম ছিল, সকলে প্রথম অনুভব করলেন। অপূর্ব নবম শ্রেণি থেকে গ্ল্যামারদেবী তাদের যাত্রী হলে দহনদিনেও অবিকৃত ছিল রিকশাগতি। বামন আর চাঁদের ঐতিহাসিক যুদ্ধেও যেন চুক্তি হত নীরবে, চলতে চলতে দুলতে দুলতে। এ তো অন্যায় নয়, ছিল কালকে রিপ্রেজেন্ট করা শ্রেণিমানুষের পদাবলি।

যে শহরেই পাগল হয়ে দিনরাত ঝড়ের বেগে প্যাডেল ঠেলা রিকশাওয়ালা বলতেন 'একা একা কোনও ডিসিশন নেবেন না'। জাগতিক ভিত্তিহীন সে সংলাপ কীভাবে যেন বালুরঘাট শহরকে মনোযোগী করে তুলেছিল নিমেষে। বিশ্বকর্মাপুজোটাই ছিল যে জীবনের এক রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, হিল্লোলহীন সে জীবনেই বাৎসরিক তরঙ্গ বয়ে আনত এই পূজারজনী। সে জীবনও দেখতে দেখতে স্তব্ধ হল একদিন। কেন?

'টোটোটাই গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিল জানেন'? চিৎকার করে ওঠেন এক প্রাক্তন চালক। টোটোর পাশে রিকশার ঐতিহ্য বেইজ্জত দেখতে কার ভালো লাগে? 'সাতশো-আটশো টাকার দিন এখন দুশোতে এসে ঠেকেছে। ঘরভাড়া, খাওয়া দিয়ে আর বাঁচা অসম্ভব। এ মাসটাই শেষ', বলছিলেন সারাদিন তিনটে ভাড়া পাওয়া শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ের মমেনুল হক। যিনি লজ্জায় এবার ইদে বাড়ি ফেরেননি। ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের সামনে যাঁরা বিরল হতে হতে আজ অবলুপ্তির আশঙ্কায় দিন গুনছেন। সমস্বরে দুজন চালক বললেন, 'শুধু রোজগার নয়, প্রেস্টিজ প্রেস্টিজ দাদা। তাই ছাড়তে পারিনি'। দাঁতে দাঁত চেপে আক্ষরিক অর্থেই তাই জীবনসংগ্রাম করে চলেছেন তাঁরা।

এদিকে সিটি অটো, টোটোর দাপট রিকশার কফিনে পেরেক ঠুকছে রোজ। 'দুজনের বেশি প্যাসেঞ্জার নিতে পারি না। চারজন হলেই টোটোর কাছে ছুটে যায়', শ্লেষের কথা জানালেন মালদার রথবাড়িতে গনি খানের সময় হতে ডিউটি করা এক রিকশাচালক। ফলে বিশের জায়গায় ত্রিশ টাকা চাইলেই এখন 'টোটোয় যাব'র হুমকি দেন হৃদয়হীন পথিকরা। ত্রিচক্রযান বিলুপ্তির পথে এই হল সদ্যসমাপ্ত এক ফিরিস্তি।

অথচ এমন তো হবার কথা ছিল না। রতুয়া, রায়গঞ্জ, হিলি, চাঁচলের মতো নিভে আসা শহরের নাগরিক ছিল ওরা। এই ক'দিন পূর্বেও শ্রমচিহ্নের যে তিনচাকা ঘুরঘুর করত গলিপথ থেকে শিলিগুড়ির রাজপথ, সেই ওদেরকেই চিরতরে ওধারে পাঠিয়ে দিল এক আধুনিককালের যাত্রাপথ। এখন বিরল মানুষ রিকশা চড়েন। তাই বৈশাখী দুপুরের রোদ উপেক্ষা করেও যে ক'জন প্রাক্তন চালক এই শহরে এখনও প্রদীপের মতো জ্বলছেন, রুজিহারা সেই মুখেও আজ হতশ্রীর কারুকার্য।

একসময় পথচলতি পথিকের কাছে যা ছিল অনিবার্য, অদ্বিতীয় সে তিনচাকার নিরীহ দুর্বল যানকেই অপাঙক্তেয় করল টোটোর শাসন। রাতারাতি বদলে গেল শহর। যা দেশের যন্ত্রবিপ্লবের এক নবসংযোজন হতেই পারে। রিকশাওয়ালাদের দিন এখন এমনি।

এরপর দশের পাতায়

গানে, গল্পে, কবিতায়, সিনেমায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিসংগ্রামের সিম্বল ছিল যে তিনচাকা, যে যান ট্রাফিক সিগন্যাল, হরতাল কিচ্ছু মানেনি, সে রিকশাই ক্রমে সরে সরে গেল।

মালবাহী ভ্যান হয়ে জীবনের খোঁজে

দীপায়ন বসু

আকাশ আর পাতালের পার্থক্যটা যে কী সেটা রমন দে ধাড়া আজকাল বিলক্ষণ বুঝতে পারেন।

কলকাতার মানুষ। '৭১-এ প্রথমবার শিলিগুড়িতে এসে দ্বিতীয়বার ৭৬-এ আসা। শিলিগুড়িকে একটা সময় 'রিকশানগর' বলা হত। কী কারণে এহেন নামকরণ, সেটা প্রথমবারই টের পেয়েছিলেন। সেই সময় শিলিগুড়ির রাস্তায় প্রায় ৬০০ রিকশা। '৭৬ সাল নাগাদ সেই সংখ্যাটি বেড়ে দু'হাজার। আর ২০০৯ সালের হিসেবটা চমকে দেওয়ার মতোই। শিলিগুড়ির রাস্তায় সেই সময় প্রায় ২৬ হাজার রিকশা। বৈধ আর অবৈধ মিলিয়ে। আরও ১৫ বছর এগিয়ে চলতি বছরে আসা যাক। শিলিগুড়ির রাস্তায় মেরেকেটে এখন রোজ হাজার দুয়েক রিকশা নামে।

'খুব অবাক লাগে জানেন!', স্বপন কর্মকারের বক্তব্যে হতাশা ঝরঝর। জলেশ্বরীর বাসিন্দা। বয়স ৬০-এর আশপাশে। রিকশাকে কেন্দ্র করেই জীবন বেড়ে উঠেছে। খুঁটিনাটি সমস্ত ঠিক করা শুরু করে যত্ন করে রং, এককথায় পুরোদস্তুর রিকশা মেকানিক। শিলিগুড়িতে যে সময়টায় রিকশার পিক-ফর্ম, সেই সময় তিন চাকার এই বাহনটিকে ঠিকঠাক করে দম ফেলার ফুরসত পেতেন না। এর এখন অঢেল সময়! বাগরাকোটে আগেকার মতোই রিকশা সারান ঠিকই, কিন্তু আয় নেই। জীবন অনিশ্চয়তায় ভরেছে। অন্যদিকে, জীবন অনিশ্চিত জেনে তবুও বিহারের প্রদীপ কুমারের মতো কেউ কেউ আজও শিলিগুড়িতে এসে রিকশা চালিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন খোঁজেন।

অথচ এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। স্রেফ রিকশাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় নামা শিলিগুড়ি সুভাষপল্লি বাগরাকোটের বিপুলচন্দ্র ভৌমিক বললেন, '২০০৯ সালের হিসেবটা যখন এল, সেই হিসেবেই বলা যাক, তখন শিলিগুড়িতে রিকশা চালিয়ে এক-একজন আরামে দিনে ৫০০ টাকা জমাতে পারতেন। তিনবেলা খাবার, টিফিন, চা, থাকার খরচ বাঁচিয়ে। ১৫-১৬ বছর আগের হিসেবে এটা কিন্তু মোটেও মন্দ নয়।'

একটা সময় শিলিগুড়িতে রিকশার যে দাপট ছিল তাতে এখানকার অর্থনীতির হিসেবটা কিন্তু চমকে দেওয়ার মতোই। ২০০৯ সালের হিসেবই ধরা যাক। কম করে দৈনিক ৭০০ টাকা রোজগার ধরে ২৬ হাজার রিকশাচালকের সম্মিলিত রোজগার ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ছাপার ভুল নয় কিন্তু। রিকশাকে কেন্দ্র করে এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিছু হিসেব ধরলে তা আরামসে আড়াই কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে। গোটা বছরের নন স্টপ সার্ভিসের হিসেব ধরলে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। স্রেফ একটা শহরের রিকশা পরিষেবাকে কেন্দ্র করে যে এত টাকার ব্যবসা হতে পারে তা কিন্তু তলিয়ে দেখার মতোই।

তবে ব্যবসার বৃহত্তর সম্ভাবনা বুঝে রমনরা কিন্তু উদ্যোগী হয়েছিলেন। তৈরি হয় বৃহত্তর শিলিগুড়ি সাইকেল রিকশা ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

এরপর দশের পাতায়

এখন শত-শত, সহস্রাধিক সিটি রিকশা তথা টোটো যাত্রীদের স্বল্প দূরত্বের যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা মেটায় খুব সহজেই। প্যাডেলে চালানো রিকশায় অনেক সময়ের দরকার হয়।

সংখ্যাবিহীন টোটোর ভিড়ে একা

সাহানুর হক

দিনহাটা মেইন চৌপথি মোড় থেকে দক্ষিণের রংপুর রোডটিতে সোজা স্টেশন মোড়ের কাছে পৌঁছাতে প্রায় দশ মিনিট সময় লাগে। তার উপর বৈশাখের আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার দাপুটে রোদের আঁচড়ে আটশো মিটারের এই পথ হেঁটে পারাপার বেশ কঠিনই বটে। শুধুই কঠিন নাকি? ইদানীং তো তাপপ্রবাহের অদৃশ্য তলোয়ারের আঘাতে দীর্ঘ সমান্তরাল রাস্তায় যেন প্রতিফলিত হয় চূড়ান্ত উষ্ণতার বৈপরীত্য।

সেই পথেই এক মধ্যবয়সি রিকশাচালক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী খুঁজছিলেন সেদিন। উপলব্ধিতে যেন ভীষণ হতাশা তাঁর। পাশ কেটে আসার বেলায় রিকশাচালকের আকুতি শুনতে পাই স্পষ্ট। যে যাত্রীই যাচ্ছেন তাঁকেই যেন উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, 'স্টেশন মোড়! স্টেশন মোড়! গোধূলি বাজার!, ও দাদা যাবেন নাকি? ও দিদি, আপনি..?' বারংবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর বৈরুব্য আক্ষেপে একা একাই নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করতে থাকেন, 'সবাই টোটো করেই যেতে চায়, কেউ আমার রিকশার দিকে দেখে না!'

আহ! রিকশাচালকের এই আক্ষেপটি স্বচক্ষে দেখলে যে কারোরই মন খারাপ হবে। আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। এখন শত-শত, সহস্রাধিক সিটি রিকশা তথা টোটো যাত্রীদের স্বল্প দূরত্বের যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা মেটায় খুব সহজেই। প্যাডেলে চালানো রিকশায় অনেক সময়ের দরকার হয়। তাই রিকশা, ঠ্যালা-ভ্যানগাড়িগুলি আর সেভাবে দেখা যায় না কোথাও। আসলে গত এক-দুই দশকে বদলে গিয়েছে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ রিকশা ও ভ্যানচালকরা সময়কে করতালি দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন টোটোকেই। কিন্তু অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের এই টোটো কেনার সামর্থ্যটুকু থাকে না। তাই তাঁদেরকে এখনও উপার্জনের তাগিদে নিরুপায় জড়বস্তুর মতো রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় একজন-দুজন যাত্রীর অপেক্ষায়।

কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি জংশনের সামনে এরকমই একটি দৃশ্য চোখে পড়েছিল আমার। সন্ধ্যার ব্যস্ত জ্যামে একা দাঁড়িয়ে এক রিকশাচালক যাত্রীর জন্য অপেক্ষারত একই ভঙ্গিতে, একইরকম উচ্চারণে যেন সেইখানেও। শুধু যে সেইখানেই থেমে থাকে এই চিত্র, এই উচ্চারণ তা নয়, বরং সামনে এগোলে দিনাজপুরের বালুরঘাট অথবা মালদার ইংলিশ বাজারেও এই দৃশ্যটির দেখা মিলবে নিশ্চিত। আরেকটু এগিয়ে দক্ষিণবঙ্গে ঢুকে গেলেও সেই ছবিটিই দৃশ্যমান অহরহ। প্রসঙ্গত, কলকাতায় যদিও হাতে টানা রিকশাচালকের দেখা মেলে এখনও। বিশেষ করে হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে রিকশাচালকের সমারোহটি আর নেই, নেই নস্টালজিক সেই চাহিদা। এই কারণেই আগের দিনের মতো আর রিকশাচালক নেই বোধহয় সেখানেও। আজকের যান্ত্রিক সমাজ যেন যান্ত্রিক যানবাহনেই বেশি আস্থা রাখতে চান। ইদানীংকালে গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার পর কয়েক মাস হতে না হতেই হাওড়া শহরের বড় অংশের যাত্রীরা পথ বদলে মেট্রো করেই কলকাতা চলে যাচ্ছেন। ফলে রিকশার পাশাপাশি অটোচালকরাও যাত্রী পাচ্ছেন না। রিকশাচালক ও অটোরিকশাচালকদের জীবনের অদূর ভবিষ্যতে যা ভিন্ন চিত্র হতে পারে বলে কলকাতাবাসীর ধারণা। যেখানে উত্তরবঙ্গের অটোরিকশাচালকের ক্ষেত্রেও যাত্রীর অভাবের বিষয়টি কিন্তু ব্যতিক্রম নয়।

খুব সহজেই নতুনত্ব গ্রহণ করে নেয় একমাত্র মানুষই। বলাই বাহুল্য, কর্মব্যস্ত জীবনে বিষয়টির আরও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা। তাই এই বিবর্তন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে রিকশার ক্ষেত্রেও। সময়ের অভাব ও ভবিতব্যের দৌরাত্ম্য রিকশা অপেক্ষা টোটোর দিকেই তাকাতে বাধ্য করেছে যেন মানুষকে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ছবিটি যদিও আবার সম্পূর্ণই উলটো। সেখানে দেশের লক্ষাধিক মানুষ রিকশার উপরই বিশ্বাসী। রাজধানী ঢাকাকে তো গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস 'রিকশার নগরী' আখ্যায়িত করেছে ২০১৪ সালে।

দিনহাটা শহরের এক রিকশাচালকের নাম হেমন্ত বর্মন। বয়স ৬৩ বছর। নিয়মিত রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন হ্যামিল্টন বাজারে। সারাদিনে অনেক প্রচেষ্টার পরেও সেখান থেকে খুব কম সংখ্যক যাত্রী সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে স্পষ্ট হয় দিনহাটার রিকশাচালকদের হালহকিকত।

এরপর দশের পাতায়

কোন ভাঙনের পথে

শুভময় সরকার
আঁকা : অভি

ছোটগল্প

বাড়িটার দিকে প্রায় প্রতিদিনই তাকিয়ে থাকে ব্রতীন। আসলে তাকাতেই হয় কারণ এই পথেই ওর যাওয়া-আসা নিয়মিত। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে ভিন্ন এক অস্তিত্ব হয়ে দীর্ঘকাল একধরনের প্রাচীন বনেদি অহংকারে দাঁড়িয়ে বাড়িটা। সকালের দিকে কাঠের দোতলা বাংলো প্যাটার্নের এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে যে অনুভূতি হয়, ফেরার সময় অনুভূতিটা পালটে যায় অনেকটাই। কাঠের বাড়ি তবে বাউন্ডারি-ওয়াল সিমেন্টের, গেটে কংক্রিটের পিলারের ওপর শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা- পরবাস। নামটা বাড়ির মতোই অন্যরকম এক অনুভূতিতে জারিত করে ব্রতীনকে। দেশভাগের পর এই শহরে উদ্বাস্তু স্রোত আছড়ে পড়েছে এটা যেমন ঠিক তবে তার আগেই তৎকালীন বার্মা, অধুনা মায়ানমার থেকে বহু বাঙালি কাঠের ব্যবসায়ী এখানে চলে আসে। তারাই এইসব বাড়িগুলো বানিয়েছিল, যা কালক্রমে এ শহরের ট্র্যাডিশন হয়ে ওঠে। ব্রতীন জানে এইসব পুরোনো বনেদি বাড়িগুলো থাকবে না, ভেঙেচুরে নতুন ইমারতে সেজে উঠবে শহর। উঠবে বলাটা ঠিক নয়, উঠেছে। আজন্ম দেখা শহরটা আপাদমস্তক পালটে গেছে গত দু'দশকে। ছোট থেকে প্রতিটি পলে-অনুপলে জড়িয়ে থাকা শহর অচেনা হয়ে যায় প্রতিদিন। ব্রতীন এসব নিয়ে ভাবে প্রায়ই, বিশেষত যেদিন রাতে ঘুম আসতে চায় না। সেসব রাতে ব্রতীন ওর ঘর লাগোয়া ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়- একা, একদম একা...! নিস্তব্ধ শহরজুড়ে হাইরাইজগুলোকে দৈত্যাকার লাগে সে সময়। প্রত্যেকটা কুঠুরিতে অগুনতি মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম। কেউ কেউ হয়তো ব্রতীনের মতো রাত জাগে, ঘুমোতে পারে না। একেকদিন অনেক রাত অবধি জেগে থাকে ব্রতীন, ব্যালকনিতে বসেই কাটিয়ে দেয়। সিগারেট খায় আর রহস্যময় শহরের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে, তারপর চিন্তাগুলো সিগারেটের ধোঁয়ার মতো জট পাকিয়ে দূরে কোথাও মিলিয়ে যায়, ঠিক যেমন আজ। রাতজাগা পাখিগুলোর ডাক শুনতে শুনতে নেশার মতো আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারপাশের ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর ফাঁকে মন্দিরের পাশের বাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে...! বাড়িটার দিকে তাকালে বড্ড মায়া হয়, আপাদমস্তক বিষণ্ণতা ছুঁয়ে আছে। তিনভাইয়ের মধ্যে এক ভাই বাইরে থাকে চাকরিসূত্রে। ন'মাসে ছ'মাসে কখনো-সখনো আসে, দু'ভাই থাকে এই বাড়িতে। সামান্য কিছু করে, রোজগারপাতি তেমন কিছু নেই বলেই মনে হয়, বিয়ে-থা করেনি। এক বয়স্কা বিধবা মহিলা বাড়িতেই থাকে। সম্ভবত আত্মীয়, রান্নাবান্না যা করার তিনিই করেন। বছরে কয়েক আগে এদের মা মারা গেছেন, শ্রাদ্ধের দিন দেখাও করতে গিয়েছিল। ব্রতীন শুনেছে ওদের এক বোন ছিল, সে নাকি কোথাও একটা চলে গেছে, যোগাযোগ নেই। কানাঘুষো আছে নানারকম। অনেকখানি জমি জুড়ে গাছপালা ভর্তি বাড়িটা থেকেই রাতের পাখিগুলো ডাকে, গান গায়। ফ্ল্যাটবাড়ির প্রলোভনে পা দেয়নি ওরা। দু'ভাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হলে সৌজন্যসূচক হাসি দেয় ব্রতীন, মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায়। ওদের এলাকায় এখনও এত পাখির দেখা মেলে, ডাক শোনা যায় এ বাড়ির গাছগুলোর জন্যই।

আজ সন্ধে থেকে একটু অস্থির হয়ে আছে ব্রতীন। অফিস ফেরতা সাবিত্রী কেবিনের ডিম-টোস্ট-চা খেয়ে হেঁটেই ফিরছিল। স্কুটি ছিল না আজ। অনেকদিন পর একা হাঁটতে ইচ্ছে করছিল। তবে শুধু আজই নয়, মাঝে মাঝেই ইদানীং একা থাকতে ইচ্ছে করে, যা আগে কখনোই করত না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে এই নিজের মধ্যে থাকার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। বসন্তের মাঝামাঝি এই সময়টায় বেশ উড়ু উড়ু একটা ব্যাপার আবহাওয়াজুড়ে। এ বছর শীতে একদিনও বৃষ্টি হয়নি এদিকে, চারপাশটা বড্ড রুক্ষ। আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী দোলের পর পরই বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনকয়েক বাকি দোলের, তারপরই জমে উঠবে চড়কের প্রস্তুতি। কলেজের পেছনের রাস্তাটা দিয়ে এলে বাড়ি ফেরার একটা শর্টকাট গলি আছে, বেশ কিছুটা পথ বাঁচানো যায়। হেঁটে ফিরলে সাধারণত সে রাস্তাই ধরে ব্রতীন। কিন্তু আজ অন্যরকম মুডে। এ-পথ ও-পথ ঘুরে শেষপর্যন্ত অমোঘ টানে ওই পরবাস-এর রাস্তায় ঢুকে পড়ে ব্রতীন।

পরবাস-এর দোতলায় কাঠের লম্বা বারান্দায় দোলনা-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়েন ভদ্রলোক। অভিজাত চেহারা, খানিকটা দূর থেকেও বোঝা যায় ইংরেজি কাগজই পড়েন। এই অঞ্চলটা অনেক পুরোনো। তবে সেই প্রাচীনত্বের চিহ্নগুলো প্রায় পুরোটাই ভ্যানিশ। শহরের এসব পুরোনো অঞ্চলগুলোই হালে সবচেয়ে বেশি নতুন লাগে। অতীতের সব চিহ্ন সরিয়ে অঞ্চলগুলো আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়িতে একদমই পালটে গেছে আর তার মাঝেই দু'একটা বাড়ি এখনও প্রবল স্রোতের বিপরীতে ভেসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টায় লড়ে যাচ্ছে। ব্রতীন জানে এসব চেষ্টা সাময়িক। শহরগুলো সব তার নিজস্ব চিহ্ন হারিয়ে একরকম হয়ে যাবে। আলাদা করা যাবে না একের সঙ্গে অপরের। গত বছর দিল্লি থেকে সুরজিৎদা এসেছিল ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনারে। গেস্টহাউসে না থেকে ছিল ওর বাড়িতেই। বিস্তর অ্যাকাডেমিক সেমিনারে অংশ নিতে নানা দেশে যেতে হয় সুরজিৎদাকে। ক্যাম্পাসে দু'বছরের সিনিয়ার সুরজিৎদা। তো যাবার আগেরদিন এ শহরের সবচেয়ে বড় চোখধাঁধানো শপিং মলে নিয়ে গিয়েছিল ব্রতীন। কফিশপে বসে কাপে চুমুক দিতে দিতে সুরজিৎদা বলেছিল কথাটা- জানিস ব্রতীন, সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হল পৃথিবীর সব শহরগুলো একরকম হয়ে যাচ্ছে। সেই বিশাল বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, তাকলাগানো মল, ফ্লাইওভার, নীল বোর্ডে পথ নির্দেশ, এমনকি মানুষগুলোও সব এক ছাঁচে গড়া। খেয়াল করে দেখিস এই জেনারেশনের সবার চেহারাও প্রায় একরকম...! সেদিন শহর লাগোয়া মল থেকে ফেরার সময় নির্মীয়মাণ নতুন ফ্লাইওভারের ডানার দিকে তাকিয়ে ব্রতীন অনুভব করেছিল সুরজিৎদার কফিশপের কথাগুলো। সত্যিই সব কেমন এক ছাঁচের লাগে হালে, মানুষগুলোও...!

একেকদিন ভোরে পরবাস-এর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায় ব্রতীন, সকালে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়, তৃণা জিজ্ঞেস করে- কী হল, অন্যমনস্ক কেন...!

--জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের মতো লাগছে না...?

চাপা স্বরে পরবাস-এর দোতলার ব্যালকনির দিকে ইঙ্গিত করে ব্রতীন। এভাবেই বয়স্ক মানুষটির ওই দোলনা-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়া দেখে নানান রকম কথা মনে হয় ওর। কখনও ওরা দুজন, কখনও ব্রতীন একা হাঁটতে হাঁটতে ইচ্ছে করেই শর্টকাট না ধরে পরবাস-এর রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে। আজও সেভাবেই ফিরেছিল, তবে বেশ ক'দিন পর আর মাঝের এই সময়টা যে এতটা চমকে দিতে পারে, কল্পনাও করেনি ব্রতীন।

(২)

অফিসে সেকেন্ড-হাফে কাজের চাপ কিছুটা কম। ডেস্কের টেবল-ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকায় ব্রতীন। এ মাসের আর দিনকয়েক বাকি। বসন্তও প্রায় শেষ হতে চলল, সামনেই দোল আর তারপর দেখতে দেখতে সংক্রান্তি, নববর্ষ। এই টেবল ক্যালেন্ডারটা অফিসের নয়, অনলাইনে আনিয়েছে ব্রতীন। নামটাও অদ্ভুত- রিল অন হুইলস...! বারো মাসের বারো পাতায় বিখ্যাত সিনেমার একডজন হাতে আঁকা ছবি, সাদাকালো এবং রঙিন এবং সবক'টা ছবিই নানান বিখ্যাত সিনেমার রেলগাড়ির দৃশ্য। লিংকটা দিয়েছিল অফিসেরই জুনিয়ার সহকর্মী অমৃতা। মার্চের পাতাটা খোলা, 'আরাধনা' সিনেমায় টয়ট্রেন আর জিপের পাহাড়ি পথে পাশাপাশি ছুটে চলার সেই বিখ্যাত দৃশ্য। শর্মিলা ঠাকুর ট্রেন থেকে তাকিয়ে আছে, রাজেশ খান্নার ঠোঁটে মাউথ অর্গান। জানুয়ারিতে ছিল অপু-দুর্গার কাশবন থেকে ট্রেন দেখার ছবি, ফেব্রুয়ারিতে 'শোলে'। একের পর এক পাতা উলটে ছবিগুলো প্রায়ই দেখে ব্রতীন। চোখের সামনে একে একে পৃষ্ঠাগুলো পালটে যায় আর পরপর- পাকিজা,

আজ সন্ধে থেকে একটু অস্থির হয়ে আছে ব্রতীন। অফিস ফেরতা সাবিত্রী কেবিনের ডিম-টোস্ট-চা খেয়ে হেঁটেই ফিরছিল। স্কুটি ছিল না আজ। অনেকদিন পর একা হাঁটতে ইচ্ছে করছিল। তবে শুধু আজই নয়, মাঝে মাঝেই ইদানীং একা থাকতে ইচ্ছে করে, যা আগে কখনোই করত না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে এই নিজের মধ্যে থাকার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

সদমা, হাম, দিল-সে, নায়ক...! দেখতে দেখতে একদম ডিসেম্বরে এসে- যব উই মেট...!

সামান্য ঝিমঝিম আজ সারাটা দিন। গতকাল রাতে ঘুম হয়নি ভালো। অফিসেও প্রথম হাফে কাজের চাপ বেশি থাকে। মাথা ধরার আছিলায় সহকর্মী কাজলকে দিয়ে কিছুটা সামলেছে। মাঝে অফিসের ক্যান্টিনে লাঞ্চে রুটি আর ডিমের কারি। এই সেকেন্ড হাফটা প্রতিদিনই একটু ঢিমে তালে চলে অফিস। একেবারেই মন বসছে না আজ। অস্থিরতাটা টের পাচ্ছিল গতকাল থেকেই। প্রথম রাতে ঘুম একেবারেই হয়নি, ভোরের দিকে খানিকটা ঘুমিয়েছিল। গতকাল পরবাস-এর রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় বাড়িটার সামনে এসে মনটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল। বেশ ক'দিন এ রাস্তায় যাওয়া হয়নি। সন্ধেবেলা বাড়িটাকে নিঝুমপুরী মনে হচ্ছিল। সারা বাড়ি অন্ধকার, দরজা-জানলা সব বন্ধ। হয়তো বাড়ির লোকজন কোথাও বেড়াতে গেছে, তবে অন্ধকার বাড়িটা দেখে মন কেমন যেন বেসুরো গাইছিল ব্রতীনের। এরকম আগে কখনও দেখেনি। বাড়ির লোকজনই বা গেল কোথায়...! ভেবেছিল ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে দেখবে কিন্তু উঠতে পারেনি ভোরে। আজ অফিসে আসার পথেও বাড়িটা সেই একই রকম লোকজনহীন। স্কুটি নিয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অফিসের তাড়ায় সম্ভব হয়নি আর। তারপর থেকেই অস্থিরতাটা বেড়ে চলেছে ব্রতীনের। তৃণা দিনকয়েকের জন্য তিতিরকে নিয়ে বালুরঘাট,ওদের স্কুলের রি-ইউনিয়নে। সব ব্যবস্থা করেই গেছে। তিতিরেরও ইউনিট টেস্ট শেষ, ওদিকে স্কুলবেলার বন্ধুদের ডাকাডাকি। নানান জায়গা থেকে সব বন্ধুরা আসছে আত্রেয়ী নদীর শহরে। ফ্রিজে রাখা খাবার, অফিসে আসার আগে গরম করে নিয়ে দিব্য চালিয়ে নিতে পারে ব্রতীন আর ওদের দীর্ঘদিনের কাজের বিমলামাসি সকালেই চলে আসে। সেসব নিয়ে কোনও অসুবিধে নেই কিন্তু এই ধরনের, বিশেষত আজকের এই মানসিক অস্থিরতার একটা পার্গেশন জরুরি, তৃণা থাকলে কথা বলে কিছুটা হালকা হওয়া যেত। বেলা পড়ে আসছে। অফিসের জানলা দিয়ে পাহাড়ের রেঞ্জটা বড় স্পষ্ট আজ। রোদের তেজ কমে এলেই পর্দা সরিয়ে পাহাড় দেখে ব্রতীন, উত্তরের এই ডেস্কটা বড় প্রিয়, পর্দা সরালেই আজন্ম চেনা পাহাড়। সব মনখারাপের অনেকটা সমাধান ওই পাহাড়। চিরকালীন ডায়েরি লেখার অভ্যাসটাকে আজও সযত্নে টিকিয়ে রেখেছে ব্রতীন, ওর ডায়েরির পাতায় প্রেমিকা হয়েও বারবার ফিরে আসে এই পাহাড়।

(৩)

তোমাকে একটু ডাউন লাগছে ব্রতীদা...! কথাটা বলে মুখের দিকে তাকায় অমৃতা। ব্রতীনকে এ নামেই ডাকে ও...!

--আসলে গতকাল থেকে একটা আশঙ্কা হচ্ছে, পরবাস-এরও বোধহয় দিন ফুরোলো অমৃতা...!

--বাড়িটা নিয়ে তুমি অবসেসড হয়ে আছো ব্রতীদা। স্টপ ওভারথিঙ্কিং, ইউ কান্ট রেজিস্ট দ্য ফ্লো, এই স্রোত আটকে দেবার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই, সময় বড় বালাই ব্রতীদা, বি কুল। মেনে নাও, মেনে নিতে শেখো, ধ্বংস আর নির্মাণই আমাদের ইতিহাস...!

অমৃতাকে নিয়ে এর আগেও প্রায় পরিত্যক্ত স্টেশনটায় এসেছে। অফিসে এই মেয়েটার সঙ্গেই কেজো সম্পর্কের বাইরেও একটা স্পেস আছে, ভালো লাগা আছে, তবে সেটা বন্ধুত্বের জায়গা থেকে। হয়তো-বা অমৃতারও, টের পায় ব্রতীন। ওরা আজ অনেকদিন পর পুরোনো এই অনাদরের স্টেশনে বসে, কথা বলে, পাহাড়ের আলো দেখে, তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। কিছুটা দূরে ফ্লাইওভার দিয়ে ছুটে চলা গাড়িগুলোর আলোই এই প্রাগৈতিহাসিক স্টেশনের বেঞ্চে বসা দুটি নারী-পুরুষের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একমাত্র সংযোগ সেতু। কিছু মালগাড়ি আর দিনে সাকুল্যে দুটো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজ। এই স্টেশনের একমাত্র গুরুত্ব ওই টয়ট্রেন। সন্ধের পর স্টেশনটা অতীতের সব ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে একা নির্জনে দাঁড়িয়ে থাকে।

-- ব্রতীদা, তোমার সেই পরবাস দেখাবে আজ, এত শুনেছি...!

-- যাবে? হয়তো আজও আলোহীন, তবু চলো

এটাই হয়তো চাইছিল ব্রতীন, অবচেতনে কিংবা সচেতনভাবেই। ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বাড়ছে। শহরের ক্রমহ্রাসমান গাছপালার ডানা ঝাপটানোর শব্দ বাড়ছে। ওরা দুজন স্টেশনবাজার পেরিয়ে কোর্টের পাশ দিয়ে হাঁটে। চারপাশটা ভাঙছে আর এই ভাঙনের মাঝেই ওরা হাঁটে দু'পাশের গড়ে ওঠা ইমারত আর বিস্মৃতির পথ বেয়ে। সন্ধে পেরিয়ে রাত নামছে শহরে। হাঁটতে হাঁটতে পরবাস-এর রাস্তায় ঢুকে পড়ে ওরা, হাওয়ার দাপট বাড়ে আর বাড়ে ব্রতীনের উৎকণ্ঠা...!

--তুমি বড় ইমোশনাল ব্রতীদা

--না, স্পর্শকাতর...

--আসঙ্গলোভী স্পর্শকাতর ডানা? জিজ্ঞাসু চোখে কবিতার লাইনটা বলে মুচকি হাসে অমৃতা

--পরের লাইনটা বলতে পারবে...

--হুম, সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় অমৃতা।

ওরা পরবাস-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। আলোহীন বাড়িটা ঘিরে গাছপালাগুলো ঝোড়ো হাওয়ায় আজ উথাল-পাথাল, কেমন ভয় ভয় লাগে ব্রতীনের। গাছগুলো যেন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়ায়। অমৃতার বলা কবিতার পরের লাইনগুলো আউড়ে যায় ব্রতীন- 'যারা খুব চেনা তাদেরও কি ছিল জানা...! ঘোরের মধ্যে সেই রিল অন হুইলস-এর মার্চ মাসের পাতাটাকে চেপে ধরে ব্রতীন...!

-- কী হয়েছে ব্রতীদা, হাত বাড়িয়ে কী খুঁজছো? আঙুলগুলো দিয়ে কী চেপে ধরছো, সামনে তো কিছু নেই, কিচ্ছু নেই ব্রতীদা...!

সম্বিত ফেরে ব্রতীনের। ওর হাতটা ধরে আছে অমৃতা। এই জনশূন্য রাস্তায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা, সামনে অলৌকিক অস্তিত্ব নিয়ে পরবাস। আরও একটা ভাঙনের শুরু, ঝড় আসছে, বুঝতে পারে ব্রতীন...!

পরবাস-এর ব্যালকনির দোলনা-চেয়ারটা আজ ঝোড়ো হাওয়ায় দুলতে থাকে- একা, নিঃসঙ্গ।

ভিড়ে একা

নয়ের পাতার পর

তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানান যে, তাঁর সহকর্মীদের সকলে সময়ের সঙ্গে নিজেদের পেশা বদলে নিয়েছেন বহু বছর আগেই। তাঁদের মধ্যে কেউ এখন টোটোচালক, কেউ গাড়ির ড্রাইভার, কেউবা পরিযায়ী শ্রমিক ইত্যাদি। একথা সত্য যে, দিনহাটা থেকে ভেটাগুড়ি, দেওয়ানহাট, ঘুঘুমারি, সাহেবগঞ্জ, নাজিরহাট, পেটলা, গোসানিমারি, নয়ারহাট, ওকরাবাড়ি ইত্যাদি চারদিকের সকল এলাকাতে এই দুই দশক আগেও রিকশা, প্যাডেলচালিত ভ্যানে করেই যাতায়াত করত মানুষ। এমনকি কোচবিহারেও যেত রিকশা করেই। কিন্তু যানবাহনের আধুনিকীকরণের দৌলতে আজকের সমাজে সমস্ত রিকশাচালকই যেন অন্য পেশায় নিয়োজিত করেছেন নিজেদেরকে। আর এটাই নির্মম সত্য।

নয়ারহাটের টোটোচালক আরিফুল জামানের পূর্বপুরুষের অনেকেই রিকশা চালিয়েছেন। তিনিও এক সময় রিকশা চালাতেন। কিন্তু গত তিন-চার বছরে চিত্র বদলে গিয়েছে। রিকশার প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই বুঝতে পেরে তিনিও টোটো নেন। রিকশা চালানোয় অনেক পরিশ্রম, তবে যখন টোটো ছিল না, তখন কিন্তু তা কখনোই মনে হয়নি কারোরই, টোটো চালিয়ে তাই মনে করেন আবার ওকরাবাড়ির অন্য এক পুরাতন প্যাডেলচালিত ভ্যানচালক রতন পাল।

যাই হোক, বহু রিকশাচালকের দেখা পাওয়া যায় না এখন। তাঁরা বিলুপ্ত। হাতে গোনা কয়েকজন রিকশাচালক টিকিয়ে রাখতে চান নিজেদের অস্তিত্বকে। তাঁরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন নিঃসন্দেহে একদিন। কোচবিহারের মতো প্রান্তিক জেলার যে কোথাও একশোটি বাড়িতে এই মুহূর্তে সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে কমবেশি ১৫ থেকে ২০টি পরিবারের কেউ না কেউ টোটোচালক। অথচ এক সময় এরকম পরিসংখ্যান পাওয়া যেত রিকশাচালকের ক্ষেত্রে।

সর্বোপরি সময় বদল হয়। বদলে যায় শহর থেকে গ্রামের চিত্র। সকল পরিচিত স্মৃতি হয়ে যায় বিস্মৃতি। রিকশাচালকরাও কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো বিস্মৃতি হয়ে যাবেন সবখানেই। সংখ্যাবিহীন টোটোর ভিড়ে নিশ্চিত আর রিকশা ও রিকশাচালক কাউকেই দেখা যাবে না কোথাও। ধ্বংসের খুব কাছে যেন স্মৃতিমাখা জীবনের এই এক নস্টালজিয়া। রিকশায় চড়ে চিরবসন্তের খোলা বাতাসের আমেজ গায়ে মেখে রাস্তার দুই পাশে শিমুল, পলাশ, রক্তকাঞ্চন, হিমঝুরি, মহুয়ার বাগান থেকে চোখের আরাম হারিয়ে যাবে ব্যস্ত জীবনের ধারাপাতে এভাবেই। পিছনের রাস্তায় হয়তো নীরবে পড়ে থাকবে শুধু কোনও এক রিকশাচালকের সেই ব্যতিক্রমী আকুতিটুকুই!

সেই স্ট্যান্ডগুলো

নয়ের পাতার পর

অথচ খুব তো বেশিদিনের কথা নয়। হঠাৎ বৃষ্টির ছাঁট থেকে প্রতিরোধ তুলে দুজনের কাছে আপন হয়ে থাকত যে রিকশার প্রিয়তম পর্দা। গতি যত ধীর হত, প্রেয়সীর সান্নিধ্য রচিত হত অনন্ত। প্যাডেলের অনুরণনকেই তখন স্বর্গ মনে করত অমর প্রেমিকদল। সেই দৃশ্য আজ ভেঙে খানখান। আজ শহরে সে প্রেমপর্যায়ের রিকশা নেই কোথাও।

শুধু তাই নয়, সেকালে রবিবাসরীয় প্রতি সকালে ছুটিবিলাসী বাঙালির ঘরে ঘরে উথলে ওঠা বাজারব্যাগ পৌঁছে দিতেন একেকজন রিকশাওয়ালা। এখন সকলের প্রবেশদ্বারে চারচাকা দাঁড়ানোর মতো সে তিনচাকা রিকশার দু'দণ্ড অবস্থানই ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে এক মহাজাগতিক পার্বণ। প্রথম সন্তান হাসপাতাল হতে ঘরে ফেরা থেকে বিপন্মুক্ত পিতাকে আইসিইউ হতে গৃহপথে ফিরিয়ে দিতেন এক ইউনিভার্সাল দরিদ্র রিকশাচালক। যাঁদের প্রত্যেককে একপলক দেখলেই উপলব্ধি হত, যেন তাঁরা সকলের তরে সকলের আমরা। মলিন বসন আর ঘর্মাক্ত শরীরে হয়ে উঠতেন প্রকৃত শ্রমজীবী। প্রতিটি মুখ মনে করাত মৃণাল সেন নির্মিত ক্যারেক্টারগুলোকে। যেন এই ব্যক্তিরা কোনওদিন কোনও পাপ করতে পারেন না।

দিকে দিকে ক্রমে রিকশার ইতিহাস লেখার প্রস্তুতি চলল নীরবে, নিভৃতে। শ্রম মানচিত্রে বিকল্প পুঁজির ব্যবস্থা না করেই এক পরিবেশবান্ধব, নস্টালজিক রিকশাকে মন থেকে মুছে দিতে সময় লাগল মাত্র কয়েক দশক। এই হল আজ বাঙালির শীঘ্রপতন। যার সর্বত্র আজ তাড়াতাড়ির হুড়োহুড়ি। যেথায় আবেগের চেয়ে এগিয়ে গেল সময়ের দাম।

অথচ পুরাকালে সাদাকালো জলপাইগুড়ি শহরের অগ্নীশ্বর অনুপম সেনকে রোগীগৃহে বারোমাস পৌঁছে দিতেন এক রিকশাওয়ালা। স্টেথো গলায় প্রাণ ফেরি করা দেবদূত রিকশায় শহর ঘুরতেন। গাড়ি কেনার সামর্থ্য থাকলেও মানুষ হয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে যাবার স্রষ্টা ছিলেন এই ডাক্তারবাবু।

এ কি রিকশা পারের বৃত্তান্ত নয়? যে শহরে বসে বাঘারুকেই তিস্তাচরের রাজা ঘোষণা করেছিলেন লেখক দেবেশ রায়, সে শহরেই আজ এই হতভাগ্যদের হাহাকার শোনা যায়। রিকশা নেই কোথাও। বরং রিকশায় চড়লে আজ উদভ্রান্ত তাকিয়ে থাকেন শহরমানব, হয়তো ভিনগ্রহের প্রাণী ভাবেন মনে মনে!

এ তো খুব সুখের কথা নয়। সম্মানেরও না। ফলে রিকশার সমাধি রচনা হল শহরের ভাঙাচোরা বিক্রির দোকানে। কেজিদরে চুরমার হল অযুত প্রেমের বেদিরা। হাতুড়ির ঘায়ে ছিন্ন হল সিটু নেতার অতীতকাল। টুকরো হল জীবনের প্রথম পরীক্ষা দিতে হলঘরে ফেলে আসা ছাত্রদের যানগুলো। জানগুলোও। লোহা ভাঙার শব্দ হয় কিন্তু আবেগ, ভালোবাসা ভাঙারা শব্দহীন। সেকারণে রিকশার প্যাডেল, হ্যান্ডেলে যে শ্রমঘ্রাণ লেগে ছিল, তার কেউ কোনও মূল্য দিলেন না। কোনও পার্টি অফিসে বিক্ষোভের ঢেউ উঠল না। হিলকার্ট রোডের অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে শুরু করে চারুবাবুর অনুগামীরাও টুঁ শব্দটি করলেন না এই রিকশার নিরুদ্দেশের খবরে। একদিন যে মজদুর মানুষের কাছে ভোট চাইতে ছুটে যেতেন, তাদের অন্তর্জলি যাত্রার দিনেও পাশে থাকল না সর্বহারার দল। এটাই এক অনভিপ্রেত নেপথ্যভাষণ। রিকশার মৃতনগরী গঠনের রেজোলিউশন।

জীবনের খোঁজে

নয়ের পাতার পর

রমন প্রথম থেকেই এই সংগঠনের সম্পাদক। সমান্তরালভাবে সিটুরও একটা সংগঠন ছিল। কিন্তু টিকে থাকার জন্য রমনরাই জোরদার লড়াই লড়বেন জেনে সবাই এই সংগঠনেরই পাল্লা ভারী করেন। একটা সময় এই সংগঠনে কে না ছিলেন! রমনের নিজেরই বেশ কয়েকটি রিকশা ছিল। বাড়তি রোজগারের সম্ভাবনা বুঝে শিক্ষক থেকে আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, রিকশা কিনে এই সংগঠনে নাম লিখিয়েছিলেন। ছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা সদস্যও। সব মিলিয়ে রিকশার রমরমার সময় এই ব্যবসায় শহর ও শহরতলি মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষ জড়িয়ে পড়ে।

কোনও কিছুর উত্তরণ হলে পাল্লা দিয়ে সমস্যাও বাড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। একটা সময় শিলিগুড়িতে যেভাবে রিকশার দাপট বেড়েছিল তাতে ভালোমতো হাঁটাচলাই ছিল দায়। এখন যেমন টোটোর ক্ষেত্রে হয়। রিকশা সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম পথে নামে। বিকাশ ঘোষ যখন শিলিগুড়ির মেয়র, সেই সময়টা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় ভেনাস মোড় থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত এলাকায় রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। রমনরা প্রতিবাদ করেছিলেন। লাভ হয়নি।

তবে তাতে যে রিকশার ব্যবসা মার খেয়েছিল,

বহু রিকশা আজকাল মালবাহী ভ্যানের মতো কাজ করে। বাজার থেকে ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে সেগুলিকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিলে মোটামুটিভাবে একটা ভাড়া পাওয়া যায়।

তা নয়। বরং শহরের অনিল দাসের মতো অনেকেই নতুন ব্যবসা খুঁজে পেয়েছিলেন। শিলিগুড়িতে রোজগারের সম্ভাবনা জেনে নানা জায়গা থেকে অনেকেই এখানে রিকশা চালাতে আসতেন। রিকশাচালক নয়, সার্কিটে এঁদের পরিচিতি 'প্যাডলার' নামে। অনিলের মতো অনেকেই এই প্যাডলারদের জন্য ঘরের দরজা খুলে দেন। সেই ঘরে সার সার বিছানা। ২০০৯ সালের হিসেবে ফ্যান ছাড়া ঘরে দুই টাকা আর ফ্যানওয়ালা ঘরে পাঁচ টাকা রোজ ভাড়া। টাকার দাম কমতে থাকায় সেই রেট বেড়ে এখন ৩০ টাকা হয়েছে। মালিকরা যে রেটে রিকশা ভাড়া দিতেন তা অবশ্য মোটামুটিভাবে একই আছে। রিকশার পিক টাইমে দিনে ৫০ টাকা হিসেবে মালিকরা প্যাডলারদের রিকশা চালাতে দিতেন। এই ভাড়া কিন্তু বদলায়নি। 'এই রেট বাড়ালে যে আর কেউ রিকশাই চালাতে চাইবে না!' বিপুল বলে চলেন, 'আমার এতগুলি রিকশা। কিন্তু এখন দিনে ১০টা ভাড়া গেলেই সেই দিনটা দারুণ বলে মনে হয়!' শিলিগুড়ি পুরনিগমের হিসেবে ৬৩০০টি রিকশার রেজিস্ট্রেশন আছে। রমনের কথায়, 'এর মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতে পাঁচ হাজারেও বেশি রিকশা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উপায় না থাকায় মালিকদের অনেকেই ভাঙাড়ির দোকানে গিয়ে তাঁদের রিকশা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।'

রিকশাকে কেন্দ্র করে সম্ভাবনাটা দিনকে দিন অবনমন হচ্ছে দেখেও কোচবিহার, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মালদা, চোপড়া, রায়গঞ্জের মতো জায়গা থেকে অনেকে শিলিগুড়িতে এসে রিকশা চালান। পেটের তাগিদে। অবাক করার বিষয় বলতে, রিকশায় চাপলেই কিন্তু এখন গড়ে ২০ টাকা ভাড়া। রমনের ব্যাখ্যা, 'উপায় কী বলুন, টোটোয় চারজনের বসার জায়গা। ১০ টাকা করে নিলেও এক ট্রিপে ৪০ টাকা রোজগার। সেখানে রিকশায় মাত্র দুটি সিট। একজনের ক্ষেত্রেও যা ভাড়া, দুজনের ক্ষেত্রেও তাই! তাছাড়া, টাকার দাম পড়েছে। এটুকু টাকা না নিলে প্যাডলারদের চলবে কীভাবে!' রিকশা চালিয়ে আর প্রদীপদের মতো অনেকে যেখানে আগে দিনে প্রায় ৫০০ টাকা ঘরে নিয়ে যেতেন এখন ২০০ টাকা বাঁচলেও তাঁদের কাছে অনেক। সময় আর ভাড়া কম বলে যেখানে সবাই টোটোর দিকেই ঝুঁকে সেখানে প্যাডলাররা কোন ভরসায় শিলিগুড়িতে আসছেন? স্বপন খোলসা করলেন, 'আসলে কিছু কিছু মানুষ আছে, যাঁরা এখনও রিকশায় চড়তেই ভালোবাসেন। তাঁরাই এই পরিষেবাকে কোনওমতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আরও একটা ব্যাপার আছে। বহু রিকশা আজকাল মালবাহী ভ্যানের মতো কাজ করে। বাজার থেকে ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে সেগুলিকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিলে মোটামুটিভাবে একটা ভাড়া পাওয়া যায়।' আর এই ভরসাতেই প্রদীপের মতো অনেকেই বাইরে থেকে এসে শিলিগুড়িতে রিকশা চালান।

এমন নয় যে কেউ ডুবতে বসা এই নে কার হাল ধরার চেষ্টা করেননি। রমন বললেন, 'এনিয়ে উদ্যোগী হতে আমরা বহুবার পুরসভাকে বলেছি। কিন্তু আমাদের দাবিকে কেউ এখনও আমল দেয়নি। এমনকি, রিকশা মালিকদের যাতে টোটো চালানোর লাইসেন্স দেওয়া হয়, সেই দাবিও জানানো হয়েছে, কিন্তু সেই দাবি মান্যতা পায়নি।'

মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার ব্যবসা কমতে কমতে এখন ৩০ কোটি টাকায় এসে ঠেকেছে। আর কয়েক বছর পর হয়তো আর কিছুই থাকবে না। 'শুনেছিলাম, এবারের লোকসভা ভোটের পর শহরে টোটোর দাপট বন্ধ করতে পুরসভা কোনও একটা কড়া ব্যবস্থা নেবে।' স্বপন বলে চলেন, 'তবে যদি শিলিগুড়িতে কিছুটা হলেও রিকশার রমরমা ফেরে!' স্বপনের পাশাপাশি, রমন, বিপুল, প্রদীপরা একই স্বপ্ন দেখছেন।

অলীক পাখি

বিপুল দাস
আঁকা : অভি

পর্ব - ২

দুই

ময়দানে পার্টির জমায়েতে কোথায় থাকবে, টনি বলে দিয়েছিল আনন্দকে। ভেতরে নয়, বাইরে কোথাও দেখা করার কথা ছিল ওদের। সেই হিসেবেই 'নাসিম টেলারিং' লেখা দোকানের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল টনি। নভেম্বরের দুপুর। কিন্তু একটু হলদে-ঘেঁষা আলো। একটার পর একটা মিছিল এসে মাঠে ঢুকছে। পশ্চিম থেকে রোদ এসে পড়ছে ধুলোর ওপর। স্তর বোঝা যাচ্ছে। সূর্য আর একটু গড়ালেই গঙ্গার দিক থেকে একটা বাতাস আসবে এদিকে। ধুলো মরে যাবে। এলে সরে যাবে। ঘরবাড়ি, দোকানপাটের ওপর ছড়িয়ে পড়লে আর ওদের ওড়াউড়ি বোঝা যাবে না। মিটিং শেষ হলে ফিরে যাওয়া মানুষের পায়ের ধুলোয় আর একবার বাতাস ভারী হয়। তখন অবশ্য ধুলো দেখা যায় না, কিন্তু গন্ধটা থাকে। আর, নিঃশ্বাসে সামান্য কষ্ট পাবলিক অতটা খেয়ালই করে না। যার যার বাস কিংবা ট্রাকের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে।

ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়েই সব শুনতে পাচ্ছিল। প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোস্টে লাউডস্পিকারের চোঙা। টনি দেখল যতদূর চোখ যায়, চোঙা গুনে শেষ করা যাচ্ছে না। ভালো। তার টাকাও তো এই খরচের ভেতরে আছে। ক্যাশ দশ হাজার দিয়েছে এই জমায়েত বাবদ। নইলে তার মার্বেল পাথরের ব্যবসা চালানো মুশকিল। কাউন্সিলার নিজে আসেনি, লোক পাঠিয়ে দিয়েছিল টাকার জন্য। সায়েন্স সিটির মোড়ের কাছাকাছি তার মার্বেল পাথরের দোকান। পুরোনো চার নম্বর ব্রিজের কাছে রয়েছে হার্ডওয়্যারের দোকান। পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে টাকা দিতে হয়। একটা পার্টি নয়, অনেক পার্টিই আসে চাঁদা নিতে। কমবেশি সবাইকেই দিয়ে দেয়। আজ পর্যন্ত চাঁদা দেওয়া নিয়ে কারও সঙ্গে হুজ্জতি হয়নি। মসৃণভাবে তারও ব্যবসা চলেছে।

আনন্দ বলেছিল তার সঙ্গে নাকি জরুরি একটা কথা আছে। সব খুলে বলেনি। বলেছিল দোকানে নয়, টনি তার বাড়িতে এলে ভালো হয়। একটা বিষয়ে কথা বলবে। একটু অবাক হয়েছিল টনি। নিশ্চয় সিরিয়াস কোনও ব্যাপারে আনন্দ কথা বলতে চাইছে। একটু আড়ালে। দোকানে টনি খুব কমই বসে। কর্মচারীরা মিলে চালিয়ে দেয়। বিশেষ দরকারে টনিকে ফোন করে জেনে নেয়। টনি নিজে বসে তার শখের হবি সেন্টারে। অনেকেই আসেন, যাঁরা অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পুষতে চান। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনও আইডিয়া নেই, কিন্তু শখ আছে -- তাঁদের সব বুঝিয়ে দিতে হয়। অ্যাকোয়ারিয়াম পরিষ্কার রাখা, জল পালটানো, টেম্পারেচার ঠিক রাখা, ফিশ-প্ল্যান্ট, এয়ার-পাম্প, খাবার দেবার নিয়ম, নেট, কোন মাছের সঙ্গে কোন মাছ রাখতে নেই, স্যান্ড-বেড – সব বুঝিয়ে দিতে হয়। ভালো লাগে তার। অনেকেই সঙ্গে ছোট ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে আসেন। অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে থেকে ওরা নড়তেই চায় না। অবাক হয়ে লালনীল মাছগুলোর সাঁতার কাটা মুগ্ধ হয়ে দেখে। এয়ার পাম্প থেকে বাবল বের হওয়া দেখে। ওদের ওই মুগ্ধ হওয়া টনিকে আশ্চর্য এক আনন্দ দেয়। ওই আনন্দটুকুর জন্যই যেন এই দোকান খুলে বসেছে সে। নইলে অন্য দুটো দোকান থেকেই তার আসল রোজগার।

দূর থেকেই টনি দেখতে পেয়েছিল আনন্দ আসছে। হেঁটেই আসছে। তাছাড়া আজ এখানে আসার অন্য উপায় নেই। আনন্দ বলেছিল তার বাড়িতে টনিকে যেতে। টনি চাইছিল তার আগে আনন্দর সঙ্গে একটু কথা বলতে। কী ব্যাপারে আনন্দ একেবারে প্রাইভেটে কথা বলতে চায় – আগের থেকে একটু শোনা দরকার। মনে হচ্ছে বিজনেসের ব্যাপারই হবে। টাকাও চাইতে পারে। এর আগে একবার বারাসতে জমি কিনবে বলে দু'লাখ নিয়েছিল। এখনও সব ফেরত দেয়নি। তিরিশ মতো বাকি আছে। মনে হচ্ছে ওর ইলেক্ট্রিক্যাল গুডসের দোকানটা নিয়ে কিছু ভাবছে। হয় বিক্রি করবে, নয়তো নতুন করে সাজাবে, আরও বড় করবে। দুটি ক্ষেত্রেই টনি তার মূল ভরসা। দেখা যাক। এসপ্ল্যানেডে এমনিতেই আজ টনির কাজ ছিল। আসতেই হত। আনন্দকে আসতে বলে দিল। নাসিম টেলারিং-এর কথা বলে দিয়েছিল।

আনন্দের ওপর বেশিদিন রাগ করে থাকতে পারে না টনি। রাগারাগি করলে এমনভাবে হাসে, একদম বাচ্চাদের মতো। একদম নিষ্পাপ, পবিত্র হাসি। যে সামনে থাকে, তার মন নরম হয়ে যায়। কে জানে কী আছে ওর হাসিতে। সিগারেট টানছিল টনি। আনন্দ এসে সামনে দাঁড়াতেই ওর দিকে প্যাকেট খুলে এগিয়ে দিল। আনন্দ একটু ইতস্তত করে সিগারেট নিয়ে পাশের দোকানের দড়ি থেকে ধরিয়ে আনল।

"এত জায়গা থাকতে এখানে আসতে বললি যে, ধোঁয়া তো থাকেই, আজ আবার তার সঙ্গে রাশি রাশি ধুলো। তোর কি নেতাদের ভাষণ শোনার ইচ্ছে ছিল ?"

" ধুস্, সবাই সব কথার শেষে একটা ফিউচার টেন্স জুড়ে দেয়। ভাবব, করব, দেখব। নতুন করে আর কী শোনার আছে। তোর জরুরি কথাটা কী, বলতো। আমার দোকানে এসে বসতে পারতিস। কথা বলা যেত ওখানেই"।

"সে তো আমার ঘরে বসেও বলা যেত। আমি তাই ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম বাড়িতে দীপা রয়েছে। ওর সামনে এসব নিয়ে কথা বলা যাবে না। আসলে শুধু তোকেই বলতে চাই। তুই বললি এখানে আসতে। তোর খেয়াল ছিল না আজ অসম্ভব ভিড়ভাট্টা হবে এখানে? তারপর ভাবলাম তোর বোধহয় লেকচার শোনার শখ হয়েছে, তাই ..."।

"বাদ দে ফালতু কথা, আসল কথায় আয়। কী বলবি? চল, আগে দুটো চা বলি"।

টনি আগেও এ দোকানে চা খেয়েছে। শুধু চায়ের জন্যই বেশ ভিড় হয়। দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে গন্ধ এলেই এক কাপ চা খাওয়ার নেশা জেগে ওঠে। ফুটপাথের দোকান হলেও এদের চায়ের একটা আলাদা চাহিদা তৈরি হয়ে গেছে। সব সময়ই কাস্টমারে বিজবিজ করে। টনি শিয়োর, লোকটা দেশে তেতলা বাড়ি তুলেছে। টেম্পোরারি ডালা নিয়ে চৌরঙ্গির ফুটপাথে যারা বসে বা তিন ফুট বাই চার ফুট ঘুপচির পান-দোকানিরও ইনকাম শুনে টনি অবাক হয়েছিল।

আঃ -- চায়ের খুরিতে একচুমুক দিয়েই আনন্দ একটা তৃপ্তির আওয়াজ দিল। টনির মনে হল যেন ওর নিজের দোকানেরই চা খাইয়েছে আনন্দকে, এমনভাবে আনন্দর দিকে তাকাল।

"ভালো না, চা-টা ? এদিকে এলেই আমি একটা বড় দিতে বলি। দশ টাকা নেয়, বাট..."।

" বড় মানে, পঞ্চাশ না ষাট? পাতিয়ালা?"

"তোর মাথায় কি সবসময় দারু ছাড়া অন্য কথা থাকে না? বৌ তোকে সহ্য করে কী করে? সত্যি, আমি মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য হয়ে যাই দীপার মতো একটা সুন্দরী মেয়েকে তুই কী করে ম্যানেজ করলি। দাঁড়া, দীপাকে আমি একদিন জিজ্ঞেস করব তোর মতো একটা কোলাব্যাংকে কী করে ওর পছন্দ হয়েছিল"।

"সে আমিও একদিন করেছিলাম। দীপার বাবা মারা যাওয়ার পরে, তখন শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেছে, রাতে বেশ ঘন হয়ে শুয়েছি। দীপাও রেসপন্স করছিল। আসলে বিয়ের পর এই প্রথম আমরা বেশ ক'দিন আমরা আলাদা শুয়েছি। অশৌচের জন্য অন্য কিছু খাওয়া যে দীপা অ্যালাউ করবে না – সেটা জানতাম। অনিয়ম হয়ে যাবে বুঝে বেশি জোর করিনি। নইলে এগারো-বারোদিন ড্রাই থাকা ... বুঝতেই পারছিস, চাপ ছিল। আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বহুদিন বাদে কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল"।

"কী, কী বলেছিল দীপা?" উদগ্রীব হয়ে আনন্দর মুখের দিকে তাকাল টনি।

"আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর শুধু আমার মুখের হাসি দেখেই নাকি ও আমার প্রেমে পড়েছিল। আচ্ছা বল, তাই কখনও হয়। আমার এই মোষের মতো রং, ছেলেবেলা থেকেই চেষ্টা করে এসেছি দাঁত না বের করে হাসতে। দীপার মতো স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী নাকি শুধু আমার হাসি দেখেই ফ্ল্যাট হয়ে গেছিল। ক্লাস সেভেনে বাংলার সত্যবাবু স্যর বলতেন আমি দাঁত বের করে হাসলে তাঁর নাকি মনে হয় ভালুকে শালুক খাচ্ছে। ওই ইনসাল্টের কথা আমি জীবনে ভুলব না। মাইরি বলছি, ইচ্ছে করে একদিন আমরা জোড়ে গিয়ে সত্যবাবুকে প্রণাম করে বৌ দেখিয়ে আনি। মারা গেছে না, সত্যবাবু?

শূন্য চায়ের খুরি দুটো বড় একটা প্লাস্টিকের ড্রামে ফেলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল টনি। এই চা খাওয়ার পর একটা সিগারেট না টানলে সিকোয়েন্স ঠিক মেলে না। প্যাকেট খুলে আনন্দর সামনে ধরল টনি। সিগারেট নিয়ে আনন্দ তখনই ধরাল না, তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে কায়দা করে ঝুলিয়ে রাখল।

"টনি, তুই জানতে চাইছিলি আমার মাথায় সবসময় দারুর কথা ঘোরে কি না। টনি, বিশ্বাস কর, পয়সা না থাকলে খাইনি। কিন্তু কোনও দিন আনন্দ বিশ্বাস সস্তা মদ খায় না। আর একটা কথা, দীপা তোকে বেশ পছন্দ করে, মিথ্যে বলবে না – জিজ্ঞেস করে দেখিস তো কোনও দিন আনন্দ বিশ্বাস মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে কি না, ওভার হয়ে উল্টি করেছে কি না। ওই যে 'দারু' বললি না, কানে লাগল রে। ড্রিংকস বল, না হয় মাল বল, দারু শুনলে মনে হয় কতগুলো পেঁচো মাতালের সঙ্গে কারখানার দেওয়ালের আড়ালে বসে চানাচুর দিয়ে খাচ্ছি"।

"হুম, নে তোর কী কথা আছে, বল। প্রাইভেট কথা নিশ্চিন্তে বলতে পারিস আজ। আমাদের চারপাশে সব মফসসলের পাবলিক। ডিমভাত খেয়ে চিড়িয়াখানা আর ফুটপাথ থেকে কিছু কেনাকাটা করে এখন নিজেদের বাস খুঁজছে। কলকাতার লোক কম আছে"।

মনোযোগ দিয়ে সিগারেট টানছে আনন্দ। আড়চোখে আনন্দকে একবার দেখল টনি। পোশাকের ব্যাপারে আনন্দর কোনও ভালোমন্দ সেন্স নেই। ওর যা গায়ের রং, তাতে কোন কালার ওর পরা উচিত, সে ব্যাপারে কোনও আইডিয়াই নেই। ঘিয়ে প্যান্ট আর ধপধপে সাদা শার্ট পরেছে। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো যেন আলো হয়ে ফুটেছে। শার্টপ্যান্ট দামি, কিন্তু পায়ে যে চপ্পল পরে আছে, চামড়ার হলেও কেনার পর বোধহয় একদিনও পালিশ করেনি। ওর চপ্পলের দিকে তাকিয়ে আমার সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

তিন

আনন্দকে প্রথম দেখে প্রথমে আমি চিনতে পারিনি। প্রায় কত বছর বাদে ওকে দেখছি। চুলগুলো স্বাভাবিক কালো নয়, একটু বেশি কালো। বুঝতে অসুবিধা হয় না কলপ করেছে। বয়স তো আমার সমানই হবে, কাঁচাপাকা চুল হওয়া উচিত।

আনন্দর পোশাকের দিকে প্রথমে আমার নজর পড়েছিল। আসলে অভ্যাস। আমার দোকানে উলটোদিকের চেয়ারে নতুন কেউ এসে বসলে আমার মাথার ভেতরে সেই অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। পার্সোনালিটি অ্যানালিসিস। বাসুকাকু বলতেন – ডিডাকশন, মাই ডিয়ার টনি, ডিডাকশন। ক্লাস এইটে পড়ি, কিছুই বুঝতাম না। ভুল বললাম, বাসুকাকু এলে বাড়ির বাতাস কেমন যেন পালটে যেত, এটা বুঝতাম। তো, দেখলাম আনন্দর বসার ভঙ্গি, সস্তা সিন্থেটিক কাপড়ের পাঞ্জাবি, অতিরিক্ত নীল দেওয়া পাজামা। আর একটা কথা বাসুকাকু খুব জোর দিয়ে বলতেন – জুতো না চপ্পল, দিস ইজ ভেরি ইমপরট্যান্ট, অ্যান্ড দ্য মেক অলসো। অবশ্য তখনও জানি না আমার সামনে আনন্দই বসে আছে। ডানপাশের মেঘের মতো গায়ের রং আর হাসিটা দেখে আচমকা অনেক বছর আগের এক দুপুরের কথা মনে পড়ে গেল। উত্তেজনা গোপন রেখে স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলাম – আনন্দ না ? ভুরু কুঁচকে সে আমাকে ভালো করে দেখল। স্বাভাবিক থাকতে চাইলেও আমার ভেতরের হাসি ঠোঁটজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে আনন্দ দাঁড়িয়েই পড়ল।

"তুই! টনি না? সাবির মার্বেলস তোর দোকান? এরকম নাম রেখেছিস কেন?"

" না রে, মালিকের নাম মহম্মদ সাবির। আমি ম্যানেজার। বোস না, চা খাবি? পাথর দেখবি?"

" দাঁড়া, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। একটু জিরোতে দে। তুই কেন এখানে ম্যানেজারি করছিস? তোর তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা। মামা চাইত ইঞ্জিনিয়ার বানাতে, মামি বলত টনি ডাক্তার হবে"।

হাসল আনন্দ। একটু আগে দোকানে এসে বাইরে সাজিয়ে রাখা মার্বেলের স্ল্যাবগুলো দেখছিল। আমি স্ল্যাবের ওপর জল ছিটিয়ে ওকে পাথরের ওপর যে ফাইবারের দাগ ফুটে ওঠে, সেগুলো দেখাচ্ছিলাম। এরকম কাস্টমার কত আসে। ভালো করে লক্ষ করিনি। আমার দিকে হেসে বলেছিল – "একটু কম দামের মাল দেখান না"। হাসি দেখেই মাথার ভেতরে বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়েছিল আনন্দর কথা।

আনন্দ আমার পিসতুতো ভাই। আমাদের বসিরহাটের বাড়িতে আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমরা জানতাম আনন্দর মা-ই আমাদের একমাত্র পিসি। পরে জেনেছি আপন নয়, বাবার কী রকম দূরসম্পর্কের বোন। এমনকি আমার সন্দেহ হয়, দূরসম্পর্কও নয়, হয়তো গ্রামের বাড়িতে প্রতিবেশী ছিলেন। দুরবস্থা দেখে বাবা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পিসিকে নিয়ে একটা চোরা অশান্তি ছিল আমাদের সংসারে। অল্প অল্প টের পেতাম। আনন্দকে বাবার অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া নিয়ে মায়ের একটা গোপন জ্বালা ছিল।

আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে সব ভাইবোন মিলে তখন বেশ কয়েকজন। তার ভেতরে আনন্দ, আমি, বড়কাকার মেজো ছেলে শান্ত -- মোটামুটি সমবয়সি ছিলাম। আমরা একটা আলাদা দল করে নিয়েছিলাম। আনন্দকে কোলে নিয়ে পিসি আমাদের সংসারে

টনি আগেও এ দোকানে চা খেয়েছে। শুধু চায়ের জন্যই বেশ ভিড় হয়। দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে গন্ধ এলেই এক কাপ চা খাওয়ার নেশা জেগে ওঠে। ফুটপাথের দোকান হলেও এদের চায়ের একটা আলাদা চাহিদা তৈরি হয়ে গেছে। সব সময়ই কাস্টমারে বিজবিজ করে। টনি শিয়োর, লোকটা দেশে তেতলা বাড়ি তুলেছে।

এসেছিলেন। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর পিসির শ্বশুরবাড়ির সবাই মিলে সংসার থেকে পিসিকে উৎখাত করে দিয়েছিল। আমার মায়ের গলা থেকে বিছেহার খুলে নিয়ে বাবা তার বোনের বিয়েতে দিয়েছিলেন। ওরা সেসব কেড়ে রেখে দিয়েছিল। বাবা গিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে সেই হারটা ফেরত নিয়ে এসেছিল। এসব অবশ্য আমি বড় হয়ে শুনেছি।

আনন্দর নাম আমি দিয়েছিলাম শান্তিগোপাল। এক একটা পালা দেখে আসত, আর চিলেকোঠায় আমাদের দুপুরের আড্ডায় আনন্দ ওর কেরামতি দেখাত। কখনও নেতাজির, কখনও লেনিনের ডায়ালগ দিত। লেনিন, হিটলার, মার্কসের নাম ওর মুখ থেকেই আমরা শুনেছিলাম। কোথা থেকে একটা পুরোনো ম্যাপ জোগাড় করে মা কালীর ক্যালেন্ডারের ওপর ঝুলিয়ে দিত। সেটা হচ্ছে পৃথিবীর ম্যাপ। হাতে একটা লাঠি নিয়ে গম্ভীর মুখে, ভুরু কুঁচকে লাঠির মাথা ম্যাপের ওপর ঘোরাত। বিড়বিড় করে বলত – "এসব আমার চাই। আমার পোল্যান্ড চাই, অস্ট্রিয়া চাই, পুরো রাশিয়া চাই আমার"। তারপর মাথা নীচু করে ফিশফিশ করে বলত, "ইভা, তুমি আমার সঙ্গে চিরদিন থাকবে তো ?" ওর মুখ থেকেই প্রথম শুনেছিলাম – "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদিগকে স্বাধীনতা আনিয়া দিব"। শরীর শিরশির করে উঠত। নেতাজি কেন সাধুভাষায় কথা বলে, অনেকদিন ভেবেছি। বিভিন্ন খবরের কাগজ থেকে প্রচুর শান্তিগোপালের ছবি জোগাড় করে সেগুলো কেটে রাখত। নীলমলাট দেওয়া একটা মোটা খাতার পৃষ্ঠায় সেগুলো আঠা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। আনন্দর হাঁটাচলাতেও বেশ একটা ভারভারিক্কি ভাব এসে গিয়েছিল। সব সময় যেন একটা দুলুনি। আমরা সবাই জানতাম আমাদের আনন্দ একদিন বড় আর্টিস্ট হবে। এ ব্যাপারে আমরা একশো ভাগ নিশ্চিত ছিলাম। আনন্দ যখন আঙুল তুলে দূরে দিল্লি দেখাত, আমরা সবাই মিলে হাততালি দিতাম। আনন্দ বাও করত।

ওর গায়ের রং ছিল কালো। ওর হাসি ছিল একদম বাচ্চাদের মতো। মুখচোখ, হাতপায়ের গড়ন ছিল একদম গ্রিক দেবতাদের মতো। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল সে ঘাড় পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছিল। ফলে, সে যখন মাথা ঝাঁকাত, কোমর দোলাত, ওর একমাথা ঝাঁকড়া চুল মাথার সামনে এসে পড়ত – তখন আনন্দ সত্যিকারের বাউল গায়ক হয়ে যেত। লোকশিল্পী হয়ে বাউলগান গাইত। ওর নাচ দেখে আমাদেরও ইচ্ছে হত ওর সঙ্গে পা মেলাতে। আমরা হাততালি দিতাম। জানতাম আনন্দ একদিন বম্বে চলে যাবেই যাবে। বসিরহাট ওর জন্য নয়।

পিসি মারা যাওয়ার পর বেশিদিন আনন্দ আমাদের সঙ্গে থাকেনি। মাধ্যমিকে ফেল করার পর বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছিল। আমার ধারণা কোনও যাত্রাপার্টিতে ঢুকেছিল। পেটে ক্যানসার হয়েছিল পিসির। বাবা বলেছিল অতিরিক্ত উপোস করার জন্যই নাকি পিসির পেটে ক্যানসার হয়েছিল। সেই প্রথম আমার নিজের চোখে কারও মৃত্যু দেখা। মাকে দেখলাম সবার সামনেই পিসির ডেডবডির গলায়, হাতে আঁতিপাতি করে কিছু খুঁজছে। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম মুখ ঘুরিয়ে আছে। আনন্দ ভীষণ মনমরা হয়ে কিছুদিন থাকল। তখন আর ততটা শান্তিগোপাল ছিল না আনন্দ। সেবার আমার আর আনন্দর একসঙ্গে মাধ্যমিক দেবার কথা। বাসুকাকু আমাকে ইংরেজি পড়াতে আসেন। বাবা বলে দিয়েছিলেন আনন্দও যেন আমার সঙ্গে বসে। বাবা বলেই খালাস, আর কিছুই লক্ষ করতেন না। আনন্দ ক্রমশ পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে শুরু করেছিল।

সংসারে বাবার কেন যেন খুব একটা টান ছিল না। অসম্ভব মাছ ধরার নেশা ছিল, আর ছিল তাস খেলার নেশা। সারাবছরজুড়েই ছিপহুইল নিয়ে কোথায় কোথায় মাছ ধরতে যেতেন। কেনা চার নয়, বাবা নিজের হাতে বাড়িতে মাছের চার বানাতেন। সমস্ত পাড়াজুড়ে তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। আমি বাবার পাশে বসে বসে দেখতাম একাঙ্গী, ঘোরবচ, আওবেল, তাম্বুল, মেথি, আরও কত মশলা ভেজে, গুঁড়ো করে চার রেডি করতেন বাবা। আমাকে এসব মশলার নাম বাইরের কারওকে জানাতে নিষেধ করে দিতেন। গন্ধে আমার নেশা-নেশা লাগত। মাছের তো লাগবেই। মাছ তো বঁড়শিতে লাগবেই। সবাই বলত বাবার নাকি মীনরাশিতে জন্ম। শুকনো ডাঙাতে ছিপ ফেললেও মাছ উঠবে।

আমার ফার্স্ট ডিভিশন, আনন্দ ফেল। বাবা তার অফিসের এক পিওনের বাড়ির পুকুরে হুইল নিয়ে গেছেন। স্কুল থেকে মার্কশিট নিয়ে আনন্দ আর বাড়ি ফেরেনি। আমি বন্ধুদের নিয়ে একবার সব জায়গা ঘুরে এসেছি। বুঝতে পারছিলাম লজ্জায় আনন্দ দূরে কোথাও পালিয়ে গেছে। রাতে একটা দু'কিলোর কাতলা নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরে মাকে ডাক দিলেন।

"নিলু, দেখে যাও। টিকিটের দাম আজ উশুল করে নিয়েছি"।

" ব্যাগ বাইরে রাখো। আগে বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে ভালো করে স্নান করে ঘরে ঢুকবে। তোমার কি কোনও হুঁশ নেই, জানো না আজ টনির মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে কথা মনে নেই, আগেই ওজন দেখাচ্ছ"।

"ও হ্যাঁ, কী রেজাল্ট টনির? আনন্দ, আনন্দর খবর কী?" বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকল বাবা।

"তোমার এক ছেলে ফার্স্ট ডিভিশন, অন্য ছেলে ফেল। রেজাল্ট নিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। কোন মুখে বাড়ি ফিরবে। বিদায় নিয়েছে, ভালো হয়েছে। এ বাড়ি থেকে তো শুধু মা আর ছেলে চিরকাল নিয়েই গেল। বেইমানের দল"।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মায়ের দিকে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। বাবার সেই তাকানো দেখে আমার বুকের ভেতরে কেমন যেন ভয় করে উঠল। বাবার চোখের এমন দৃষ্টি আমি কোনও দিন দেখিনি।

" 'অন্য ছেলে' বলতে তুমি কী বলতে চাইছ নিলু? আনন্দ কি আমার ছেলের মতো নয়?"

"কী বলতে চাইছি, তোমার বুঝতে তো কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ঠাকুরঝি আর তোমাকে নিয়ে ... তুমি তো চোখ বন্ধ করে থাকো, ঠারেঠোরে কথা আমাকে শুনতে হয়। তোমার নিজের নেশা নিয়ে তুমি ব্যস্ত, তোমার মতো স্বার্থপর আর চরিত্রহীন মানুষ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলাম। এখন আমার কাছে জবাবদিহি চাইছ? 'ছেলের মতো' বলে কি নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছ?"

হঠাৎ বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি বাবাকে মার্কশিট দেখাব বলে অপেক্ষা করে বসে ছিলাম। ওদের কথা সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। পর্দার ফাঁক দিয়ে বাবাকে একবার দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল কানে আঙুল দিয়ে বন্ধ করে রাখি। শুনতে ভয় করছিল আমার।

"আমি তো বরাবরের চরিত্রহীন, তুমি ভালোই জানো। কিন্তু তুমি যে নিজেকে সতীলক্ষ্মী সাজিয়ে সংসার করে গেলে ... বড় নীতিবাগীশ হয়েছ। তোমার ডুবে ডুবে জল খাওয়া কি মনে করেছ আমি কিছুই বুঝি না। বাসুর সঙ্গে এত কীসের কথা তোমার। কীসের এত হাসাহাসি? মনে পড়ে না আমার সঙ্গে গত দশ বছরে কোনও দিন হাসিমুখে কথা বলেছ"।

"ছিঃ, এত নীচু মন তোমার। ছি ছি, বাসুদাকে নিয়ে তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? এত ছোটলোক তুমি!"

"আমি ছোটলোক, তুমি সচ্চরিত্রা মহিলা। এটা কী?"

একটা শব্দ পেলাম। মনে হল মায়ের আলমারি খোলার শব্দ। কিছু একটা বের করে আনল বাবা।

"আমি নিজের চোখে দেখেছি অনেক রাতে এটা হাতে নিয়ে তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ। মাঝে মাঝে কানের সামনে ধরছ। কী মানে তার?"

"তুমি জানো না, বাসুদা পুরী থেকে আমার জন্য শঙ্খটা এনে দিয়েছিল। কানের সামনে ধরলে সমুদ্রে আওয়াজ শুনতে পাই আমি। নিজের চোখে তো আর সমুদ্র দেখার শখ আমার মিটল না। কোনও, কোনও শখ আমার এ সংসারে এসে মিটল না। ওটা নিয়েও তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। নিজের মতো নষ্ট মানুষ ভাবছ সবাইকে?"

হঠাৎ ঠাস করে একটা শব্দ হল। তারপরই হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ল। কাচ ভাঙার শব্দ পেলাম। দৌড়ে ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার জন্মদিনে বাসুকাকুর দেওয়া অ্যাকোয়ারিয়াম ভেঙেচুরে ছড়িয়ে আছে। মেঝেয় ছড়িয়ে আছে জল, ছোট ছোট রঙিন পাথর, কিছু গাছপালা। আর, একটু জল আর বাতাসের জন্য ছটফট করছে কতগুলো গোল্ডফিশ, অ্যাঞ্জেল, ব্ল্যাকমলি, গ্লাসফিশ। জলের মাঝে পড়ে আছে মা। আমি বুঝতে পারলাম বাবার কড়াপড়া হাতের একটা প্রচণ্ড চড় খেয়ে মা মাথা ঘুরে অ্যাকোয়ারিয়ামের ওপর পড়ে গিয়েছিল। তারপর সেটা সুদ্ধই মেঝেতে। মাছগুলো তুলে কোথায় রাখব, বুঝতে পারছিলাম না। মাকেও একটা মাছ মনে হচ্ছিল। বাবা এখনই মুখ থেকে বঁড়শি খুলে কাতলা মাছের সঙ্গে ব্যাগে ভরে রাখবে।

কিন্তু বাসুকাকুর জন্য নয়, আমার মনে হচ্ছিল আনন্দ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা মাকে চড় মেরেছে। *(চলবে)*

এডুকেশন ক্যাম্পাস

মহুলবনি সরকার, নবম শ্রেণি, নির্মলা কনভেন্ট, শিলিগুড়ি।

ইশানা সিনহা, অষ্টম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্মেন্ট হাইস্কুল।

দেবস্মিতা ঘোষ, একাদশ শ্রেণি, বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুল।

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

কবিতা

এমন চাঁদের রাতে
দেবার্ঘ্য সাহা

এমন চাঁদের রাতে রূপকথা লিখে চলি রোজ
দুয়ারে আঁচড় কাটে ঠিকানা হারানো এক পরি
চুপিচুপি বলি তাকে, দিতে পারো সে দেশের খোঁজ
যেখানে কবিতা মানে নির্জনতার ঈশ্বরী?

এমন চাঁদের রাতে উঁকি মারে কত ভীরু তারা!
পরির ডানায় দ্যাখে ভাঙনকালের স্বরলিপি
ছন্দের শোক ভুলে বিদ্রোহী হয়েছিল যারা
তাদের কামনাসুধা আমিও কলম দিয়ে মাপি

এমন চাঁদের রাতে দ্বিধা ঘিরে ধরে বারবার
ভেবেছি এড়িয়ে যাব অমরত্বের আহ্বান
প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে শীত ফিরে আসবে না আর
বাজবে না একবারও গোধূলি মিছিলে সামগান

এমন চাঁদের রাতে কত লোক আসে আর যায়
কাউকে বলি না আর, এসো বসো দুটো কথা কও
সবকিছু মুছে ফেলে শব্দেরা তোমাকেই চায়
এখনও বলবে তুমি আমার আপন কেউ নও?

এমন চাঁদের রাতে অশরীরী হাওয়া বয়ে যায়
আমাকে বাঁধে না কোনও এলোমেলো বোবা নিশিডাক
তোমাকে জাপটে বুকে ইচ্ছেরা সংজ্ঞা হারায়
শহরে প্রতিটা প্রেম এভাবেই পূর্ণতা পাক...

মুখোমুখি দাঁড়াও একবার
অরুণ চক্রবর্তী

মুখোমুখি দাঁড়াও একবার
অনেকদিন দেখিনি
বাতাসের সাথে ঘুরতে গিয়েছ বুঝি
বাতাসে তো এখন আগুন
এই আগুন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে
একটু সাবধানে থেকো
বয়স বাড়ছে - আগুনশব্দও সাথী
চোখ দুটো প্রসারিত করো - ফাঁকা মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
অসময়ের তীব্র গর্জন
এত ভয় কীসের
জেনেশুনেই বিষপথে হাঁটছ অবিরাম
সমতল আর মরুভূমির ব্যবধান জানার চেষ্টা করোনি
এই শহরে বৃষ্টি কবে আসবে জানা নেই
আবহাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে চোখে দাহ
সম্রাট অশোক দেখছেন দৃশ্য কোনদিকে এগোয়
তাপাগ্নি ইদানীং এতই হাসে, নৃত্য করে বুঝি না কিছু
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বোকা হয়ে যাই
তুমিও দাঁড়াও
মাঠ যেমন জ্বলছে, জ্বলবে হাসতে হাসতে
মনে পড়বে কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা
তখন দাঁড়িয়ে ভগ্নাবশেষই দেখবে
তার আগেই একবার মুখোমুখি হও

নীল আকাশ যেন না হয় কালিমালিপ্ত।

শালফুলের হাসি
গণেশচন্দ্র রায়

জ্যোৎস্নার শরীরে গন্ধ ভাসে, শুদ্ধ পাপে
আমাকে ভাসিয়ে চলল অতীতের স্মৃতি
অভিনব এক সকাল নিয়ে হাঁটছি
পাশে গ্রাম ধু-ধু মাঠ ধুলো ভরা নদী
এই মুহূর্তে পেরিয়ে এসেছি বসন্তের স্নিগ্ধ প্রাতরাশ

স্থবির চেতনায় ভেসে যাচ্ছি, গিলে খাই রোদের সিম্ফনি
মোহনার উৎস ভেঙে কালো মেঘের সকাল আসে
জানি, এসব পুরুষ মেঘের উচ্ছ্বাস মাতৃত্ব দিতে অপরাগ
তবু তো শূন্য জন্ম ভরে আছে, জন্ম ভেদে
যেমন করে কঠিন অন্ধকারকে মিশে রাখি
আলোর তরল স্রোতে
এক দুপুর মেঘের মতোই তিস্তার কৌতূহলী ঢেউ
সন্ধ্যা-মুখো নদী
তবু তৃষ্ণার্ত আমি ঠোঁটে তীব্র বৈশাখ।
ইচ্ছের খেত মাড়িয়ে যাও তুমি
কাছে এসে ধরা দেয় ডুংরাপাহাড়
বিভাজন হয়ে ফুটে শালফুলের হাসি।

দেওয়াল
সৈকত পাল মজুমদার

আমি দেওয়াল রচনা করিনি
তবে ভালোবাসি হেলান দিতে
দেওয়ালে হেলান দিয়ে, আমার
শরীর বুঝতে পারে না, হেলান
দেওয়ার উলটোদিকের শিকড়ে
কে কাঁপছে? দেওয়াল না শরীর!

দেওয়াল যদি বৃষ্টিভেজা বনস্পতি
হয়, তবে কেন এত মাধুকরী ঘাম
তবে কেন এত নড়বড়ে? তবে কেন
নিষ্প্রভ উড়ন্ত বিলাপ!

পরিভাষা জুড়ে অন্ধকার নেমে এলে
শরীর কাঁচা হাতে দেওয়াল জুড়ে
বারবার দিয়ে ফেলে তুলির আঁচড়

কবিতার পূর্বপুরুষ
রবীন বসু

কীভাবে ভাঙবে বেড়া! কীভাবেই বা
সমতলের চিহ্ন ফুটে উঠবে ত্রিমাত্রিক!
যেন এই সন্দেহ সম্ভাবনা থেকেই ভাঙন
শুরু হল; সে এক এলাহি ব্যাপারস্যাপার!
ঘাত-প্রতিঘাত, এত দ্বন্দ্বময় অবক্ষয়ের
পরেও ত্রিশূল বিদ্ধ করে স্থাপনের ভিত;
নির্মাণ ভাঙনকে বিন্যাসে রাখতে গিয়ে
হাঁটু ভাঙা দ' গোছের কিছু হয়ে যায়;
সৌন্দর্যবিলাসী মানুষের কাছে নতুন
নির্মাণ চাই, কবিতার শরীরে জ্বলে উঠুক
ম্যাজিক লণ্ঠন, অপার্থিব রূপকথা রাত;
আতপচালের গন্ধ, মালসা জ্বাল দিক
হবিষ্যান্নের হাত, কবিও যেন তীর্থের কাক
ঠোঁট ছোঁয়ালেই কবিতার পূর্বপুরুষ জেগে উঠবে!

আকাশের ভেতর আকাশ
হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের ভেতর
আরও একটা আকাশ ডানা পেলেই
চোখের ওপর আলোর এক দারুণ আড়ম্বর
বর্ণপরিচয় জানা নেই বলে শুধু বুকের ওঠানামা দেখি

মেঘের দরজা খুলে বৃষ্টিসকাল বারান্দায় এসে দাঁড়ালে
এক বাক্যে ধরার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়
বৃষ্টিসকাল তখন বাক্য ভেঙে একছুটে
আকাশ ছাদে

সাদা কাগজের অনায়াস জমিতে
দাম্ভিক পেনের খোঁচায় গর্ত হয়ে যাচ্ছে
সাধের বাঁধের সমগ্র শরীর আর
আকাশ আলোর কথায় ডুবে যাচ্ছে
যাবতীয় চোখের ইশারা

বিষণ্ণ তোর্ষা
জয়ন্ত কুমার দত্ত

বিষণ্ণ তোর্ষার জলে
তোর মুখের ছাপ স্পষ্ট।
রোদের ছটা কখন পড়বে?
আর তুই কখন উজ্জ্বল হবি?
ততক্ষণ চেয়ে থাকি মুখ গুঁজে।

অষ্টাদশীর স্বপ্ন দেখেছি আমি
তাতে অষ্টমঙ্গলার পাঠ -
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি রোমন্থনে
বালুচরে পা ডুবিয়েছি
আঙুলের আঁচড়ে গভীর হয়েছে জীবনের আঁকিবুঁকি!

ত্রিকোণমিতি মাপা দূরত্বে আমার পায়ের ছাপ আর একটু দূরে তোর
অথচ দূরে দূরে থাকাই সমাধান
জীবনের সরল অঙ্ক কী করে এত জটিল?

রহস্য ভেদে পিঠের ছায়ায় থাকে
ফেলে আসা ঈষৎ ঝুঁকে থাকা শরীর।

পড়ন্ত বেলায় সূর্যের আগুন খুঁজি।

আমার ঈশ্বর
শংকর নাইয়া

আমার ঈশ্বরকে আমি খুঁজি
আমার ভেতরে কিংবা বাইরে
যখন আমার ভেতরের শূন্যে মেঘ জমে
ঘর্ষণে চমকায় বিদ্যুৎ

আমি বুকের চেলিঘাসে
বিছিয়ে রাখি তার বিনীত বৃষ্টিসংলাপ
যাতে আঁধারে বিদ্যুতে চমকে ওঠে তার আলো
আর আমি বৃষ্টিহাতে পেরিয়ে যাই আলোর নক্ষত্র

সে ঠিক আসে মায়ার মতো আমার পাশে
দূরে অথবা কাছে
আমার ভেতরের কর্পূর পোড়ায়
ছড়িয়ে দেয় ধুনোর সুগন্ধ আমার নমস্য শূন্যে

যখন আমার মাথার উপরে সূর্য এসে দাঁড়ায়
আমি তাকে দেখি
ঠিক তার ছায়ার ছায়াকে
আর আমার দেহের সাথে তার ছায়া জুড়ে
তৈরি হয়ে যায় একটি অভিনব ছায়াপথ

নোটা

নির্মাল্য আচার্য

আঁকা : অভি

ভোর ৬টার অ্যালার্ম বাজার আগেই সুরমার ঘুম ভেঙে গেল আজ। অবশ্য প্রতিদিনই তাঁর ঘুম অ্যালার্ম বাজার আগেই ভেঙে যায়। অন্যদিন ঘুম ভেঙে গেলেও সে বিছানায় শুয়ে গড়িমসি করতে করতে অতীতের স্মৃতিরোমন্থন করতে থাকেন। কিন্তু আজকের দিনটা আলাদা। আজ অমিয়র বাৎসরিক। মানুষটা চলে গেছেন আজ নয় বছর হয়ে গেল। তবুও এই দিনটা সুরমা নিজেরমতো করে পালন করেন।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ছিলেন স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সৎ ও পরোপকারী বলে তাঁকে সবাই ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে সদ্যবিবাহিতা সুরমা যখন অমিয়র সঙ্গে প্রথম ডুয়ার্সের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছিল, তখন এই জায়গাটাকে নিতান্ত গ্রাম ছাড়া আর কিছুই বলা যেত না। অমিয় ও সুরমা দুজনেরই কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা। অমিয় যে বছর কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স শেষ করল, সেই বছর সুরমা পলিটিকাল সায়েন্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়। তাঁদের দুজনের পরিবার, একই পাড়ায় থাকার সুবাদে, একে অপরের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। সুরমা ও অমিয় দুজন দুজনকে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পছন্দ করত। তাই অমিয় যখন মাস্টার্স শেষ করে সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেল, দুজনের বাড়ির কেউই তাদের বিয়েতে অমত করেনি। সুরমার বাবা যদিও একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন অমিয়র এই প্রত্যন্ত জায়গায় পোস্টিং নিয়ে, কিন্তু সুরমার জেদ আর তাঁর মায়ের সম্মতির কাছে তাঁর ওই সামান্য আপত্তি ধোপে টেকেনি। অবশ্য না টেকাটাই স্বাভাবিক ছিল কারণ ছেলে হিসেবে অমিয়র কোনও তুলনা ছিল না। সৌম্যদর্শন, ৬ ফুট লম্বা, মিষ্টভাষী ও উচ্চশিক্ষিত অমিয়কে যে কোনও মেয়ের বাবাই জামাই হিসেবে নাকচ করতে পারতেন না। সুরমাও যথেষ্ট সুন্দরী, শিক্ষিতা, নাচে ও গানে পারদর্শী এবং গৃহকাজে নিপুণা ছিলেন। তবে অমিয়র সুরমার যেটা সবথেকে ভালো লাগত, সেটা হল তাঁর হাসি ও পরোপকারী স্বভাব। আর সুরমার অমিয়র যেটা সবথেকে বেশি আকর্ষণ করত সেটা হল তাঁর উজ্জ্বল দুটো চোখ ও আদর্শবান চিন্তাধারা।

সদ্যবিবাহিত যুগল যখন প্রথম ডুয়ার্সের এই জায়গায় পদার্পণ করেন, দুজনেরই মনে উৎকণ্ঠা ও আনন্দ একই সঙ্গে বিজড়িত। এক অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা ও অচেনাকে চেনার কৌতূহল নিয়ে নবদম্পতি যখন এই জায়গায় প্রথম আসেন, দুজনই এই জায়গাটার প্রেমে পড়ে যান। পাহাড়, নদী, জঙ্গলে ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটাকে যেমন তাঁরা দুজন আপন করে নেন, তেমনিই এই জায়গাটাও নিজের সমস্ত অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য্য দিয়ে তাঁদের সুখের ঘরকন্নাকে ভরিয়ে দেয়।

অমিয় যখন এখানকার সরকারি স্কুলে ইংরেজির মাস্টারমশাই হিসেবে যোগ দেন, সেটা ছিল নিতান্তই ভাঙাচোরা তিনটি ঘর ও গোটা পঁচিশেক বাচ্চা নিয়ে একটি ধুঁকতে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অমিয় ছাড়া তখন আরও একজন বৃদ্ধ মাস্টার ছিলেন যিনি বকলমে হেডমাস্টার, শিক্ষক ও ক্লার্কও বটে। সেই ভদ্রলোক অমিয় যোগ দেওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই অবসরগ্রহণ করেন।

সেই থেকে নিরলস পরিশ্রম ও প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে অমিয় দিনের পর দিন এই স্কুলটাকে একটু একটু করে গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় দশ বছরের মধ্যে সেই তিনটে ভাঙাচোরা ঘরের জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়ায় তিনতলা স্কুল বিল্ডিং এবং ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে যায়। হেডমাস্টার হিসেবে অমিয়র প্রভাব ও প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সহকর্মী শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সম্ভ্রম ও সহযোগিতা এবং পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সমীহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে সে এগিয়ে চলে।

এরই মধ্যে বিয়ের দু'বছর পর, তাঁদের সুখের সংসার আলো করে আসে তাঁদের একমাত্র ছেলে দীপ্ত। সুরমার জীবনে তখন সুখের জোয়ার। অনুরত স্বামী ও নবজাত ছেলেকে নিয়ে তাঁর কর্মব্যস্ত গৃহস্থি। কলকাতায় না থাকার আবেগ বা আক্ষেপ কোনওটাই তাঁদের ছিল না। বরং গরমের ছুটিতে কলকাতার চেনা আবহে ফিরে গেলে, কিছুদিনের মধ্যেই দুজনেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। তাই দীপ্ত একটু বড় হবার পর দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে একটা ছোট্ট বাড়ি করার। যেখানে তাঁরা তাঁদের সুখের সংসার নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে পারে।

দীপ্ত ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় মেধাবী ছিল। এর সঙ্গে সুরমার যথাযথ চালনা ও অমিয়র পর্যবেক্ষণের দরুন সে উচ্চমাধ্যমিক অবধি এখানকার সরকারি স্কুলেই পড়াশোনা করে এবং রাজ্যস্তরে ভালো ফল করে। উচ্চমাধ্যমিকের পর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ফিজিক্সে স্নাতক ও তারপর আইআইটি খড়্গপুর থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করতে চলে যায়। রিসার্চ শেষ করে সে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছে আজ প্রায় দশ বছর। বিয়েও করেছে একটি মার্কিন মেয়েকে। তাঁদের একটি ফুটফুটে মেয়েও আছে।

দীপ্তর যখন দশ বছর বয়স, সুরমা তখন অমিয়র উৎসাহেই একটি এনজিও গঠন করেন। মূলত চা বাগানের শ্রমিকদের ও তাঁদের পরিবারের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ বিলি করা, সন্তানসম্ভবা ও সদ্যজাত শিশুর মায়েদের সুষম আহার ও পথ্যের জোগান দেওয়া, মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করা, প্রাপ্তবয়স্করা যাঁরা কোনওদিন স্কুলমুখো হননি তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এইসব আরকি। এই কাজে সুরমা অমিয়র পাশাপাশি তাঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ও তাদের বাবা-মায়েদের সহযোগিতা পান। যে কাজ সুরমা খালি সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য শুরু করেছিল, ক্রমে সেটাই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। দীপ্ত যত বড় হয়, এবং বিশেষ করে যখন সে পড়তে বাইরে চলে যায়, সুরমা তাঁর সাংসারিক কাজের বাইরে সম্পূর্ণ সময় তাঁর এনজিও-তে দিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে অমিয়র যশের ব্যাপ্তি তাঁর স্কুলের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সমগ্র জেলায় এবং সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সে পেয়েছে একাধিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি। যে স্কুলকে সে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বড় করেছে, সেই স্কুল পেয়েছে মডেল স্কুল-এর তকমা। রাজ্যের তো বটেই, ভিনরাজ্যে এবং ভিনদেশ থেকেও লোকজন এই স্কুল পরিদর্শন করতে আসেন। স্কুলের ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, বাগান, মাঠ, শৌচাগার, রান্নাঘরের ছবি তুলে নিয়ে যান। অমিয়র ছবি বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপা হয়। কিন্তু এতসবের মধ্যেও অমিয় নির্বিকার। সে তাঁর কাজ নিয়েই পরিতৃপ্ত এবং স্কুল ব্যতীত অন্য সব কিছুতেই নিস্পৃহ। স্কুলের কাজের বাইরে যেটুকু সময় সে পায়, তার পুরোটাই সুরমার এনজিও-তে তাঁকে সাহায্যের কাজে নিয়োজিত করে।

অনেক রাজনৈতিক দলই অমিয়কে ভোটে তাঁদের প্রার্থী করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। বেশ কিছু নেতা ও মন্ত্রী তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধও করেছিলেন তাঁদের পার্টির হয়ে ভোটে দাঁড়াতে। কিন্তু অমিয় তাতে কোনওদিন কর্ণপাত করেননি। সে বরাবরই একটা কথা বলত যে, তাঁর মতাদর্শ নিয়ে তিনি কোনওদিন রাজনীতি করতে পারবেন না। এমন নয় যে তিনি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু যেটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, সেটা হল দুর্নীতি। তিনি বলতেন, 'এই এক জায়গায় সবাই মাসতুতো ভাই। তাঁর পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব না। তাই রাজনীতিও তাঁর দ্বারা হবে না।'

সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। বছর দশেক আগে হঠাৎ একদিন জেএনইউ থেকে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ডুয়ার্সের তাঁদের এই ছোট্ট জায়গায় এসে উপস্থিত হয়। তারা একটি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করছিল। তাঁদের কাছ থেকেই সেই প্রথম অমিয় শব্দটা জানতে পারেন। নোটা। শব্দটা ইংরেজির বাক্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ। বাক্যটা হল নান অফ দি এবোভ।

নান অফ দি এবোভ এমন একটি বিকল্প যেখানে ভোট দেওয়ার সময় ভোটাররা সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ইভিএম বক্সে সবচেয়ে নীচের বোতামটা থাকে নোটার। একজন ভোটারের নোটার বোতাম টেপার মানে এই যে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলকেই সমর্থন করছেন না। ভারতীয় সংবিধান নোটার দ্বারা একজন সাধারণ ভোটারকে রাজনৈতিক প্রার্থী এবং দলকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দেয়। এটা জানার পর থেকেই অমিয় কেমন যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। সুরমাকে বারবার বলতে থাকেন যে এতবড় একটা সাংবিধানিক অধিকার তিনি এতদিন জানতেনই না। আক্ষেপ করতেন যে, সাধারণ মানুষ এতবড় একটা অধিকার থেকে স্রেফ অজ্ঞতার জন্য বঞ্চিত হচ্ছেন! তিনি সংকল্প করেন, সাধারণ মানুষকে নোটার ব্যাপারে সচেতন করবেন।

অমিয় তাঁর কিছু ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নোটার ব্যাপারে লোকজনকে অবগত করতে শুরু করেন। সেই থেকে সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরাগভাজন হতে শুরু করেন। শুরুতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও ক্রমে প্রচ্ছন্ন হুমকি আসতে শুরু করে তাঁর এই কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য। কিন্তু অমিয় তাতে খুব একটা আমল দেন না। এরই মধ্যে কোনও এক নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসে। সেটা পঞ্চায়েত না রাজ্যসভা না কি লোকসভার নির্বাচন ছিল, সেটা আজ আর সুরমার মনে নেই। সেদিন অমিয় পরিকল্পনা করেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা বুথে বুথে গিয়ে ভোটারদের নোটার ব্যাপারে অবহিত করবেন। এর জন্য তিনি বেশ কিছু পামফ্লেটও ছাপিয়েছিলেন।

সেইদিনটা সুরমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সকালে যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠে অমিয় সুরমাকে বলেন, তাঁকে তাড়াতাড়ি সকালের জলখাবার তৈরি করে দিতে। খেয়ে তিনি বেরিয়ে যাবেন বুথে বুথে পামফ্লেট বিতরণ করার জন্য। তখন সকাল আটটা বাজে। খাবার খেতে খেতেই অমিয়র মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনে খুব বেশি কথা হয় না, শুধু কয়েকবার হুম হাম করে অমিয় ফোনটা কেটে দেন। সুরমা লক্ষ করেন ফোনটা কাটার পর অমিয়র চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। শুধু যাওয়ার আগে সুরমাকে বলে যান যে, তিনি যেন দুপুরে খাবার জন্য তাঁর অপেক্ষা না করেন। তাঁর ফিরতে দেরি হতে পারে। সুরমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে তিনি হনহন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

ব্যাস, সেই অমিয়র সঙ্গে সুরমার শেষ দেখা। তারপর সারাদিন অমিয়র আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে এসে তাঁর খোঁজ না পেয়ে বিভিন্ন বুথে অমিয়কে খুঁজতে থাকে। অমিয়র মোবাইলে বারবার ফোন করেও কোনও সারা পাওয়া যায় না। ফোন শুধু বেজে যায়। বেলা বাড়লে সুরমার মনে কু ডাকতে থাকে। সে ও অমিয়র ছাত্রছাত্রীরা মিলে সারাদিন পাগলের মতো সারা অঞ্চল চষে বেড়ায়। কিন্তু তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। সবার মুখ থমথমে। গোটা এলাকায় যেন একটা ভয়ের স্তব্ধতা গ্রাস করেছে। বিকেলের দিকে সুরমা স্থানীয় থানায় মিসিং ডায়েরি ফাইল করেন। সারারাত অধীর উৎকণ্ঠায় কাটানোর পর তার পরদিন সকালে থানা থেকে তাঁর কাছে ফোন আসে। অমিয়র মোবাইলের টাওয়ার লোকেট করে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের ভেতরে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহটা পাওয়া যায়। শরীরে পঁচিশ থেকে তিরিশটা গভীর ক্ষত ছিল। কে বা কারা তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করে দেহটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখেছিল।

এই ঘটনার পর সুরমা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। বাবার খবর শুনে দীপ্ত তড়িঘড়ি ফিরে এসেছিল। খবরের কাগজ, টিভি নিউজ চ্যানেল, পুলিশ ও প্রশাসন, চারিদিকে হই হই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সুরমার কোনও প্রতিক্রিয়া কেউ পায়নি। অমিয়র শেষকৃত্য সম্পন্ন করে, দীপ্ত একরকম জোর করেই সুরমাকে তাঁর সঙ্গে নিউ জার্সিতে নিয়ে যায়। কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতেই সেখানে সুরমা হাঁপিয়ে ওঠেন। ছেলেকে ও বিদেশিনী বৌমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি ফিরে আসেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, অমিয় চলে গেলেও তাঁর সঙ্গে কাটানো এতগুলো বছরের স্মৃতি ও এই জায়গাটার নাড়ির টানই তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। তিনি ফিরে এসে আবার তাঁর এনজিও'র কাজে মন দেন। নিজেকে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করে সব দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করেন।

অমিয়র পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা এখনও তাঁর পাশে থেকে এনজিও'র কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। অনুপম, শ্রীরূপা, অনিমেষ, বিকাশ, রণিতরা প্রত্যেকেই এখন নিজের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যখনই কোনও নির্বাচনের দিন আসে, তাঁরা সকলেই ঠিক সকাল দশটার মধ্যে সুরমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা জানেন যে, আজকে সুরমা অমিয়র নামে পুজো করবেন। অমিয়র মৃত্যুর পর সুরমা কোনওদিন তাঁর বাৎসরিক পালন করেননি। কিন্তু অমিয় চলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনের দিন তিনি অমিয়র নামে পুজো করে এসেছেন। এটাই তাঁর কাছে অমিয়র বাৎসরিক। আজও তিনি পুজো করবেন। অমিয়র প্রাণের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাঁর বাৎসরিক পালন করবেন। এবং তারপর তাঁরা সবাই মিলে ভোট দিতে যাবে। নোটাতে ভোট দেওয়ার জন্য।

ছোটগল্প

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

পিৎজার টানে অন্য দেশে

পিৎজা প্রায় সবাই খান এবং ঘুরতেও অনেকে ভালোবাসেন। কিন্তু শুধুমাত্র পিৎজা খাওয়ার জন্য কখনও অন্য দেশ ঘুরতে গিয়েছেন? ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের লিভারপুলের মোরহান বোল্ড (২৭) ও জেস উডার (২৬) অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন শুধুমাত্র পিৎজার দেশ ইতালিতে যাবেন বলে। তাও মাত্র একদিনের ছুটি। সকালের প্লেন ধরে ইতালি পৌঁছে কেনাকাটা করে, ঘুরে বেড়িয়ে এবং পিৎজা খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এসেছেন ওই

দুই বন্ধু। যাতায়াত সহ আনুষঙ্গিক খরচ হয়েছে প্রায় ১৭ হাজার টাকা।

অ্যাম্বুল্যান্সচালকের কৃতিত্ব

৬০ বছর বয়সি বোধিনী বাহান স্ট্রোকের কারণে শয্যাশায়ী। তবুও তিনি সুদূর কেরলের মাইনাগাপ্পালি গ্রাম থেকে পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জে এসে পৌঁছালেন। এর পেছনে যার কৃতিত্ব তিনি কেরলের কোল্লাম শহরের কারুন্নাগাপ্পালির বাসিন্দা অ্যাম্বুল্যান্সচালক অরুণ কুমার। মাত্র ২৮ বছর বয়সি এই চালক ওই বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে তাঁর নিজের শহর রায়গঞ্জে সুস্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আড়াই দিনের ২৮০০ কিমি যাত্রায় শুধুমাত্র তেল ভরা ছাড়া অ্যাম্বুল্যান্সটি আর কোথাও দাঁড়ায়নি। রায়গঞ্জে এসে অরুণ অবশ্য দারুণ

অভ্যর্থনা পেয়েছেন, যা তাঁকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি উৎসাহও জুগিয়েছে।

বৃষ্টির জলে গাছের যত্ন

বেঙ্গালুরুতে জলসংকটের কথা সবাই জানেন। তা সত্ত্বেও শহরের রহিত মালেকর ও সুমা রাজ দিব্যি ৩৫০টিরও বেশি গাছকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এজন্য তাঁরা কাবেরী নদীর বোরিং করা জল ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদের ভরসা গত বছর সংগ্রহ করে রাখা বৃষ্টির জল। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, সঠিক উপায়ে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হলে তা জলের চাহিদা অনেকটাই মেটাতে পারে।

ছোট তারা

দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের ছাত্রী আরাধ্যা রায় নাচতে ভালোবাসে। প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া এই নৃত্যশিল্পী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার জিতে নিয়েছে।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি খালপাড়া নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় বসবাসকারী ৫০ জন বর্ষীয়ান মহিলার দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় আত্মজ সেবা সংস্থা এই উদ্যোগ নিয়েছে।

থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতা বার্তা মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১১ মে : সচেতনতা, প্রতিরোধ এবং সহায়তার মাধ্যমে কীভাবে থ্যালাসিমিয়ার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব, সে ব্যাপারে আলোচনা হল শনিবার। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের থ্যালাসিমিয়া কন্ট্রোল ইউনিটের তরফে বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সচেতনতা বার্তা দিতে এদিন র‍্যালি বের করা হয়েছিল।

কলকাতা হেমাটোলজি এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে বসে আঁকো সহ নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাতে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্তরা অংশ নেয়। থ্যালাসিমিয়া সংক্রান্ত আলোচনা করেন স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ নিমাই মণ্ডল।

জনসাধারণের মধ্যে কীভাবে এই সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতনতা বাড়ানো যায় এবং কী কী আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে, সে নিয়ে আলোচনা করেন মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডাঃ বিদ্যুৎকৃষ্ণ গোস্বামী। এছাড়া সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ইন্দ্রজিত সাহা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক, মেডিকেল কলেজের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

রামঘাটে হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : রাত আটটার পর রামঘাটে মৃতদেহ সৎকার করতে না দেওয়ার ঘটনা ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল গত মাসে। ২১ এপ্রিল পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহেশ সাহানির পরিবারের একজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা মৃতদেহ নিয়ে রামঘাটে রাত আটটায় যখন পৌঁছান, সেই সময় শ্মশানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মৃতদেহ নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে গিয়ে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সোচ্চার হয় বিহারী সেবা সমিতি। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক, জেলা শাসক সহ শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকে স্মারকলিপি দেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া না মেলায় শনিবার শিলিগুড়ির হাসমিচকে বিক্ষোভ দেখাল বিহারী সেবা সমিতি।

এদিন হাসমিচকে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ দেখান সমিতির সদস্যরা। কোনও একটি শ্মশান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগে আপামর শহরবাসীকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হয় সংগঠনের তরফে। মহেশ সাহানির কথায়, 'আমার পরিবারের একজনের মৃত্যু হয়েছিল। আমরা ওই মৃত আত্মীয়ের ইচ্ছেমতো সৎকার করতে পারিনি। কেন শ্মশানের পরিচালন সমিতির ইচ্ছেমতো সমস্ত কিছু চলবে? সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করা উচিত।' সংগঠনের মুখপাত্র সন্তোষকুমার তিওয়ারির গলাতেও অসন্তোষের সুর। তিনি বলেন, 'রামঘাটে নতুন নিয়ম শুরু হয়েছে যা এলাকার সাধারণ মানুষই জানেন না। এই ধরনের নিয়মে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত অনেক জায়গায় আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু কেউ উত্তর দেননি।' সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রশাসনিক পক্ষের নজর কাড়তে এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি বলে জানানো হয় সংগঠনের তরফে।

মেয়রের পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১১ মে : অশোকনগরের জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে বটে, তবে চলতি বর্ষাতেই পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছেন না এলাকাবাসী, শনিবার এলাকা পরিদর্শনের পর এমনটাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব। হিউমপাইপ চলে আসায় বন্ধ থাকা কাজ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। মেয়র বললেন, 'হিউমপাইপ চলে এসেছে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও একটি টেন্ডার করতে হবে। সেটা ৪ তারিখের পর হবে।'

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ির পিডব্লিউডি মোড়ে জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শুরু করেছে পুরনিগম। এর মাধ্যমে অশোকনগরের জমা জল বের করে সোজা মহানন্দায় ফেলা হবে। এই কাজ মাঝপথে আটকে গিয়েছিল। কখনও হিউমপাইপ, আবার কখনও টাকার অভাবে কাজ হচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে লাগাতার খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে পুরনিগম। মেয়র এলাকা পরিদর্শন করে আধিকারিকদের যথাযথ পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। এরপরই ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হয়। নিয়ে আসা হয় পাইপ।

পিডব্লিউডি মোড়ে জ্যাক পুশিংয়ের কাজ। ছবি : তপন দাস

রাস্তার ওপর রান্নায় নজর নেই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : শহর শিলিগুড়িতে বেলা গড়াতেই যানজটের জেরে দুর্ভোগ চোখে পড়ে। আপনি হয়তো সেই যানজট এড়াতে রাস্তার কিছুটা ধার দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। চোখে পড়ল রাস্তার ধার ঘেঁষে রাখা ওভেনে টগবগ করে ফুটছে ভাত।

শহরের অলিগলিতে নয়, একেবারে মূল রাস্তার ধারে সকাল থেকে এ ধরনের কার্যকলাপ চললেও নজরদারি নেই বলে অভিযোগ পথচলতি মানুষের। কোনওরকম অসাবধানতায় ধাক্কা লাগলেই ঘটে যেতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা। সেবক রোড জংশন এলাকা থেকে শুরু করে চম্পাসারি। রাস্তার ধার পর্যন্ত কারবার ছড়িয়ে বসা হোটেলগুলোর একাংশ কখনো-কখনো আবার রাস্তার উপরেই সকাল থেকে রান্নাবান্না করছে। স্বাস্থ্যবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাকে পাত্তা না দিয়ে অবাধে চলছে ব্যবসা।

পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বললেন, 'আমাদের ফুড ইনস্পেকটর এই বিষয়গুলো দেখছেন। রাস্তা দখলের ইস্যুটিও খতিয়ে দেখা হবে।' যদিও এই ইস্যুতে সরব শহরবাসী। পরিতোষ হাজরার কথায়, 'যানজটের কারণে আশপাশে কিছুই দেখা যায় না। এরমধ্যে রাস্তার এক ধার দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ করে যদি জ্বলন্ত ওভেন বা হাঁড়ির সামনে পড়ে যাই, তাহলে তো আর রক্ষে নেই।'

শনিবার চেকপোস্ট ধরে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় একাধিক জায়গায় নিয়ম ভঙ্গের ছবিটা চোখে পড়ল। স্থানীয় একটি মার্কেট কমপ্লেক্সের উলটোদিকে

সেবক রোডে রাস্তার ওপর ও ধার ঘেঁষে রান্না। শনিবার।

সারিবদ্ধভাবে রয়েছে বেশ কিছু হোটেল। সেগুলোর একাংশ সামনের জায়গা দখল করতে করতে একেবারে রাস্তার উপরে উঠে এসেছে। ওভেনের ওপর হাঁড়ি, কড়াই চাপিয়ে খোলা আকাশের নীচে চলছে রান্না। পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে গাড়ি, বাইক।

যদি ধাক্কা লেগে হাঁড়ির ভেতরের ফুটন্ত ভাত কারও গায়ে পড়ে, তার দায় কে নেবে? উত্তরে এক হোটেল মালিকের সাফাই, 'কিছুক্ষণের জন্য রান্না হয়। ভেতরে তো সেরকম জায়গা নেই। যাতে কোনও গাড়ি বা বাইকের ধাক্কা না লাগে, সেদিকে আমাদের নজর থাকে।' ওই ব্যক্তি সদা সচেতন থাকার বার্তা দিলেন বটে, কিন্তু এভাবে রাস্তার ওপর রান্না করাটা তাঁর সচেতনতার উপর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। জংশন এলাকায় হিলকার্ট রোডের সার্ভিস রোড ধরে চলার পথে রাস্তার ওপর স্বাস্থ্যবিধি না মেনে বিপজ্জনকভাবে রান্নাবান্না চলছে। ওই হোটেল মালিক অবশ্য পালটা পরামর্শ দিলেন, 'রাস্তার অনেকটা জায়গা তো খালি রয়েছে। চাইলে তো কিছুটা পাশ দিয়ে যেতে পারে। এই রাস্তা দিয়ে খুব বেশি গাড়ি আসা-যাওয়া করে না।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এরকম বেশ কিছু হোটেল মালিককে চিহ্নিত করেছি। তাঁদের অনুরোধ জানিয়েছি, জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে। তবুও কথা শুনছেন না। পুরনিগমকে বলব এঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে।'

বন্ধ রাস্তা সম্প্রসারণ

অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে পূর্ত দপ্তর

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১১ মে : ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে রাজ্য সড়ক। এই সড়ক সম্প্রসারণের কাজ আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর তা নিয়েই দানা বাঁধছে বিভিন্ন প্রশ্ন। এই কাজে অনিয়ম হচ্ছে বলে একাধিকবার অভিযোগ তুলেছেন কাউন্সিলাররা। দফায় দফায় কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। শেষমেশ এই বিষয়ে পুরসভার প্রতিনিধিরা পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে সঠিকভাবে কাজ করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, তাঁদের দাবি মেনে কাজ বন্ধ রেখে মঙ্গলবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক সহ পুরসভার একটি প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়ে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

> রাস্তা সম্প্রসারণে অনেক অনিয়ম হচ্ছে। শিডিউল মেনে কাজ হচ্ছে না। বহুদিন আগে পুরসভা থেকে রাস্তা বাড়ানোর জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলি আবার ব্যবহার হচ্ছে।
>
> **মুজাফফর হোসেন** *কাউন্সিলার, ইসলামপুর পুরসভা*

তারপরেই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইসলামপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মুজাফফর হোসেন বলেন, 'এই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে অনেক অনিয়ম হচ্ছে। শিডিউল মেনে কাজ হচ্ছে না। বহুদিন আগে পুরসভা থেকে রাস্তা বাড়ানোর জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলি আবার ব্যবহার করা হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'তাই চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে পুরসভার প্রতিনিধি হিসেবে আমরা পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে সঠিকভাবে তদন্ত করে কাজ করার দাবি জানাই। যতদিন আমাদের অভিযোগ সরেজমিনে গিয়ে দেখা না হচ্ছে, ততদিন আমরা কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি।'

তিনি জানান, পুরোনো যেসব গর্ত করা হয়েছে সেগুলি ভরাট করার কাজ করলে তাঁদের কোনও সমস্যা নেই। ইঞ্জিনিয়ার তাঁদের দাবি মেনে কাজ বন্ধ রেখে তদন্তের কথা বলেন। ইসলামপুর পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস বলেন, 'মঙ্গলবার কাউন্সিলারদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। ততদিন পুরোনো গর্তগুলি শুধু ভরাট করা হবে।'

ST. MICHAEL'S SCHOOL FOR BOYS
SILIGURI
Affiliated to CISCE, New Delhi | School Code: WB259
A Residential & Day-Boarding School

RESULT - ICSE EXAMINATION 2024

MASTER MANAV MOTANI
4th in INDIA
3rd in WEST BENGAL
1st in NORTH BENGAL

ALL INDIA TOPPERS

MASTER VIVEK AGARWAL
4th in INDIA
3rd in WEST BENGAL
1st in NORTH BENGAL

MASTER DEVKANTO BHAGAT

COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
CISCE
NEW DELHI
Empowering Minds & Transforming Lives since 1958

MASTER PIYUSH DAS

NUMBER OF BOYS WHO APPEARED : 79
NUMBER OF BOYS WHO PASSED : 79
90% AND ABOVE : 61 | 80% AND ABOVE : 17
79% AND ABOVE : 01
ICSE BATCH AVERAGE : 93.17%

*PERCENTAGE HAS BEEN CALCULATED TAKING BEST FIVE SUBJECTS INCLUDING ENGLISH.

Jyoti Nagar, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri- 734001, West Bengal
PHONE: 03561 350018 / 19
E-mail: official.michaels1999@gmail.com
Website: www.smsslg.com

BATCH AVERAGE 2021 : 92.60% | BATCH AVERAGE 2022 : 93.60% | BATCH AVERAGE 2023 : 94.30%

Congratulations to all our teachers, students & parents

৭২ জনকে টাকা, বুথপিছু পাঁচ হাজার

কলকাতা, ১১ মে : সন্দেশখালি সংক্রান্ত আরও একটি ভিডিও সামনে এল। এই ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) আবার কথা বলতে দেখা গিয়েছে সেই গঙ্গাধর কয়ালকে। যিনি বিজেপির সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি। ৪৬ মিনিট ৭ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে 'সাপোর্ট' পাওয়ার জন্য তাঁকে ৭২ জন মহিলাকে টাকা দেওয়ার কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। ওই মহিলাদের প্রত্যেককে দলের পক্ষ থেকে ২০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে ভিডিওতে জানিয়েছেন গঙ্গাধর।

তাঁকে কেন্দ্র করে আগের যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছিল, তাতে তাঁর কণ্ঠস্বর নকল করে তাঁর মুখে

আরেক ভিডিওতে কবুল গঙ্গাধরের

কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে গঙ্গাধর দাবি করেছিলেন। সেই ঘটনায় দোষীদের খুঁজতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে তিনি মামলাও করেছেন। তবে শনিবার রাতে সামনে আসা ভিডিওটি নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে মহিলাদের দিয়ে সন্দেশখালির আন্দোলন তীব্র করার জন্য প্রচুর খরচের কথা জানা গেল ভিডিওটিতে।

কত হলে তাঁর চলবে বলে প্রশ্নে গঙ্গাধর ওই ভিডিওতে জানান, এক লাখ টাকা হলে চলে যাবে। সেই টাকার মধ্যে মহিলাদের দেওয়া ছাড়াও বাইকের তেল ও টিফিন খরচ আছে। বিজেপির ওই নেতাকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'মদের খরচও আছে।' বুথপ্রতি ৫ হাজার টাকা খরচের হিসাব দেন তিনি। ওই হিসাবে ৫০টি বুথে আড়াই লক্ষ টাকা দরকার বলে গঙ্গাধরের হিসেব।

ভিডিওতে গঙ্গাধরের মুখে শোনা গিয়েছে, 'টাকা ছাড়া কেউ এ সব করবে না। এক টাকা ছাড়া তাঁরা কথা বলবেন না। যতই পুরোনো কার্যকর্তা হোন।' ১০টা মোবাইল পেলে কাজটা আরও ভালো হত বলেও তিনি জানিয়েছেন।

রেজিস্ট্রারের 'পদ' নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছে

কোচবিহার, ১১ মে : রেজিস্ট্রার এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কোন্দলে শিকেয় উঠতে পারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম। এই ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। এদিকে, রেজিস্ট্রারের 'পদ' নিয়ে ধোঁয়াশা ক্রমেই বাড়ছে। সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম আদৌ স্বাভাবিকভাবে হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন শিক্ষক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির দিনে সাসপেন্ডেড রেজিস্ট্রারের নেমপ্লেট খুলে নতুন দায়িত্ব পাওয়া রেজিস্ট্রারের নামের পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। যদিও আগামী সোমবার সাসপেন্ডেড রেজিস্ট্রারও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। ডঃ আব্দুল কাদের সাফেলির সাফ কথা, 'গত ১০ তারিখ উপাচার্য সাসপেনশন অর্ডার দিয়েছেন। বিকেলের মধ্যেই উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে আমার কাছে নির্দেশ আসে। সেই নির্দেশনামায় পরিষ্কারভাবে বলা রয়েছে, যা হয়েছে তা অবৈধ। আমি রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যে নির্দেশ, সেই অনুযায়ী কাজ করব। নিয়ম মেনে আমি সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।' বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ নিখিলচন্দ্র রায় বলেন, 'একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। গতকালই আরেকজন কাজে যোগ দিয়েছেন। সাসপেন্ডেড রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। চিঠিতে সেটা বলা রয়েছে। তারপর উনি যদি ঢোকেন সেটা তাঁর ব্যাপার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য যোগ দেওয়ার পর ঠান্ডা-গরম লড়াই চলছিলই। পরিস্থিতির বদল হয় শুক্রবার সকালে। উপাচার্য রেজিস্ট্রারকে শোকজ চিঠি পাঠাবার পর পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সময়ের রেজিস্ট্রার ডঃ আব্দুল কাদের সাফেলিকে সাসপেনশন চিঠি পাঠান অস্থায়ী উপাচার্য।

কেষ্টর বাড়িতে গেরুয়া পতাকা

বোলপুর, ১১ মে : অনুব্রত মণ্ডলের বোলপুরের বাড়ির ছাদে গেরুয়া পতাকা। ভোটের মুখে এই পতাকা দেখে কৌতূহলী মানুষ ফের উঁকিঝুঁকি মারছেন বাড়ির উপরের দিকে। তবে এনিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাননি। তাঁর বাড়িতে গেরুয়া পতাকা দেখে অনেকেই বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। মনে করা হচ্ছে, হনুমান জয়ন্তীর আগের দিন ওই পতাকা লাগানো হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশ থাকার পরও বাড়ির ছাদে গেরুয়া পতাকা ঝোলাল কে, সেই প্রশ্নই উঠছে।

এনবিএসটিসি'র রায়গঞ্জ ডিপোতে দুর্নীতি ফাঁস

ঘুষ নিয়ে চাকরির আশ্বাস

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১১ মে : এনবিএসটিসির রায়গঞ্জ ডিপোতে বেকারদের থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার। দুই বছর আগে এনবিএসটিসির মেকানিক্যাল বিভাগে চাকরির জন্য দপ্তরেরই এক কর্মীকে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়েছিলেন রায়গঞ্জের বাসিন্দা এক তরুণ।

রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার পিরোজপুর এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর তরফদার দুই বছর আগে টাকা দিয়েছিলেন চাকরির জন্য। তাকে এনবিএসটিসিতে চাকরি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও তিনি চাকরি পাননি। বারবার টাকা ফেরত দিতে বললেও এখনও পর্যন্ত তিনি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ফেরত পেয়েছেন। বাকি ষাট হাজার টাকা ফেরত নিতেই শনিবার তিনি এনবিএসটিসির রায়গঞ্জ ডিপোতে যান।

তবে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, চাকরির জন্য টাকা দেওয়া এবং নেওয়া দুটিই সমান অপরাধ। টাকা যিনি নিয়েছেন, তিনি যদি অপরাধী হন, তবে যে তরুণ টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এদিন টাকা ফেরত নিতে যাওয়া প্রতারিত যুবক দীপঙ্কর তরফদার বলেন, 'এনবিএসটিসির রায়গঞ্জ ডিপোতে কাজ দেওয়ার কথা বলে দু'জন আমার কাছে টাকা নিয়েছিল। দুই বছর হয়ে গেলেও আমাকে কাজ দেওয়া হয়নি। টাকা চাইতে গেলে কিছুটা দিলেও সবটা দেয়নি। শুধু ঘুরিয়ে যাচ্ছে আমাকে। এখন আমি আইনের দ্বারস্থ হব।'

এদিন যেখানে প্রতারিত দীপঙ্করের সাথে এনবিএসটিসি মেকানিক্যাল কর্মীদের কথা হয়, সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এনবিএসটিসির ডিপো-ইনচার্জের অফিস। যদিও ডিপো-ইনচার্জ সুমিত ভৌমিককে এই বিষয়ে ফোন করা হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি।

অন্যদিকে এনবিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'এই বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারব না।'

এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় এদিন ফোনে জানান, 'সবটা না জেনে আমি কিছুই বলতে পারব না। আমাদের কাছে এই বিষয়ে কোন অভিযোগও জমা পড়েনি। অভিযোগ করা হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

যদিও এই ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে বিঁধছেন বিরোধীরা। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'বাংলায় সর্বত্র এই ঘটনা ঘটছে। ইশিতা নামক কোম্পানির মাধ্যমে এনবিএসটিসির বিভিন্ন কর্মী নিয়োগ হয়। ইশিতা কোম্পানি আসলে ভাইপোর নিজস্ব কোম্পানি। বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের এনবিএসটিসি আজ তৃণমূল জমানায় ধ্বংসের মুখে। ডিপো-ইনচার্জ নিজে এই ঘটনায় জড়িত রয়েছেন বলে মনে হয়।'

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার বলেন, 'এনবিএসটিসির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই দুর্নীতিতে ভরে গেছে। যারা টাকা দিয়েছিল চাকরির জন্য, তারা এবার সবাই যাবে টাকা ফেরতের দাবিতে।'

তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি অরিন্দম সরকার বলেন, 'যিনি টাকা দিয়েছেন ও যিনি নিয়েছেন তাঁরা উভয়েই দোষী। যাঁরা এমন কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

এনবিএসটিসি'র রায়গঞ্জ ডিপো এখন বিতর্কের কেন্দ্রে।

> এনবিএসটিসির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। যারা টাকা দিয়েছিল চাকরির জন্য, তারা এবার সবাই যাবে টাকা ফেরতের দাবিতে।
>
> **বাসুদেব সরকার**
> বিজেপির জেলা সভাপতি

> যিনি টাকা দিয়েছেন ও যিনি নিয়েছেন তাঁরা উভয়েই দোষী। যাঁরা এমন কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
>
> **অরিন্দম সরকার**
> তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি

সদ্যোজাতকে দত্তক নিতে আর্জির ঝড়

নানা জায়গা থেকে ফোন

শমিদীপ দত্ত

মাটিগাড়া, ১১ মে : শিবমন্দিরে একটি ফাঁকা জমি। সেখানেই এক বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনেছিলেন উলটোদিকের বাড়ির সদস্যরা। এগিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখেন, পলিথিনের ভেতর নড়াচড়া করছে সদ্যোজাত শিশুকন্যা। এরপরেই পুলিশ এসে ওই শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় লজ্জায় মুখ ঢাকে শিলিগুড়ি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা। আধুনিক সমাজে এমন ঘটনায় বিভিন্ন মহলে যখন নিন্দার ঝড় উঠছে, তখন শহর শিলিগুড়ির বাসিন্দারাই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। ওই সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে একটা সুস্থ জীবন দেওয়ার জন্য শুধু শহর শিলিগুড়িই নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য ফোন আসতে শুরু করেছে মাটিগাড়া থানায়।

যাঁরা ফোন করছেন, তাঁদের প্রথম প্রশ্নই থাকছে, শিশুটি ভালো রয়েছে তো? তার পরেই প্রত্যেকে কন্যাসন্তানটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আর্জি জানাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কন্যাসন্তান উদ্ধারের খবর জানাজানি হওয়ার পর থেকেই মাটিগাড়া থানায় এই আর্জি নিয়ে একের পর এক ফোন আসতে থাকায় এখন রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত পুলিশকর্তারা। এমনকি থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্যের নম্বর জোগাড় করে তাঁর ফোনেও একাধিক ফোন আসতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় খানিকটা অবাক আইসি। শনিবার তিনি বললেন, 'গোটা বিষয়টা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসতে শুরু করেছে। আমি সবাইকে বোঝাচ্ছি যে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে।'

যদিও ওই কন্যাসন্তানের আসল পরিবারকে খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক জানিয়েছেন, শিশুটির ব্যাপারে সিডব্লিউসিতে (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি) চিঠি করা হচ্ছে।'

পুলিশকর্তারা জানাচ্ছেন, যাঁরা ফোন করছেন, অধিকাংশই শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার উদ্দেশ্যে। এক পুলিশকর্তা জানালেন, এক ব্যক্তি ফোন করে বললেন, ১৫ বছর ধরে তাঁরা সন্তানহীন। তাই তাঁরা ওই শিশুটিকে দত্তক নিতে চান। এক মহিলা আবার ফোন করে বলেন, তিনি বিয়ে করেননি। এই কন্যাসন্তানকে দত্তক নিয়ে তিনি বড় করে তুলবেন। আবার সমাজের কোনও কুপ্রভাব যাতে ওই শিশুটির ওপর না পড়ে, তারজন্য অনেকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ফোন করছেন।

বেশিরভাগ ফোন শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার হলেও কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের মতো জেলা থেকেও কয়েকটি ফোন এসেছে। সবক্ষেত্রেই সেই দত্তক নেওয়ার অনুরোধ। আবার অনেকে ফোন করছেন শুধুমাত্র শিশুটির খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে। শিশুটির জন্যে কোনওকিছু দরকার হলে তার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে অনেকে ফোনে জানাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, শহর শিলিগুড়িতে একের পর এক সদ্যোজাত উদ্ধারের ঘটনার পাশাপাশি পণপ্রথার মতো মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্টতই হাজির। আবার এই শহরেই এখনও বেঁচে রয়েছে মানবতা। তারই ঝলক দেখা গেল এই ঘটনায়।

মানবিক ছবি

- শিবমন্দিরে একটি ফাঁকা জমি থেকে এক সদ্যোজাত কন্যাকে উদ্ধার করে পুলিশ
- এরপর থেকে মাটিগাড়া থানায় অজস্র ফোন আসতে শুরু করেছে
- অধিকাংশই ফোনে জানাচ্ছেন, তাঁরা শিশুকন্যাটিকে দত্তক নিতে চান
- অনেকে আবার শুধুমাত্র সদ্যোজাতের খবর নেওয়ার জন্যে ফোন করছেন

সমতলের গাড়ির হাওয়া ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ

পাহাড়ে হেনস্তার শিকার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১১ মে : সমতলে গরমের তীব্রতা বাড়তেই পাহাড়ে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। এই পরিস্থিতিতে সমতলের গাড়ির চালকদের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায় সহ নানা হেনস্তার অভিযোগ উঠল পাহাড়ের এক শ্রেণির তরুণদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, রাতে গাড়ি পার্ক করা থাকলে চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এনিয়ে সমতলের চালকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়েছে। শনিবার রাতে বহু চালক পাহাড় ছেড়ে সমতলে নেমে আসেন। তাঁদের অনেকে পাহাড়ের গাড়ি সমতলে নামতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারিও দেন। বৃহস্পতিবার রাতে হাওয়া ঘরের কাছে গাড়ি পার্ক করে নৈশাহারে গিয়েছিলেন সমতলের এক চালক। ফিরে এসে দেখেন গাড়ির চার চাকারই হাওয়া খুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতেও লালকুঠি সহ বেশকিছু জায়গায় এমন ঘটনা ঘটে। এনিয়ে চালকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছড়ায়।

এ প্রসঙ্গে বাগডোগরা ট্যাক্সি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মিলন সরকার বলেন, 'পরিস্থিতি খুব খারাপ দিকে যাচ্ছে। যত্রতত্র গাড়ির হাওয়া খুলে দেওয়া হচ্ছে। নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি পার্ক করলেও ট্রাফিক পুলিশ জরিমানা করছে, মামলাও দিচ্ছে।'

পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায়, সেজন্য একাধিক পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠন সচেষ্ট হয়েছে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা পর্যটনের পক্ষে ভালো বিজ্ঞাপন নয়। এটা সবাইকেই বুঝতে হবে। তাই, এমন অনভিপ্রেত কাজ থেকে সবাইকে দূরে থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে রবিবার তাঁরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও তিনি জানান। ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটার অ্যাসোসিয়েশনের ট্রান্সপোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্রর কথায়, 'প্রশাসন যদি অবিলম্বে এমন কাজ বন্ধে পদক্ষেপ না করে তবে সমতলে এর কুপ্রভাব পড়তে বাধ্য।' এ ব্যাপারে সমস্ত মহল থেকে এখনই পুলিশি হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।

যখন বৃষ্টি নামল। বৈশাখের সন্ধ্যায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে শনিবার শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বোসের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য

কাঁথি, ১১ মে : এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠল রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বারিকের সমর্থনে রামনগরের সভায় বক্তব্য রাখার সময় মন্ত্রী অখিল গিরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুরে বলেন, 'রাজ্যপালের মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁর অফিসে মেয়েটির হাত ধরে টেনেছে। এসব নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'রা দেখতে পাচ্ছেন না? রাজ্যপাল মহিলার অবমাননা করেছেন। আগে রাজ্যপালকে সামলান তারপর সন্দেশখালি নিয়ে বলবেন।'

রাস্তা যেন

প্রথম পাতার পর

মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে ভ্যান। এতটাই ধীরগতিতে চলে সেগুলো যে, যানজট অবধারিত হয়ে পড়ে। শহরের বাসিন্দা অজন্তা দাস বলছেন, 'একবার যদি এই ভ্যানের সামনে পড়া যায়, তাহলে মুশকিল। অনেক ভ্যানচালক তো একেবারে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেন। হর্ন বাজালেও সরতে চান না। পেছনে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। আসলে সেবক রোডের যানজটের পেছনে শহরবাসীর একটা অংশের অসচেতনতা অন্যতম বড় কারণ।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেবক রোডকে কেন্দ্র করে শহর ক্রমশ এগোচ্ছে। একসময় চেকপোস্ট পর্যন্ত শহরের বিস্তার থাকলেও এখন সেটা ছাড়িয়ে শালুগাড়া ছাড়িয়ে গিয়েছে। দুইদিকে মার্কেট, বসতি বাড়ার সঙ্গেই যানজটও নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য শপিং মল, বাণিজ্যিক বহুতল গড়ে ওঠায় শহরের সবথেকে ব্যস্ততম রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি। কিন্তু এখানে যান নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সদর্থক ভূমিকা সেভাবে চোখে পড়ে না। সবথেকে বড় সমস্যা অধিকাংশ ট্রাফিক সিগন্যালে সবসময় হলুদ আলো জ্বলে থাকা।

চেকপোস্টের সামনে গুটিকয়েক পুলিশকর্মী ট্রাফিক সামলালেও তারপর আর এগোনো যায় না কিছুতেই। সম্প্রতি শালুগাড়া এলাকায় মহাসড়ক তৈরির কাজ চলছে। ফলে গাড়ি যাতায়াতের পথে অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। ফলে চেকপোস্ট থেকে শালুগাড়া পার করে সেনাছাউনি পৌঁছাতেই অধিকাংশ সময় আধ ঘণ্টারও বেশি লাগছে। একে যানজট, তার ওপর ধুলোয় সেখানে নাজেহাল অবস্থা।

স্থানীয় দোকানদার অরুণ গুরুংয়ের কথায়, 'এমনিতেই এই রাস্তায় সবসময়ই বড় গাড়ি চলাচল করে। নির্মাণকাজ শুরুর আগেও রাস্তার দু'ধারে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যেত। এখন রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির লাইন আরও লম্বা হয়েছে। দিনভর যানজট লেগেই থাকছে।'

আপনার পাশে

প্রথম পাতার পর

কল্যাণের বক্তব্য, 'আর তো ক'দিন। জুন মাসের পর আর তিনি রাজ্যপাল থাকতে পারবেন না। উনি এত বড় বড় কথা বলেন। আইনের কথা বলেন, নৈতিকতার কথা বলেন, তাহলে আজকে কেন পদত্যাগ করছেন না?' মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে ছিল সন্দেশখালি প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। একটা মেয়ের কাছে টাকা বড় কথা নয়। একটা মেয়ের আত্মসম্মান চলে গেলে আর ফিরে আসে না।' রাজভবনে একজন মহিলা কর্মীও সুরক্ষিত নন। কীর্তির পর কীর্তি। কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি। আপনার পাশে বসাও পাপ! বাবারে, আমাকে ডাকলেও আর রাজভবনে যাব না। রাস্তায় ডাকলে যাব। রাস্তায় গিয়ে দেখা করে আসব।

কালোবাজারি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু মহানন্দার জল আদৌও খাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কিছুটা সন্দিহান। শহরের সমস্ত নিকাশির জল সরাসরি মহানন্দায় গিয়ে মেশে। তাই ওই জল পরিস্রুত করে খাওয়ার উপযুক্ত করা যায় কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে মহানন্দার জল মিললেও সমস্যা পুরোপুরি মিটবে না। তাই এই ১৫ দিন অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে চড়া দামে জল বিক্রি না করে সেজন্য পুরকর্তারা কড়া বার্তা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সমস্যার সুযোগ নিলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে মেয়র জানিয়েছেন।

দুই রানির ঝামেলা আড়ালে

প্রথম পাতার পর

তারপর একটা অত্যাশ্চর্য স্বীকারোক্তি করলেন, 'দেখুন, আমি বিজেপিকে ভোটটা দেব। কিন্তু আমি বলছি, আজ আমেথিতে প্রিয়াংকা বা রাহুল দাঁড়ালে ওটাও কংগ্রেস পেয়ে যেত। রায়বরেলিতে তো পাবেই। আমেথিও পেত। স্মৃতি ইরানির পিছনে স্থানীয় নেতারা আগের বারের মতো নেই। তারপর সমাজবাদীর ভোট কংগ্রেস পাবে।'

আমেথি নামেই লোকসভা। আসলে পুরো উত্তেজনা তার আগের শহর গৌরীগঞ্জকে ঘিরে। নেতাদের যাতায়াত, সব বৈঠক গৌরীগঞ্জে, যা আমেথি জেলার প্রধান প্রশাসনিক শহর। রায়বরেলি থেকে যেতে ১৫ কিলোমিটার আগে গৌরীগঞ্জ। কংগ্রেস এবং বিজেপি অফিস, দুটি জায়গাই সেখানে জমজমাট। প্রচুর গাড়ি আসছে, পোস্টার, পতাকা, টুপি, ব্যানার নিয়ে চলে যাচ্ছেন সমর্থকরা। কংগ্রেসের অফিসে তাদের সঙ্গে লাগানো রয়েছে সমাজবাদী পার্টির পতাকা।

বরং অতি ছোট গলির মতো রাস্তা দিয়ে আমেথি পৌঁছে বোকা বনতে হল। কংগ্রেস অফিস শুনসান। হরিয়ানার এক আধা নেতা বসে আছেন। বিজেপি অফিসও কার্যত ফাঁকা। দুটো জায়গাতেই বলা হল, 'নেতারা এখানে আসেন না। দেখা করতে হলে গৌরীগঞ্জে যান।'

গৌরীগঞ্জের দিকে গাড়ি ঘোরানোর পথে রাস্তায় বিজেপির পতাকা লাগানো একটা বড় অফিস। সাকুল্যে চারজন লোক। সেখানেই আলাপ হল বিজেপি নেতা চন্দ্রপ্রকাশ মিশ্রের সঙ্গে। ধীরে ধীরে বুঝলাম, এটা চন্দ্রপ্রকাশের নিজস্ব অফিস। ভদ্রলোক বাইশ বছর বিএসপি করেছেন। ২০০৪ সালে আমেথিতে দাঁড়িয়েছিলেন রাহুলের বিরুদ্ধে। গত লোকসভার সময় পতাকা বদল করেছেন স্মৃতি ইরানির হাত ধরে। নিজের সম্পর্কে সগর্বে শোনালেন, 'আমেথিতে আমি রাহুলজির বিরুদ্ধে রানার্স হয়েছিলাম। আমি প্রাক্তন বিধায়কও।'

স্মৃতি কি জিতবেন? উত্তর এল, 'অবশ্যই জিতবেন। দিদি ভালো কাজ করেছেন।' কিন্তু গলায় সেই আন্তরিকতা পেলাম না। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে স্মৃতির বোঝাপড়া গতবারের মতো নেই, কথাটা অনেকে বলছিলেন আমেথি-গৌরীগঞ্জ-জাইসে।

সকালে রায়বরেলিতে প্রিয়াংকাদের গেস্টহাউসের সামনে চোখে পড়ল, গেটে সাদা গুলঞ্চ গাছটার নীচে ফাঁকা। অন্যদিনের মতো ভিড় নেই। প্রিয়াংকা শনিবার ভাষণ দিতে গিয়েছেন তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রে। আমেথির ভার দলের প্রার্থী কেএল শর্মা এবং দিল্লির নেতাদের হাতে। শর্মা লোক ভালো। তবে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না। প্রিয়াংকাকে এগিয়ে দেন সবসময়। স্মৃতি তুলনায় অনেক সপ্রতিভ, আক্রমণাত্মক। দুপুর আড়াইটে থেকে রাত সাড়ে আটটা, গোটা সাতেক সভায় আমেথির 'দিদি' মেয়েদের খুব কাছে টানার চেষ্টা করলেন। মহিলা ভোটার প্রধান লক্ষ্য 'কিউকি সাস ভি কভি বহু থি'-র তুলসীর।

রায়বরেলি থেকে আমেথি যাতায়াতের পথে দুজনের কথা মনে পড়ছিল। একজন ৩৪ বছর আগে প্রয়াত। অন্যজন আজ থেকেও নেই। প্রথমজন অভিনেত্রী লীলা মিশ্র। শোলে ছবির পর থেকে যাঁকে জনতা চিনতে শুরু করে। সেই লীলার জন্ম আমেথির জাইসের কোনও গ্রামে। এমনই কপাল, কেউ আর তাঁকে জানে না। গৌরীগঞ্জে কংগ্রেস ও বিজেপি অফিসে মিডিয়া ও নেতাদের কাছে তাঁর নাম করলাম। প্রথমে চিনতেই পারলেন না। তারপর ফোনে ছবি দেখানোর পর সবার এক প্রতিক্রিয়া, 'আরে ইনি? ইনি আমাদের আমেথির মেয়ে?'

জাইস শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় অন্তত পাঁচ জায়গায় খোঁজ করা হল। কেউই বলতে পারলেন না, লীলার গ্রাম কোথায়। কেউ কি আছেন সেই বাড়িতে? আজও কি আছে সেই বাড়ি?

দ্বিতীয়জন সঞ্জয় সিং। একটা সময় জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন সৈয়দ মোদির খুনের পিছনে যাঁর ভূমিকায় তুমুল হইচই হয়েছিল গোটা দেশে। সিবিআই তদন্ত হয় সঞ্জয় এবং মোদির স্ত্রী অমিতা কুলকার্নিকে নিয়ে। অমিতাও ছিলেন ভারত চ্যাম্পিয়ন। এমন ত্রিকোণ প্রেমের গল্প নাড়িয়ে দেয় ভারতকে। ৩৬ বছর পরেও মোদির মৃত্যুরহস্য ফাঁস হয়নি। ব্যাডমিন্টনের বাবুয়া তখন মাত্র ২৫ বছরের।

আমেথির রাজপরিবারের রাজা সঞ্জয়। সবাই তাঁকে জানেন, লীলার মতো অভাগা নন। তবে তিনি এখন কী করছেন, সেটা স্পষ্ট নয়। সঞ্জয় ও রাজীব- দুই গান্ধি ভাইয়ের একসময় অতিঘনিষ্ঠ ছিলেন এই রাজা। সিবিআই তদন্তে বেঁচে যাওয়ার জন্য গান্ধিদের হাত দেখেন অনেকে। তবে কোনও পার্টি তাঁকে ব্রাত্য করেনি। বহুবার কংগ্রেস-বিজেপি করতে করতে আমেথির রাজা শেষবার ছিলেন বিজেপিতে। ২০১৭-এর বিধানসভায় আমেথিতে সঞ্জয়ের প্রথম স্ত্রী গরিমা দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপির হয়ে। বর্তমান স্ত্রী অমিতা দাঁড়ান কংগ্রেসের হয়ে। দুজনেই বলেছিলেন, সঞ্জয় আমার স্বামী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের আত্মীয় গরিমা জেতেন, অমিতা হন চতুর্থ।

আমেতি ও গৌরীগঞ্জের মাঝখানে ভূপতি ভবন নামে এক বিশাল প্রাসাদ রয়েছে সঞ্জয়দের। কতটা বড়? ৭৫টা বেডরুমই আছে। সেখানে একবার আগে ঢুকে পড়েন গরিমা ও তাঁর সন্তানরা। সঞ্জয় ও অমিতা পরে ঢুকতে গেলে বাধা পান। গ্রামবাসী রাজপরিবারের প্রথম স্ত্রীর হয়ে নামলে গুলি চলে। মারা যান এক পুলিশ, আহত হন অনেকে। স্বামীর জোরে আমেথিতে একবার বিজেপি, একবার কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েছিলেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। মন্ত্রীও হন একবার। সাইনা, সিন্ধু, মধুমিতা বিস্তরা যা ভাবতেই পারবেন না।

যতবার আমেথিতে সঞ্জয় বা রাজীব প্রার্থী হয়েছেন, ততবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন আমেথির রাজা সঞ্জয়। প্রথম দিকে গান্ধিদের পাশে থাকতেন। শেষবার রাজীবের বিরুদ্ধে জনতা দলের হয়ে হারেন। গত বিধানসভাতে বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েও হেরেছেন। তারপর থেকে প্রায় অদৃশ্য।

ভূপতি ভবনের প্রাসাদে দুই রানির ঝামেলার রসালো গল্পের দিন অনেক পুরোনো, খুব স্বাভাবিক। মহারাজাও চর্চায় নেই। সেই আমেথিতে এখন দুই দিদির গল্প চলছে। স্মৃতি এবং প্রিয়াংকার।

দুর্ঘটনায় আহত উপাচার্য হাসপাতালে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ মে : শনিবার পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফালাকাটার বগরিবাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় উপাচার্যের গাড়িটি। দুর্ঘটনার জেরে উপাচার্যের পায়ের হাড় ভেঙেছে। বুকে চোট পেয়েছেন উপাচার্যের গাড়ির চালক। জখম দুজনই এখন শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, পণ্যবাহী ট্রাকের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ঘটনার পরেই ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়।

ফালাকাটা থেকে ধূপগুড়িগামী সড়কের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বগরিবাড়িতে রাস্তার একটি বাঁকে এমন দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার ওই বাঁকের কারণেই এই দুর্ঘটনা। এই জায়গায় মাঝেমধ্যেই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আর এদিনের দুর্ঘটনার জেরে প্রায় আধ ঘণ্টা ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফালাকাটার ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, 'খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যাই। ততক্ষণে উপাচার্য শিলিগুড়ির উদ্দেশে অন্য গাড়িতে রওনা দিয়ে দেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি উদ্ধার করা হয়। আধঘণ্টার মধ্যে যানজট নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।'

ঠিক কীভাবে ঘটে এই দুর্ঘটনা? প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, উপাচার্যের গাড়িটি ফালাকাটা থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে পণ্যবাহী ট্রাকটি ফালাকাটার দিকে আসছিল। দুটি গাড়িরই গতিবেগ ছিল বেশি। এদিন দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ বগরিবাড়ির ওই বাঁকে দুটি গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে উপাচার্যের গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

স্থানীয় তরুণ অনুপ বসাকের কথায়, 'গাড়ির গতিবেগ বেশি থাকা ও রাস্তার এই বাঁকের কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।' আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িতে বাড়ি যাচ্ছিলেন উপাচার্য। পরে উপাচার্যকে ফোন করা হলে সোমনাথ ঘোষ নামে ঘনিষ্ঠ একজন ফোন রিসিভ করে বলেন, 'স্যর এখন মোটামুটি রয়েছেন। বেসরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। স্যরের ডান পা ভেঙেছে। গাড়ির কাচের টুকরো শরীরের নানা জায়গায় লেগেছে।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন ফিলোজফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃবিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল ফিলোজফি। ফাইনালে তারা ১৫-৬, ১৫-৯ পয়েন্টে ম্যাথম্যাটিক্সকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা ফিলোজফির পার্থ বর্মন। পুরুষদের ডাবলস ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন বিশাল দাস-গৌতম বর্মন। ফাইনালে তাঁরা ১৫-৮, ১৫-১২ পয়েন্টে রোহন গুরুং-করণ খালিং রাইয়ের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন সায়নী ভাওয়াল। ফাইনালে তিনি ১৫-৩, ১৫-২ পয়েন্টে রুবিনা খাতুনকে হারিয়েছেন।

আনন্দের ৫৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের প্রাইম শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে শনিবার এসআরটি ইন্ডিয়ান্স ৭ উইকেটে মুখার্জি চ্যালেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে মুখার্জি চ্যালেঞ্জার্স ৯ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। তৌফিক মণ্ডল ৪৬ ও সারুল কানোয়ার ৪৩ রান করেন। প্রিয়াংশু গৌতম ২২ ও অর্ক সরকার ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এসআরটি ১৪.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৮ রান তুলে নেয়। আনন্দকুমার ছেত্রী ৫৭ ও প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব ৫৬ রান করেন।

অন্যদিকে, বৃষ্টির জন্য বাঘা যতীন নাইট রাইডার্স বনাম অগ্রগামী সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। বাঘা যতীন ১৬.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৫ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, ম্যাচটি রবিবার সকালে হবে।

জয়ী জলপাইগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : মহাকাল স্পোর্টিং গোল্ড কাপ নক আউট ফুটবলে শনিবার জলপাইগুড়ি এফসি টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে চড়ক মাঠ যুবক সংঘকে হারিয়েছে। সূর্য সেন পার্কের পিছনের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

ওডিশায় হুংকার প্রধানমন্ত্রীর

‘বিরোধী দলের তকমাও জুটবে না কংগ্রেসের’

ভুবনেশ্বর, ১১ মে : রাহুল গান্ধির আক্রমণ সুদে-আসলে ফেরত দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার কনৌজে ইন্ডিয়া জোটের জনসভা থেকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেছিলেন, ৪ জুনের পর নরেন্দ্র মোদি আর দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। শনিবার ওডিশার কন্ধমালের ফুলবনিতে এক জনসভায় রাহুলের ওই বক্তব্যের জবাবে মোদি বলেন, ‘এবারের ভোটে কংগ্রেস ৫০টিও আসন পাবে না। লোকসভায় বিরোধী দল হতে গেলে মোট আসনের এক-দশমাংশ পেতে হয়। কিন্তু দেশ এবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কংগ্রেস এবার বিরোধী দলের তকমাও পাবে না। কারণ তাদের আসন ৫০-এর নীচে নেমে যাবে। আপনারা ৪ জুন আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।’ মোদির দাবি, ‘এবারের লোকসভা ভোটে এনডিএ-র আসনসংখ্যা ৪০০ পেরিয়ে যাবে। বিজেপি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে সর্বাধিক আসনে জয়ী হবে।’ রাহুলের বিরুদ্ধে তাঁর কটাক্ষ, ‘গত ১০ বছর কংগ্রেসের যুবরাজ একই চিত্রনাট্য পড়ছেন। ২০১৪, ২০১৯ সালে উনি যা বলেছিলেন, ২০২৪ সালের ভোটেও সেই কথাগুলিই বলছেন।’

রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতানেত্রীরা লাগাতার দাবি করছেন, প্রথম তিন দফায় ভোটের হার দেখে প্রধানমন্ত্রী ঘাবড়ে গিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, ভোটে তাঁর পরাজয় নিশ্চিত। রাহুল এও জানিয়েছেন, ইভিএমে কারচুপি এবং ম্যাচ ফিক্সিং ছাড়া বিজেপি ১৮০-ও পেরোতে পারবে না। বিজেপির বিরুদ্ধে যে চোরাস্রোত বইছে সেটা অবশ্য গেরুয়া শিবিরেরও অজানা নয়। এই অবস্থায় কংগ্রেসকে নিশানা করতে হিন্দু-মুসলিম তাস খেলার পাশাপাশি পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদের ইস্যুতেও শান দিয়েছেন মোদি। কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ারের পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তানকে সমীহ করা নিয়ে মন্তব্যকে সামনে রেখে মোদির তোপ, ‘পাকিস্তানের এখন এমনই অবস্থা হয়েছে যে তারা পরমাণু বোমাও সামলাতে পারছে না। তারা চাইছে সেসব বোমা বিক্রি করে দিতে। তারা খরিদ্দার খুঁজছে। কিন্তু কেউ সেসব কিনতে চাইছেন না।’ কংগ্রেসকে ভীরু, মরণাপন্ন রোগী বলে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একটা সময় ছিল যখন গোটা বিশ্বের সামনে ভারত নিজের শক্তি জাহির করত। ২৬ বছর আগে আজকের দিনে অটলবিহারী বাজপেয়ী পোখরানে পরমাণু বোমা পরীক্ষা করেছিলেন। সারাবিশ্বের ভারতীয়রা সেজন্য গর্ববোধ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস দেশকে সবসময় ভয় দেখাত। তারা সবসময় বলত, সাবধান, পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা রয়েছে। এই সমস্ত মৃতপ্রায় লোকজন দেশের মানসিকতাকে মারতে চেয়েছিল।’

> দেশ এবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কংগ্রেস এবার বিরোধী দলের তকমাও পাবে না। কারণ তাদের আসন ৫০-এর নীচে নেমে যাবে। আপনারা ৪ জুন আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

২৬/১১-র হামলার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, ‘মুম্বই হামলার পর সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হিম্মত ছিল না কংগ্রেসের লোকজনের। কারণ, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোট ভেবেছিল যদি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে তাদের ভোটব্যাংক হতাশ হবে।’

শক্তিশালী সৌরঝড়ের কবলে বিশ্ব

সৌরঝড়ের পর পৃথিবীর আকাশে যেন রংয়ের খেলা। ঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট আলোকরশ্মি অরোরা লাদাখে। ডানদিকে, নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে।

নয়াদিল্লি, ১১ মে : আর্কটিক, অ্যান্টার্কটিকা বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হল আকাশে ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট আলোকরশ্মি ‘অরোরা’ বা ‘মেরুজ্যোতি দর্শন’। এবার সেই বিরল অরোরার দেখা মিলল ভারতে। শুক্রবার যে শক্তিশালী সৌরঝড় পৃথিবীকে আঘাত করেছে তার প্রভাবে লাদাখের আকাশে দেখা যাচ্ছে অরোরা।

শুধু ভারতেই নয়, তাসমানিয়া থেকে শুরু করে ব্রিটেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অরোরার দর্শন পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে সৌরঝড়ের যে প্রভাব পড়েছে তার জেরে কৃত্রিম উপগ্রহ, উড়ান, বিদ্যুৎ পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎগ্রিডগুলির। আমেরিকার ন্যাশনাল ওশিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার পর সৌরঝড়ের তরঙ্গ পৃথিবীর প্লাজমা এবং চুম্বকক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে। যা পরিণত হয় প্রচণ্ড ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ে। ২০০৩ সালে ‘হ্যালোউইন স্টর্ম’-এর পর প্রথমবার এত শক্তিশালী সৌরঝড় পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বড় কোনও বিপর্যয়ের কথা জানা যায়নি।

লাদাখের আকাশে অরোরা দর্শন

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অরোরা দর্শনের ছবি ও ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। ঘরের জানলা দিয়ে অরোরা দেখে খুশি ব্রিটেনের হার্টফোর্ডের বাসিন্দা ইয়ান ম্যান্সফিল্ড। তাঁর কথায়, ‘পিছনের বাগান থেকে অরোরা দেখার জন্য আমরা মাঝরাতে ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে দিয়েছিলাম। খালি চোখে খুব ভালোভাবে অরোরা দেখেছি।’

বিখ্যাত আলোকচিত্রী শন ও’রিওডান শনিবার সামাজিকমাধ্যমে করা একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘আজ ভোর ৪টায় তাসমানিয়ার আকাশকে একবারে বাইবেলে বর্ণিত আকাশের মতো লাগছিল।

আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এই সুযোগ হারানো অসম্ভব ছিল।’ কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থা এলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক জানিয়েছে, বহুদিন বাদে এত শক্তিশালী সৌরঝড় পৃথিবীকে আঘাত করেছে। মাস্ক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘স্টারলিঙ্কের পরিষেবায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমাদের দল বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।’

ওডিশার জনপ্রিয় কবি ও সমাজকর্মী পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত পূর্ণমাসী জানিকে প্রণাম প্রধানমন্ত্রীর। শনিবার কান্ধামালে মোদির জনসভায় ৮০ বছর বয়সি এই কবি হাজির ছিলেন। পরনে সাদা শাড়ি, পায়ে চটি ও হাতে লাঠির ওপর ভর করে অতি কষ্টে মঞ্চে ওঠেন। উত্তরীয় পরিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন মোদি।

নবীনের গড়ে চ্যালেঞ্জ মোদির

ভুবনেশ্বর, ১১ মে : চেষ্টা করেও ওডিশায় বিজেপি-বিজেডি জোট করা যায়নি। সংসদের ভিতরে সমন্বয় থাকলেও দু-পক্ষের অনড় মনোভাবের কারণে শেষমেশ পুরোনো গাঁটছড়া জোড়া লাগাতে পারেনি শঙ্খ এবং পদ্মশিবির। এই পরিস্থিতিতে ওডিশায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক তাঁর রাজ্য সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল তা নিয়ে বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার কন্ধমালের ফুলবনিতে একটি নির্বাচনি জনসভায় মোদি বলেন, ‘নবীনবাবু বহু বছর ধরে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। আমি ওঁকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই। রাজ্যের মানুষ কেন আপনাকে নিয়ে হতাশ? কোনওরকম কাগজ ছাড়া ওডিশার সবকটি জেলা এবং তার সদরের নাম বলুন। যে মুখ্যমন্ত্রী কাগজ ছাড়া জেলা এবং জেলা সদরগুলির নাম বলতে পারেন না, তিনি আপনাদের দুর্দশা, কষ্ট কীভাবে বুঝবেন?’ সোমবার ওডিশায় লোকসভা ভোটের সঙ্গেই প্রথম দফার বিধানসভা ভোট। উৎকলের মাটি থেকে বিজেডিকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছেন মোদি। এই প্রসঙ্গে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের চাবি হারানোর ইস্যুটিকেও খুঁচিয়ে তোলেন তিনি। বিজেপির সরকার এলে রত্নভাণ্ডারের পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা হবে। এটা মোদির গ্যারান্টি।’

মৃত শিশুকে ফেলে পরিবার নিয়ে উড়ল পাক বিমান

ইসলামাবাদ, ১১ মে : ছয় বছরের ছেলের দেহ নিয়ে ঘরে ফিরতে চেয়েছিলেন বাবা, মা। সেইমতো বিমানের টিকিটও কেটেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিমানকর্মীদের ভুলে ছেলের দেহ পড়ে রইল বিমানবন্দরে। বিমান উড়ে গেল বাবা, মাকে নিয়ে। গন্তব্যে নেমে তাঁরা জানতে পারলেন, ছেলের দেহ ফেরেনি। সম্প্রতি ইসলামাবাদ থেকে গিলগিট-বালটিস্তানের স্কার্দুগামী পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস (পিআইএ)-এর বিমানে এই কাণ্ড ঘটে। অভিযোগ, এক মন্ত্রী বিমানে উঠবেন বলে দীর্ঘ সময় সেটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। মন্ত্রীকে অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে বিমানকর্মীরা ভুলে যান শিশুটির দেহ তুলতে।

ইসলামাবাদ থেকে উড়ে স্কার্দু বিমানবন্দরে নেমে ছেলের দেহ ফেলে আসার কথা জানার পর জ্ঞান হারান বাবা, মা। শিশুটির নাম মুজতবা। পাকিস্তানের খারমার্গ জেলার কাটসি গ্রামের বাসিন্দা। টিউমার হয়েছিল তার। স্কার্দুতে চিকিৎসা চলছিল। সেখান থেকে চিকিৎসকেরা তাকে রাওয়ালপিন্ডির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। রাওয়ালপিন্ডিতে বেনজির ভুট্টো হাসপাতালে তিন সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা চলে শিশুটির। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার শিশুটির মৃত্যু হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে সড়কপথে স্কার্দু যেতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যে মুজতবার বাবা, মা শুক্রবার ইসলামাবাদ থেকে বিমান ধরেন তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে। তাঁদের হয়রানি শুরু হয় শুক্রবার ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছোনোর পর।

হয়রানির খবরটি জানান ভুক্তভোগী পরিবারের আত্মীয় ইব্রাহিম আসাদি। তিনি বলেন, বিমান সংস্থার কাছে অভিযোগ জানানোর পর তাদের আশ্বাস, শীঘ্রই পরের বিমানে শিশুটির দেহ তার বাবা, মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই পরিবারকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না, তা অবশ্য জানা যায়নি।

পিওকে’র বিক্ষোভে গুলি পাক পুলিশের

মুজফফরাবাদ, ১১ মে : বিক্ষোভে উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে ঠেকাতে শুক্রবার একে-৪৭ থেকে গুলি চালিয়েছে পুলিশ ও আধাসেনা রেঞ্জার্স। কমপক্ষে ২ বিক্ষোভকারী প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। হাসপাতালে আহতদের পরিজনদের কান্নাকাটির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি।

পিওকে’র বিভিন্ন এলাকায় চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, গত কয়েকমাস ধরে মুদ্রাস্ফীতি, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া, করের চড়া হার ও বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রতিবাদে পিওকে-তে বিক্ষোভ চলছে। সম্প্রতি তা চরমে পৌঁছেছে। আন্দোলন মোকাবিলায় পুলিশের পাশাপাশি পাক রেঞ্জার্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে কাঁদানে গ্যাস, পেলেট ব্যবহার করেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু পিছু হটেননি বিক্ষোভকারীরা। এরপরই গুলি চালাতে শুরু করে পুলিশ-রেঞ্জার্স।

ভোট-তথ্য খাড়গের জবাব কমিশনকে

নয়াদিল্লি, ১১ মে : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের টানাপোড়েনে ছেদ পড়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। লোকসভা ভোটের প্রথমপর্বে ভোটদানের চূড়ান্ত হার প্রকাশে

নির্বাচন কমিশনের অস্বাভাবিক দেরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন খাড়গে। পালটা চিঠিতে খাড়গের বিরুদ্ধে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ তোলে কমিশন। সেই পত্রাঘাতের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি।

শনিবার কমিশনকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘আমার খোলা চিঠিটি স্পষ্টভাবে আমাদের জোটের সহযোগী দলগুলির উদ্দেশে লেখা হয়েছিল। কমিশনকে পাঠানো হয়নি। এটা আশ্চর্যের যে কমিশন তার বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগকে উপেক্ষা করে শুধু ওই চিঠিটির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে। চিঠির ভাষা নিয়ে আমার কিছু আপত্তি রয়েছে। কিন্তু ওরা যে চাপের মধ্যে কাজ করছে সেটা বুঝতে পারছি বলে আমি আর এই বিষয়ে এগোব না।’

খাড়গে আরও লিখেছেন, ‘এই লেখার (কমিশনের চিঠি) প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বিভ্রান্ত হচ্ছি। কমিশন একটি নির্বাচনি এলাকা অথবা রাজ্যের ভোটার-তথ্য প্রকাশ করতে আইনত বাধ্য নয়। তবে এটা করা বাস্তবসম্মত।’ প্রবীণ কংগ্রেস নেতার বার্তা, ‘আমি হতাশ। কমিশন আমার চিঠির সেই লাইনটার উল্লেখ করেনি যেখানে বলা হয়েছে, গণতন্ত্র রক্ষা করা এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকর স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য আমাদের একজোট হয়ে চেষ্টা করা উচিত। এটা স্পষ্ট যে, দল হিসাবে কংগ্রেস কমিশনের সমর্থনে রয়েছে। আমরা কমিশনের শক্তি ও স্বাধীনতা বজায় রাখার পক্ষে। তাঁরা কোথায় দাঁড়াবেন সেই ব্যাপারে এবার কমিশনের কর্তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’

আফগানিস্তানে হড়পায় মৃত ৩০০-র বেশি

কাবুল, ১১ মে : হড়পা বিধ্বস্ত আফগানিস্তান। ৪৮ ঘণ্টার বৃষ্টি-বন্যা-ভূমিধসে উত্তর আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশে মৃতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। নিখোঁজ বহু। কয়েকহাজার বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছে। মাটি চাপা পড়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে কয়েকদিন সময় লাগবে বলে তালিবান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে।

সরকারি মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ শনিবার জানিয়েছেন, শুধু বাঘলানি জাজিদ জেলাতেই দেড়হাজার বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মারা গিয়েছেন শতাধিক বাসিন্দা। উত্তর তাখার প্রদেশে ২০টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক গ্রামের সঙ্গে জেলা সদরগুলির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

হড়পায় ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত। শনিবার পূর্ব আফগানিস্তানের বাগলাম অঞ্চলে।

দেশের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব বদাখশান, মধ্য ঘুর এবং পশ্চিম হেরাতে হড়পা ও ধসের ফলে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। সেনা ও ৩টি প্রদেশে কমপক্ষে ৬২টি মৃত্যুর বিপর্যয় মোকাবিলা দলগুলিকে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে পাঠানো হচ্ছে। আফগানিস্তানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ। সেখানে ত্রাণ পাঠানোর কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শরণার্থী।

আবহাওয়াবিদদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাব পড়েছে আফগানিস্তানে। সাধারণভাবে বছরের বেশিরভাগ সময় সেখানে শুষ্ক শীত থাকে। বৃষ্টি প্রায় হয় না বললে চলে। কাবুল উপত্যকায় মাঝে মধ্যে হয় তুষারপাত। কিন্তু চলতি বছর সেই প্রবণতায় ছেদ পড়েছে। আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। যার জেরে মাটির স্তর আলগা হয়ে গিয়েছে। এখনও আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বাড়ি পাথর, কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে। যার জেরে হড়পা, ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি এবং মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ত্রাণ এবং উদ্ধারকাজে সমস্যায় পড়েছে প্রশাসন।

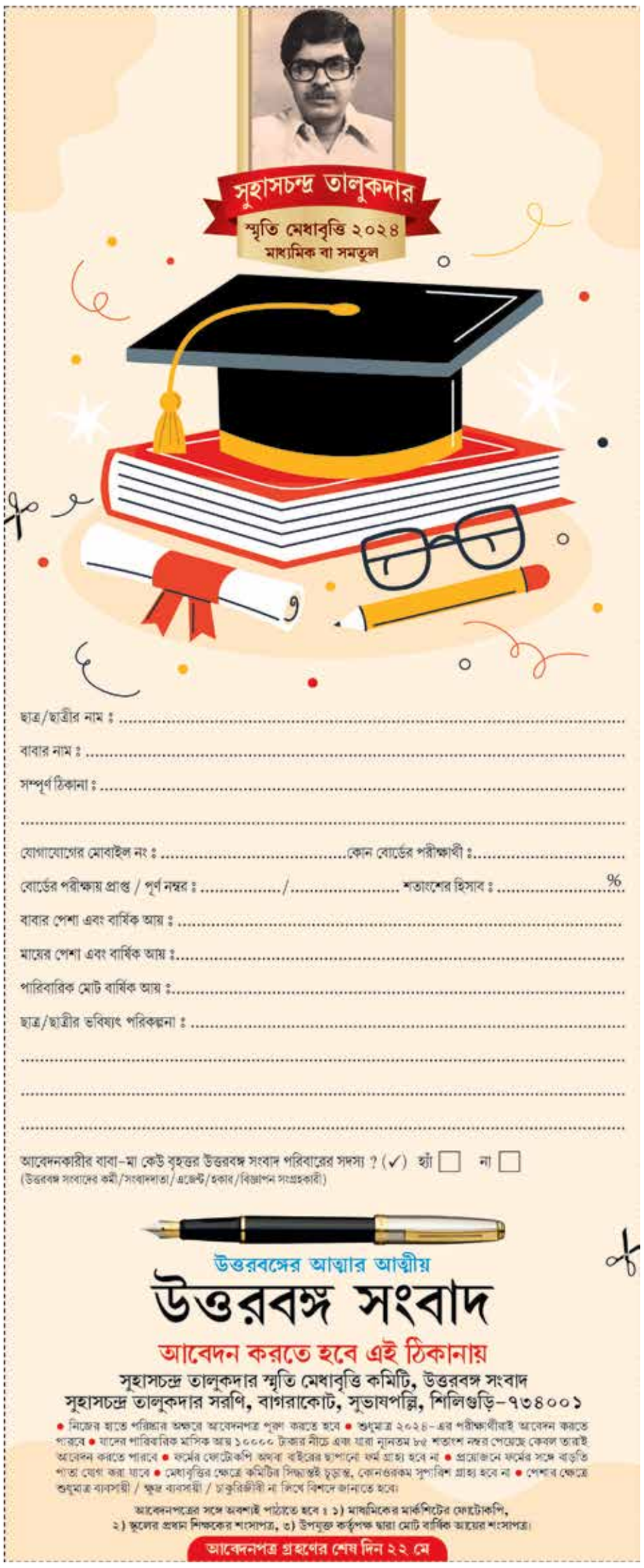

‘ক্ষমতায় ফিরলে মমতাদের জেলে ভরবেন মোদি’

জামিনে মুক্তির পর মন্তব্য কেজরিওয়ালের

স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে মন্দিরে পুজো কেজরিওয়ালের। পরে মেহরৌলিতে রোড শো-তে অংশ নেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার।

নয়াদিল্লি, ১১ মে : অন্তর্বর্তী জামিনে জেল থেকে বেরিয়েই বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, মোদি আবার প্রধানমন্ত্রী হলে এবার জেলে পাঠাবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় বিরোধী নেতৃত্বকে।

কেজরিওয়াল বলেন, ‘এক দেশ এক নেতা’-র বিপজ্জনক তত্ত্ব বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন মোদি। তিনি ক্ষমতায় ফিরলে দলের বাইরে কিংবা ভিতরে—কোথাও বিরোধী বলে আর কিছু রাখবেন না। বিরোধীদের জেলে পোরার পাশাপাশি নিজের দলের নেতাদের ডানা ছাঁটবেন মোদি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুক্রবার সন্ধ্যায় জেল থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই শনিবার দিল্লিতে কনট প্লেসের হনুমান মন্দির ঘুরে এসে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই কেজরিওয়াল বলেন, ‘বিজেপি আবার ক্ষমতায় ফিরলে দেশের সমস্ত বিরোধী নেতা-নেত্রীকে জেলে যেতে হবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, শিবসেনা উদ্ধব গোষ্ঠীর প্রধান উদ্ধব ঠাকরে সহ শীর্ষস্থানীয় বিরোধীদের কেউই বাদ যাবেন না মোদির রোষানল থেকে।’

লোকসভা ভোটের মুখেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তার আগে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও ইডি গ্রেপ্তার করে। শনিবার সেই প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেন, ‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বিরোধীকে জেলে ভরে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিকেই খতম করে দেবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন আমাদের (আপ) মন্ত্রীরা, হেমন্ত সোরেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতার মন্ত্রীরা সব জেলে পচছেন। আর এরা ফের ক্ষমতায় ফিরলে বাকিদেরও জেলের বাইরে রাখার ঝুঁকি নেবে না।’

একইসঙ্গে কেজরিওয়াল এ-ও ব্যাখ্যা করেন, কেন তিনি গ্রেপ্তার হয়েও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তাঁর বক্তব্য, ‘ওই ফাঁদে আমি পা দিইনি, দেবও না। ওরা চেয়েছিল আমাকে গ্রেপ্তার করে চাপ দিয়ে ইস্তফা দেওয়াতে। তারপর আমার দলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হত।’ কেজরিওয়ালের আরও দাবি, ‘ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত হয়নি হেমন্ত সোরেনের।’

কেজরিওয়াল বলেন, শুধু বিরোধী নেতৃত্ব নয়, বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতানেত্রীর মাথার ওপরও খাঁড়া ঝুলছে। তাঁর কথায়, ‘বিজেপিতে এখন লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশি, শিবরাজ সিং চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, এমএল খাট্টার, রমন সিংদের জমানা শেষ। মোদি-শা’র পরবর্তী লক্ষ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ক্ষমতায় ফেরার দু’মাসের মধ্যেই যোগীকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে সরানো হবে।’

প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়েও বিজেপিকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, ‘বিজেপি তো জানতে চায় ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী। এবার বিজেপি বলুক, ভোটে জিতে তারা ক্ষমতায় ফিরলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? কিছুদিনের মধ্যেই ৭৫ পেরোবেন মোদি। নিজের নিয়ম মেনেই সরে যেতে হবে তাঁকে। তখন প্রধানমন্ত্রী হবেন অমিত শা। অর্থাৎ বিজেপিকে ভোট দিলে তা দেওয়া হবে মোদিকে নয়, শা-কে। দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র অতলে তলিয়ে যাবে।’ কেজরিওয়ালের কাতর আর্তি, ‘১৪০ কোটি নাগরিকের কাছে আমার প্রার্থনা, ইন্ডিয়াকে ভোট দিন। মেরে দেশকো তানাশাহি সে বাচা লো।’

মোদিকে সরিয়ে অমিত শা-এর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জল্পনা কেজরিওয়াল উসকে দেওয়ার পর এদিন হায়দরাবাদে মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শা বলেন,

> বিজেপি বলুক, ভোটে জিতে তারা ক্ষমতায় ফিরলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? কিছুদিনের মধ্যেই ৭৫ পেরোবেন মোদি। নিজের নিয়ম মেনেই সরে যেতে হবে তাঁকে।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

‘মোদি ৭৫ পেরোচ্ছেন বলে ইন্ডি জোটের উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর তৃতীয় দফার মেয়াদও শেষ করবেন এবং তিনিই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন দেশকে।’

যদিও কেজরিওয়ালের দাবি, ৪ জুনের পর দিল্লির তখতে আর দেখা যাবে না বিজেপি বা মোদিকে। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসছে, যার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে আপ।

শুক্রবারই কেজরিওয়ালকে ১ জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ-ও জানিয়েছে, কেজরিওয়ালকে ২ জুন আবার জেলে ফিরতে হবে। শনিবার কেজরিওয়াল তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আম আদমি পার্টিকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চেয়েছেন। চেষ্টার কোনও কসুর করেননি তিনি। ডায়াবিটিসের রোগী

> মোদি ৭৫ পেরোচ্ছেন বলে ইন্ডি জোটের উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর তৃতীয় দফার মেয়াদও শেষ করবেন এবং তিনিই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন দেশকে।
>
> **অমিত শা**

হওয়া সত্ত্বেও জেলে তাঁকে টানা ১৫ দিন ইনসুলিন দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভগবানের দয়ায় আজ আমি আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি। পরিস্থিতি এলে জেলে বসেই সরকার চালিয়ে দেখিয়ে দেব।’

কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, গত ৭৫ বছরে আর কোনও রাজনৈতিক দলকে এমন হেনস্তার শিকার হতে হয়নি। এদিন দিল্লির মেহরৌলিতে কেজরিওয়াল একটি রোড শোয়ে অংশ নেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে সঙ্গে নিয়ে।

রাগার বাজি ওয়াইএসআর

লক্ষ্য শর্মিলার জয়

শর্মিলার সঙ্গে প্রচারে রাহুল গান্ধি। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপায়।

কাডাপা, ১১ মে : অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ওয়াইএসআর রাজাশেখর রেড্ডিই এখন রাহুল গান্ধি তথা কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানোর সবথেকে বড় বাজি। ২০০৯ সালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় রাজাশেখর রেড্ডির অকাল প্রয়াণের পর থেকে তাঁর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচারে এসে রাহুল গান্ধি সেই অভিযোগ থেকে শুধু কংগ্রেসকে মুক্ত করার মরিয়া চেষ্টাই করলেন না, ওয়াইএসআরকে সামনে রেখে তাঁর মেয়ে ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডিকে জেতানোর বার্তাও দিয়েছেন। সোমবার অন্ধ্রের ২৫টি লোকসভা আসন এবং ১৭৫টি বিধানসভা আসনের ভোট।

শনিবার প্রথমেই শর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে ইডুপুলাপায়ায় ওয়াইএসআর সমাধিস্থলে যান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। সেখানে ওয়াইএসআরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কাডাপায় নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘রাজাশেখর রেড্ডি এবং কংগ্রেস এক। রাজাশেখর রেড্ডির সম্মানে আঘাত লাগে এমন কোনও কাজ কংগ্রেস কখনও করতে পারে না। যাঁরা তাঁর নাম নিয়ে কিছু ফায়দা তুলতে চেয়েছিলেন তাঁরাই এই কাজটি করেছিলেন। রাজাশেখর রেড্ডি দিল্লিতে অন্ধ্রপ্রদেশের কণ্ঠ ছিলেন।’

গান্ধি পরিবারের সঙ্গে ওয়াইএসআরের ঘনিষ্ঠতার পাশাপাশি ভারত জোড়ো যাত্রার অনুপ্রেরণাও যে প্রয়াত নেতা ছিলেন সেকথা এদিনের মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘রাজাশেখর রেড্ডি রাজীব গান্ধির ভাই ছিলেন। দুজনের সম্পর্ক অনেক পুরোনো। রাজাশেখর রেড্ডি অন্ধ্রে পদযাত্রা করেছিলেন। সেটাই আমার ভারত জোড়ো যাত্রার অনুপ্রেরণা ছিল। উনি স্বয়ং আমাকে ভারতে পদযাত্রা করার কথা বলেছিলেন। আমার বাবার অনুপস্থিতিতে উনি আমার মেন্টর ছিলেন।’

শর্মিলাকে চেল্লি (ছোটবোন) বলে আখ্যা দিয়ে তাঁকে কাডাপা থেকে জেতানোর ডাক দেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘আমি কখনও কোনও মানুষের থেকে প্রতিশ্রুতি চাইনি। কিন্তু কাডাপার মানুষের কাছে চাইছি। আপনারা আমার বোন শর্মিলাকে জেতান। যে কাজ চন্দ্রবাবু, জগন করতে পারেননি সেটা শর্মিলা করে দেখাবেন। কোনও সিবিআই, ইডি ওঁকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওয়াইএসআরের মতাদর্শ ও মূল্যবোধকে জীবিত রাখতে শর্মিলাকে জেতান আপনারা।’ মেয়েকে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন তাঁর মা ওয়াইএস বিজয়াম্মাও। কাডাপা আসনে ১৯৮৯-১৯৯৮ পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন রাজাশেখর রেড্ডি। এবার শর্মিলার বিরুদ্ধে রয়েছেন তাঁর খুড়তুতো ভাই অবিনাশ রেড্ডি।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন্মোহন রেড্ডিকে বিঁধে রাহুল বলেন, ‘রাজাশেখর রেড্ডির যে সামাজিক ক্ষমতায়নের রাজনীতি ছিল সেটা এখন আর অন্ধ্রে নেই। শুধু বদলার রাজনীতি চলছে।’ ওয়াইএসআর কংগ্রেস, টিডিপি, জনসেনাকে বিজেপির বি-টিম বলেও তোপ দাগেন রাহুল। তিনি বলেন, বিজেপির বি-টিমের অর্থ বি ফর বাবু, জে ফর জগন, পি ফর পবন। এই তিনজনের রিমোট কন্ট্রোল নরেন্দ্র মোদির হাতে রয়েছে। কারণ মোদির হাতে ইডি, সিবিআই রয়েছে।’

মোদির সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে রাজি রাহুল

নয়াদিল্লি, ১১ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে বসতে রাজি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিষয়টি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানানো হলে তিনিও সম্মতি দিয়েছেন বলে জানান রাহুল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন বি লোকুর, হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এপি শা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক এন রাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে অষ্টাদশ লোকসভা ভোট নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক করার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। শাসক ও বিরোধী শিবিরের দুই মহারথী পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ তুলছেন এবং চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন তার পাকাপাকি উত্তর পেতে ওই বিতর্কে বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা তাঁর দল বিজেপি এখনও উত্তর না দিলেও রাহুল গান্ধি বিতর্কে বসার প্রস্তাব লুফে নিয়েছেন। শনিবার দুই প্রাক্তন বিচারপতি এবং সাংবাদিককে একটি চিঠি লিখে রাহুল জানিয়েছেন, তাঁকে বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ।

ওই চিঠিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, এই ধরনের বিতর্ক হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী সেটা বুঝতে সুবিধা হবে সাধারণ মানুষের। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে যে ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ ওঠে তাও বন্ধ হবে।’ রাহুলের মতে, যেহেতু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাই তাদের নেতৃত্বের বক্তব্য সরাসরি শোনাটা জনতার অধিকার। আমি কিংবা কংগ্রেস সভাপতি এই ধরনের প্রকাশ্য বিতর্কে যোগ দিতে রাজি।’ এরপরই রাহুলের খোঁচা, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রকাশ্যে বিতর্কে কবে যোগ দেবেন কিংবা আদৌ যোগ দিতে ইচ্ছুক কিনা সেটা আমরা জানতে চাই। একটি গঠনমূলক এবং ঐতিহাসিক বিতর্কের অপেক্ষায় থাকলাম।’ শুক্রবার লখনউয়ে একটি আলোচনাসভাতেও দর্শকাসন থেকে রাহুলের কাছে এই বিতর্কে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে রাহুল হাসিমুখে সপাট জবাব দিয়েছিলেন, ‘বিতর্ক করার জন্য আমি ১০০ শতাংশ তৈরি। যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্কে রাজি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিতর্ক করতে চাই। কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানি। উনি আমার সঙ্গে বিতর্ক করবেন না।’

রাগে সনদ ছিঁড়লেন ইজরায়েলি দূত

প্যালেস্তাইনকে সদস্য করার প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে

নিউ ইয়র্ক, ১১ মে : গাজা অভিযানের মধ্যেই আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে জোর ধাক্কা খেল ইজরায়েল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের মরিয়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় পাশ হয়ে গেল প্যালেস্তাইনকে পূর্ণাঙ্গ সদস্য করার প্রস্তাব। যে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত সহ ১৪৩টি দেশ। ইজরায়েলি সেনার গাজা অভিযান সমর্থন না করলেও এদিন প্যালেস্তাইন প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছে আমেরিকা। সেই পথে হেঁটেছে আরও ৭টি দেশ। ভোটদানে বিরত ছিল ২৫টি দেশ।

প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাওয়ায় সভাকক্ষেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের স্থায়ী প্রতিনিধি জিলাদ এর্দান। বলেন, ‘আজকের দিনটি ইতিহাসের পাতায় একটি কালো দিন হয়ে থাকবে। আজ রাষ্ট্রসংঘ যে অনৈতিক কাজ করল আমি চাই সেটা সারা পৃথিবী মনে রাখুক। আমি আপনাদের সামনে একটা আয়না দেখাচ্ছি। এখানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কত কথা বলা হয়। যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আজকের ভোটপর্ব সেইসব কিছুকে মিথ্যা প্রমাণ করল। আজ এমন একটি দেশকে সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে। যে দেশ জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সনদ আজ আপনারাই

ছিঁড়ে ফেললেন। আমি আয়নায় সেই দৃশ্যটা দেখাচ্ছি।’ এরপর প্রকাশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সনদ ছিঁড়ে ফেলেন এর্দান।

২০১২ থেকে রাষ্ট্রসংঘে অ-সদস্য পর্যবেক্ষক দেশের মর্যাদা পাওয়া প্যালেস্তাইন যে কোনও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র নয় সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘যাদের অস্তিত্বই নেই তাদের জন্য আপনারা ভোট দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে হামাস জঙ্গিদের দেশ হয়ে উঠবে প্যালেস্তাইন। আর সেই দেশের নেতা হবেন হামাসের মাথা ইয়াহিয়া সিনওয়ার। যাকে রাষ্ট্রসংঘই টাকা দেয়।’ ৭ অক্টোবর হামাসের বেনজির হামলায় ইজরায়েলের হাজারের বেশি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। চলতি গাজা যুদ্ধের সেটাই শুরু। বিশ্বকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইজরায়েল কাটেজ বলেন, ‘৭ অক্টোবরের কীর্তির জন্য হামাসকে পুরস্কার দেওয়া হল। রাষ্ট্রসংঘ কতটা একপেশে আজ সেটা প্রমাণ হয়ে গেল।’

পর্যবেক্ষকদের মতে, সাধারণসভার সমর্থন পেলেও প্যালেস্তাইনের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ প্রাপ্তি এখনও দূর-অস্ত। কারণ, এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের। সেখানে ভেটো প্রদানকারী ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৩টি (আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ইজরায়েলের পক্ষে রয়েছে। এই ৩টি দেশের মধ্যে একটি প্যালেস্তাইন প্রস্তাবে ভেটো দিলেই তা অকার্যকর হয়ে যাবে।

ছেলের ওপর আস্থা মানেকার

নয়াদিল্লি, ১১ মে : বরুণ গান্ধিকে এবার পিলিভিটে প্রার্থী করেনি বিজেপি। এই নিয়ে বরুণ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাননি ঠিকই। তবে দলের সিদ্ধান্ত যে তিনি মন থেকে মানেননি সেটাও ইতিমধ্যে প্রমাণিত। এই ব্যাপারে তাঁর মা তথা সুলতানপুরের বিজেপি প্রার্থী মানেকা গান্ধিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি দলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি না। আমি তাকে সম্মান করি।’ মানেকা বলেন, ‘বরুণ গান্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। উনি যোগ্য ব্যক্তি। নিজের সেরাটাই দেবেন উনি।’ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের তুলনা টেনে বলেন, ‘কেউ কেউ সাংসদ হয়ে যান আবার কেউ কেউ সাংসদ না হয়েও রাজনীতিবিদ হয়ে যান। জীবনে কার জন্য কী রয়েছে সেটা কেউ বলতে পারেন না।’

পরিবারের ৫ জনকে মেরে ‘আত্মঘাতী’

লখনউ, ১১ মে : নিজের মা, স্ত্রীকে খুন করার পর আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। শুধু তা-ই নয়, তিন নাবালক সন্তানকে তিনি ছাদ থেকে ছুড়ে নীচে ফেলে হত্যা করেন। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর এলাকার পালাপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। শনিবার পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, লখনউ থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে সীতাপুরের পালহাপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অনুরাগ সিং (৪৫)। তিন সন্তান, স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে থাকতেন তিনি। নেশাগ্রস্ত অনুরাগ মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রায়ই কোনও না কোনও কারণে স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে অশান্তি লেকে থাকত তাঁর। স্বামীর নেশা ছাড়াতে তাঁকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠাতে চেয়েছিলেন স্ত্রী প্রিয়াংকা (৪০)। কিন্তু অনুরাগ রাজি না হওয়ায় দু’জনের মধ্যে প্রায়ই বচসা হত।

শুক্রবার রাতে সেই ঝামেলা চরমে ওঠে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঝামেলার মধ্যেই স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খুন করেন অনুরাগ। তারপর নিজের মা সাবিত্রী (৬৫)-কে গুলি করেন। শেষে তিন সন্তানকে ছাদে নিয়ে গিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দেন তিনি। চিৎকার শুনে পড়শিরা ছুটে আসায় নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হন অনুরাগ।

একই পরিবারের ছয়জনের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামে। পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্থানীয় থানার আধিকারিক চক্রেশ মিশ্র বলেন, ‘ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে এসেছে। আমরা ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখছি।’ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে। অনুরাগের কাছে কীভাবে ওই পিস্তল এল, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

উপত্যকাজুড়ে সন্তানহারা মায়েদের কান্না

নবনীতা মণ্ডল

শ্রীনগর, ১১ মে : ‘ভগবান সর্বত্র থাকতে পারেন না, তাই তিনি মা বানিয়েছেন’ বিখ্যাত এই উক্তি কোথাও যেন ফিকে হয়ে আসে ভূ-স্বর্গের আনাচে-কানাচে। মা তো মা’ই হয়। তা সে তাঁর সন্তান জঙ্গি হোক বা দেশের সুরক্ষায় থাকা সেনা। মায়েদের কাছে সন্তানের পরিচয় আলাদা করে কিছু হয় না। কিন্তু যখন কাশ্মীরের কথা আসে, তখন এই শব্দগুলো যেন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কারণ, বছরের পর বছর ধরে মা আর সন্তানের আবেগের সবচেয়ে খারাপ শিকার হতে হচ্ছে এখানকার মায়েদের।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্ব মাতৃ দিবস হিসেবে পালিত হয়। অথচ বিশ্ব মাতৃ দিবস খুব একটা নাড়া দেয় না কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিহত জঙ্গির মা’কে বা জঙ্গি হানায় নিহত সেনার মা’কে। এটাকেই নিজেদের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছেন উপত্যকার মায়েরা।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদ, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যা বা লোকসভা ভোট, বছরের পর বছর ধরে কাশ্মীরের নারীরা এই স্থানের ট্র্যাজেডির প্রতীক হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। সারা বিশ্ব যখন মাতৃ দিবস উদযাপন করে তখন কাশ্মীরের গল্পটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ছোটবেলা থেকে দেখে আসা চিনার গাছের সারির ওপারে দিগন্তজোড়া শূন্যতা। হাড় কাঁপানো হাওয়ায় পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো ঝরে পড়া বরফে, আপেল খেতের ধারে এবং দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্যে সেই হতাশাই ঘুরেফিরে বেড়ায়। সন্ত্রাসবাদের থাবায় সন্তান হারানো অগণিত কাশ্মীরি নারীর বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকা এই শূন্যতার মর্যাদা কি দিতে পারে আপনাদের ৩৭০?

বাংলা থেকে কয়েক হাজার যোজন দূরে বিশ্বের ভূ-স্বর্গ হিসেবে খ্যাত জম্মু-কাশ্মীরের বারামুলাতে দাঁড়িয়ে যে কোনও দিন এক কাশ্মীরি মহিলার থেকে এই প্রশ্ন শুনতে হবে, তার আন্দাজ ছিল না একেবারেই। কী উত্তর দেওয়া উচিত? ভাবার আগেই ফের মুখ খুললেন ফাহমিনা, ‘জানেন, সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। শ্রীনগরের কলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করত। আমরা ভেবেছিলাম শিক্ষক হবে। ঠিক সেই সময়েই একদিন রাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল জাহিদ। বলল, জেহাদ করতে যাচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ওর কফিন বন্দি দেহ এল ঘরে।’ জীবন থেমে থাকে না, জাহিদের মা ফাহমিনার জীবনও থেমে নেই কিন্তু যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে জীবনে তা যে আর কোনও দিন পূরণ হওয়ার নয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃদিবস

এবারের নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাবেন ওই মা। সরকারের কাছে তাঁর একটাই আর্তি, ‘সেনা বা জঙ্গি কোনও মায়ের কাছেই সন্তানের মৃত্যু কাম্য নয়। তাই সরকার যেন শক্ত কোনও পদক্ষেপ করে যাতে কাশ্মীরের মায়েরাও মাতৃ দিবসের স্বাদ নিতে পারেন বাকি বিশ্বের মায়েদের মতো।’

যে সন্তানকে দীর্ঘ ন’মাস গর্ভে ধারণ করেছেন তাকে কবর দেওয়া কী, তা কেবল একজন মা’ই জানেন, চোখের জল মুছে জানালেন ২০১০ সালের জঙ্গি হামলায় নিহত স্থানীয় ফলের ব্যবসায়ী মীর সাহিলের অসহায় বৃদ্ধ মা। যার কাছে মাতৃ দিবস মানে সোনার পাথরবাটি।

সন্তান প্রসবের যন্ত্রণার চেয়ে মারাত্মক আর কোনও কষ্ট নেই। কিন্তু একজন মা এর পরেও হাসেন কারণ, তিনি তাঁর সন্তানকে দেখতে পান। কিন্তু এখানকার গল্পটা অন্যরকম। এখানে মায়েরা বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করেছেন কোনওরকম আশা ছাড়াই। মাতৃ দিবস উদযাপন এদের কাছে অধরা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দৃশ্য এই উপত্যকার প্রতিটি জায়গায়। কাশ্মীরের মায়েদের সন্তানদের কবর দেওয়ার সাক্ষী হতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

উপত্যকা জুড়ে মায়েদের হাহাকার রয়েছে, রয়েছে সন্তান ফিরে আসার অনন্তকালের অপেক্ষা কিন্তু উপায় কী? প্রতিকার কী? উত্তর নেই কারোর কাছেই। দেশ-সরকার-আইন সবাই নিজের নিয়মে চলমান। শুধু জীবনের গতি হারিয়েছেন ভূ-স্বর্গের মায়েরা।

অন্ধ্রভবনে খাবার টেবিলে পড়ুয়াদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

খেলায় আজ

১৯৭৯ : ক্লে কোর্টে ১২৫ ম্যাচ জয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস কিংবদন্তি ক্রিস এভার্টের বিজয়রথ থামল।

সেরা অফবিট খবর

এই রকমও হয়!

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি২০ ম্যাচে বাংলাদেশ ইনিংসের ২০তম ওভারে রান নিতে গিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয় তানভির ইসলাম ও মুস্তাফিজুর রহমানের। কিন্তু ওভার থ্রো হওয়ায় রানআউট হয়নি। তা দেখে দ্বিতীয় রান নিতে দৌড়ান তানভির। কিন্তু মুস্তাভিজ স্ট্রাইকার প্রান্তের ক্রিজ ছাড়তে দেরি করায় নন স্ট্রাইকার এন্ডে নিশ্চিত রানআউট ছিল। বলও চলে এসেছিল। কিন্তু সহজ থ্রো জোনাথন ক্যাম্পবেল ধরতে পারেননি। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আরও এক রান নিয়ে নেন বাংলাদেশের দুই ব্যাটার।

ভাইরাল

কালো হৃদয়

লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে মাঠের মধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ভর্ৎসনার মাঝেই নবীন-উল-হকের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট ধোঁয়াশা তৈরি করল। আফগান পেসার মাঠে খেলা চলাকালীন লোকেশের সঙ্গে খুশির মুহূর্তের একটি ছবি দিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। সেইসঙ্গে ছবির ক্যাপশনে কালো রংয়ের হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন। অনেকেই মনে করছেন এর মাধ্যমে নবীন অধিনায়কের পাশে থাকার বার্তা দিলেন।

সংখ্যায় চমক

১০০ নম্বর ১০০

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শুভমান গিলের শতরানটি ছিল আইপিএলের ইতিহাসে ১০০ নম্বর ১০০।

সেরা উক্তি

ঘোষণাটা করা এতটা কঠিন হবে ভাবিনি। ৭ বছর ধরে ক্লাবের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি। এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাই।
-কিলিয়ান এমবাপে
(প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ার ঘোষণায়)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. নীরজ চোপড়া ছাড়া আর কোন দুই ভারতীয় অ্যাথলিট ডায়মন্ড লিগে প্রথম তিনে শেষ করেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. স্মৃতি মান্ধানা, ২. গ্রান্দোলি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, কৌশাভ দে, বীণাপানি সরকার হালদার, প্রেয়সী দাস, শ্রেয়সী দাস, দেবাংশু ঘোষ, নির্মল সরকার।

পরেরবার সোনার শপথ নীরজের

দোহা, ১১ মে : ৮৮.৩৮ মিটার। ৮৮.৩৬ মিটার। প্রথমটা চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাভলিন থ্রোয়ার জ্যাকুব ভাদলেচের সেরা প্রয়াস। দ্বিতীয়টা নীরজ চোপড়ার। অর্থাৎ মাত্র ২ সেন্টিমিটারের জন্য শুক্রবার দোহায় আয়োজিত ডায়মন্ড লিগে ভারতের 'সোনার ছেলে'-র সোনা হাতছাড়া।

ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় হওয়ার পর ভক্তদের সঙ্গে সেলফিতে নীরজ চোপড়া।

> এই বছর আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাটি হল অলিম্পিক। ডায়মন্ড লিগও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা দিয়ে মরশুম শুরু করলাম। অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়েছে। তবে পরেরবার আরও দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা জেতার চেষ্টা করব।
>
> **নীরজ চোপড়া**

অলিম্পিকের মরশুমে প্রথম প্রতিযোগিতায় নেমে সোনা না জিতলেও শুরুটা ভালোই করেছেন। পদক এলেও নিজের পারফরমেন্সে খুশি হতে পারছেন না নীরজ। তিনি বলেছেন, 'ভেবেছিলাম ৮৮ মিটারের বেশি দূরত্বে ছুড়তে পারব। ধারাবাহিকতায় খুশি হলেও এদিনের চেষ্টায় সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।' পরের ডায়মন্ড লিগে যে পদকের রং পালটাতে তিনি মরিয়া সেই ব্যাপারে জানিয়ে ২৬ বছরের এই তারকা অ্যাথলিট বলেন, 'এই বছর আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাটি হল অলিম্পিক। ডায়মন্ড লিগও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা দিয়ে মরশুম শুরু করলাম। অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়েছে। তবে পরেরবার আরও দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা জেতার চেষ্টা করব।'

কাতারে ভারতীয় সমর্থকদের সমর্থনে অভিভূত নীরজ বলেছেন, 'কাতারে বসবাসকারী ভারতীয়রা আমায় যেভাবে সমর্থন করেছেন, তাতে আমি আপ্লুত। হয়তো কোনও একদিন ভারতীয়রা আরও দূরে জ্যাভলিন ছুড়তে পারবে। ভারতীয় হিসাবে আমি গর্বিত।' ২৬ জুলাই থেকে অলিম্পিকের দামামা বাজবে। তার আগে ৭ জুলাই প্যারিসেই বসবে পরবর্তী ডায়মন্ড লিগের আসর। সেখানেই অলিম্পিকের আগে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ পাবেন নীরজ।

পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা এমবাপের

প্যারিস, ১১ মে : অপেক্ষার অবসান। জল্পনারও। প্যারিস সাঁ জাঁ-র সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে নারাজ কিলিয়ান এমবাপে। অর্থাৎ মরশুম শেষে ফরাসি জায়েন্টদের সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন তিনি, এমনটা নিজেই জানান ফরাসি তারকা। তবে কি প্যারিস ছেড়ে মাদ্রিদের পথে এমবাপে? বিশেষজ্ঞদের মতে, রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর যোগদান সময়ের অপেক্ষা। শোনা যাচ্ছে, লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে ইতিমধ্যেই তিনি প্রি-কনট্রাক্টে সই করে ফেলেছেন।

এমবাপে কি অলিম্পিকে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন? এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর মাদ্রিদে যোগদানের জল্পনায় ইন্ধন জুগিয়ে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, 'এমবাপের প্যারিস ছাড়া নিয়ে বিশেষ মন্তব্য করতে চাই না। তবে আশা করি রিয়াল মাদ্রিদ ওকে অলিম্পিকে খেলার জন্য ছাড়বে। আমি সর্বতোভাবে ওদের রাজি করানোর চেষ্টা করব।'

শুক্রবার ভারতীয় সময় মধ্যরাতের কিছু আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিওবার্তা আপলোড করেন কিলিয়ান। তাতে ক্লাব ছাড়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, 'ঘোষণাটা করা এতটা কঠিন হবে ভাবিনি। ৭ বছর ধরে ক্লাবের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি। এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাই।' পাশাপাশি রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে লিগ ওয়ানের নিয়মরক্ষার ম্যাচে টুলুসের বিরুদ্ধে পিএসজি-র ঘরের মাঠ পার্ক ডে প্রিন্সেসে তিনি যে শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন, সেটাও জানান কিলিয়ান।

> ‘নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাই’

বার্তায় ক্লাবের কর্মচারী থেকে কোচ, সকলকে ধন্যবাদ জানালেও ক্লাব সভাপতি নাসের আল খেলাইফিকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। গত এক বছরে দুজনের সম্পর্কে যে কতটা ভাঙন ধরেছে, এটাই তার প্রমাণ।

ভিডিও বার্তায় প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ার কথা জানালেন কিলিয়ান এমবাপে।

বাদ একাধিক ব্রাজিল তারকা

কোপায় নেই ক্যাসেমিরো

রিও ডি জেনেইরো, ১১ মে : আসন্ন কোপা আমেরিকার জন্য ব্রাজিলের দল ঘোষণা হয়েছে। প্রত্যাশামতো দলে নেই নেইমার। চোটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে দলের বাইরে তিনি। তবে আশ্চর্যজনকভাবে দলে স্থান পাননি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার ক্যাসেমিরো। চলতি মরশুমে অবশ্য তাঁকে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। এছাড়াও রিচার্লিসন, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, অ্যান্টোনির মতো তারকারাও দলে স্থান পাননি। তবে ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল জুনিয়ারের ঘোষিত দলে বড় চমক প্রতিভাবান ফুটবলার এনড্রিকের সুযোগ পাওয়া। ১৭ বছরের এই বিস্ময় বালককে আগামী মরশুমে রিয়ালের জার্সিতে দেখা যাবে।

প্রত্যাশিতভাবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই সেরা গোলকিপার অ্যালিসন বেকার ও এডারসন মোয়ারেসকে দলে রেখেছেন ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল। রক্ষণভাগে এডের মিলিটাও, মার্কুইনোস, ড্যানিলোর মতো ডিফেন্ডাররা ব্রাজিলকে ভরসা দিতে তৈরি। মাঝমাঠে ডোরিভালের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন লুকাস পাকুয়েতা, ব্রুনো গুইমারায়েসের মতো মিডিও। নেইমারের অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলের আক্রমণভাগকে নেতৃত্ব দেবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তাঁর সঙ্গে রডরিগো, রাফিনহার মতো তারকারা তো রয়েইছেন। কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ ২৫ জুন কোস্টারিকার বিরুদ্ধে।

পয়া ভুবনেশ্বর ছুঁয়ে প্যারিস যাবেন নীরজ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মে : টোকিও যাওয়ার আগে ভুবনেশ্বরে কিছুদিন অনুশীলন। আর তাতেই এসেছে বহুকাঙ্ক্ষিত অ্যাথলেটিক্সের সোনা। ফলে এই শহর শুধু তাঁর প্রিয় নয়, আজও পয়া মানেন ভুবনেশ্বরকে।

২৭তম জাতীয় ফেডারেশন সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর একদিন আগে তাই ঘুরেফিরে সবার মুখে শুধুই সোনার ছেলের কথা। শুক্রবার রাতে দোহা ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় হয়েছেন মাত্র ২ সেন্টিমিটারে পিছিয়ে থেকে। দু'দিন বাদেই ভুবনেশ্বরে আবার নামতে চলেছেন নীরজ চোপড়া। এবার একেবারে দেশি ফেডারেশন কাপ জাতীয় সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। কিন্তু এতদিন বাদে কেন এই ঘরোয়া মিটে নামার জন্য এত আগ্রহী হলেন তিনি? জানা গেল, টোকিও যাওয়ার আগে কিছুদিন প্রস্তুতি নেন ভুবনেশ্বরে। তারপর আসে অলিম্পিক সোনা। তাই পয়া বলে মনে করেন এই শহরকে। এবার প্যারিস অলিম্পিকের আগেও তাই একবার ছুঁয়ে যেতে চাইলেন ভুবনেশ্বরকে। তিনি আসছেন ১৩ তারিখ রাতে। ১৪ মে বাছাই পর্ব ও পরদিন ফাইনালে অংশ নিয়ে ফের চলে যাবেন বিদেশের ট্রেনিংয়ে। টোকিও অলিম্পিকের পর এই প্রথম এদেশের মাটিতে কোনও প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে এই তারকাকে। তাঁর সঙ্গে আসছেন নীরজের সতীর্থ কিশোর জেনাও। এবার ডায়মন্ড লিগে নবম স্থানে শেষ করে যথেষ্ট হতাশ করেছেন ওডিশারই এই জ্যাভলিন থ্রোয়ার। তবে তাঁকে নিয়েও আগ্রহ থাকবে এবারের মিটে।

১৮০ জন মহিলা অ্যাথলিট সহ মোট ৭০০ প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন এবারের মিটে। নীরজ ও কিশোর দুজনই ইতিমধ্যে প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতার্জন করে ফেলেছেন। একইভাবে বাহামায় অনুষ্ঠেয় বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স রিলেতে ৪x৪০০ মিটার রিলেতে যোগ্যতামান পার করেছে পুরুষ রিলে দলও। এছাড়াও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত ইভেন্টেও নামবেন ওই দলের অন্যতম সদস্য আমোজ জ্যাকব। তিনি নিজেই এদিন বলেছেন, 'ব্যক্তিগত ৪০০ মিটারে নামছি আমার নিজের বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করতে।' তাঁর ইভেন্টেরও যোগ্যতা অর্জন পর্ব ১৪ তারিখ ও পদক রাউন্ড ১৫ মে। তিনি এদিন বাহামার প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও কথা বলেছেন, 'ওখানে দ্বিতীয় রাউন্ডে খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে আমাদের। কিন্তু আমরা সকলেই খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে অলিম্পিক গেমসের যোগ্যতামান পার করতে পারব। প্যারিসের টিকিট জোগাড় করতে পেরে সকলেই খুব খুশি।' জ্যাকব ছাড়াও মুহম্মদ আজমল, জ্যোতিকা ডান্ডি ও শুভা ভেঙ্কাটেশনও ভুবনেশ্বরের মিটে অংশ নিতে চলেছেন। টিফ অ্যাথলেটিক্স কোচ রাধাকৃষ্ণণ নায়ার জানিয়েছেন, এরপর হরিয়ানার পাঁচকুলায় ২৭ থেকে ৩০ জন ৬৩তম জাতীয় আন্তঃরাজ্য সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। যা প্যারিস অলিম্পিকের জন্য শেষ ঘরোয়া বাছাই প্রতিযোগিতা। তাঁর বক্তব্য, 'প্যারিস অলিম্পিকে যোগ্যতামান পার করার শেষ তারিখ ৩০ জুন। পাঁচকুলাতেই শেষ সুযোগ পাবেন অ্যাথলিটরা।' যেমন পাঁচজন পুরুষ রেস ওয়াকার গত এপ্রিলে তুরস্কে হাঁটা প্রতিযোগিতার যোগ্যতামান পার করেছেন। কিন্তু প্যারিস যাওয়ার সুযোগ পাবেন তিনজন। সেই বাছাই হবে পাঁচকুলায়। এঁরা ছাড়াও নয়না জেমস, সাইলি সিং (দুজনই লং জাম্প), তাজিন্দারপাল সিং তুররা (শটপাট) নামবেন প্যারিসের যোগ্যতা অর্জন করতে।

এবারের এই মিটে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের অ্যাথলিটরাও অংশ নিচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে।

আজ শুরু সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স

ফেডারেশন কাপে নীরজ চোপড়ার সঙ্গে দেখা যাবে কিশোর জেনাকেও।

প্রস্তুতি শুরু করলেন স্টিমাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : সরকারিভাবে প্রস্তুতি শিবির শুরু হল জাতীয় ফুটবল দলের।

শুক্রবার ফুটবলাররা প্রায় সকলেই এসে গেলেও হেড কোচ ইগর স্টিমাক আসেন বেশি রাতে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এদিন থেকেই শুরু হল কুয়েত ও কাতার ম্যাচের প্রস্তুতি। মোট ১৯ জন ফুটবলার নিয়ে প্রথমদিনের অনুশীলনে নামেন স্টিমাক ও তাঁর সহকারী মহেশ গাউলি। ভুবনেশ্বরের এই শিবিরে বাকি ১৩ জন ফুটবলার যোগ দেবেন আগামী ১৫ তারিখ। মোট ৪১ জনের তালিকা থেকে ৯ জন যোগ দিচ্ছেন না চোট-আঘাত ও ব্যক্তিগত কারণে। যা সরকারিভাবে জানানো হল এদিন। তাঁরা হলেন নাওরেম রোশন সিং, মহম্মদ ইয়াসির, ভিবিন মোহানন, রাহুল কেপি, ইশাক রালতে, আকাশ মিশ্র, আপুইয়া রালতে, দীপক টাংরি ও লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়া।

প্রথম দফার তালিকায় নাম থাকলেও সুনীল ছেত্রী এসে পৌঁছাননি শেষপর্যন্ত। তিনিও ১৫ তারিখই বাকিদের সঙ্গে ভুবনেশ্বর পৌঁছাবেন। এদিন প্রথম দফার ফুটবলারদের সকালে জিম সেশনের পর বিকেলে মাঠে অনুশীলন করানো হয়।

অনুশীলনের ফাঁকে মহেশ গাউলির সঙ্গে আলোচনায় ইগর স্টিমাক।

শুভমান-সাই জুটিতে মজে প্রাক্তনরা

গিলের ২৪ লক্ষ জরিমানা

আহমেদাবাদ, ১১ মে : শুভমান গিল এবং বি সাই সুদর্শনের 'জুটিতে লুটি' ব্যাটিং তাণ্ডবের ঘোর এখনও যেন কাটছে না বিশেষজ্ঞ মহলের। ওপেন করতে নেমে দুইজনই শতরান করেন চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে।

শুক্রবার ওপেনিং ব্যাটিংয়ে যেন খোলস থেকে বেরিয়ে এলেন সুদর্শন। ৫১ বলে ১০৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস উপহার দিলেন তিনি। যোগ্য সঙ্গ পেয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচের রান খরা কাটিয়ে ৫৫ বলে ১০৪ রানের আগ্রাসী ইনিংস খেললেন শুভমান।

তারপরই এই জুটির প্রশংসায় মজে গ্রেম স্মিথ থেকে রবি শাস্ত্রী, টম মুডি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক স্মিথের মতে, 'সুদর্শন একদমই প্রচারের আলো পায় না। যদিও গুজরাটের সবচেয়ে বেশি রান করেছেন তিনিই। এবং ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত ১০০০ রানের রেকর্ডও তাঁর দখলে। ওকে নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হওয়া উচিত।' সুদর্শন যেভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তা নিয়ে স্মিথের মত, 'চাপের সময়ে ও অসম্ভব ঠান্ডা মাথায় খেলেছে। চেন্নাইয়ের সব প্রশ্নের উত্তর যেন আগেই তৈরি ছিল ওর কাছে। ও জানে কখন বড় শট খেলতে হবে আর কখন এক দুইয়ে স্কোর বোর্ড সচল রাখতে হবে।'

অন্যদিকে মুডি বলেছেন, 'গিল-সুদর্শন জুটি একে অপরকে বুঝে খেলেছে এবং এক্ষেত্রে ওদের বন্ধুত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ।' গিলের শতরানের পেছনে অন্য কারণ খুঁজেছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। বলেছেন, 'ও নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছে বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পেয়ে। ব্যাপারটাকে ওর ইতিবাচক রূপে দেখা উচিত। এটা ওকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। গিলের যা ক্ষমতা ও যে কোনও বিশ্বকাপ দলে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু ভারতে এত প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে যে গিল সুযোগ পায় না।'

> শুভমান নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছে বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পেয়ে। ব্যাপারটাকে ওর ইতিবাচক রূপে দেখা উচিত। এটা ওকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

এদিকে, মন্থর ওভার রেটের কারণে গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমানকে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মন্থর ওভার রেট নিয়ে চলতি আইপিএলে দুইবার জরিমানার মুখে পড়তে হল গুজরাটকে। তাই ইমপ্যাক্ট সাব সহ দলের মোট ১২ জন ক্রিকেটারের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ অথবা ৬ লক্ষ টাকা কাটা হবে।

এক ম্যাচ নির্বাসিত ঋষভ

বেঙ্গালুরু, ১১ মে : দুইটি দলের জন্যই মরণবাঁচন ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন ঋষভ পন্থকে পাবে না দিল্লি ক্যাপিটালস। শেষ ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকলেও স্লো ওভার রেটের জন্য বিসিসিআই তাঁকে কড়া শাস্তি দিয়েছে। এক ম্যাচ নির্বাসনের পাশাপাশি পন্থকে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে দুটি ম্যাচ স্লো ওভাররেটের

> হারলেই বিদায় বেঙ্গালুরুর

জন্য ম্যাচ ফি-র কিছু শতাংশ জরিমানা করা হয়। তৃতীয়বার একই অপরাধ করলে নির্বাসন সহ জরিমানার শাস্তি রয়েছে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার তৃতীয় ম্যাচে স্লো ওভার রেটের জন্যই দিল্লির অধিনায়ককে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গোটা দলকেও জরিমানা করা হয়েছে।

অন্যদিকে হারলেই বিদায়, এমন অবস্থা থেকে টানা চার ম্যাচ জিতে প্লে-অফের আশা জিইয়ে রেখেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যদিও তাদের প্লে-অফে ওঠা অনেকটাই নির্ভর করেছে অন্য ম্যাচের ফলগুলির ওপর। কিন্তু সেইসব হিসাবনিকাশ করার অবকাশই থাকবে না যদি রবিবার তারা ঘরের মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে হারে। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে দিল্লি। সমসংখ্যক ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে সাতে বেঙ্গালুরু। দিল্লি ছাড়াও চেন্নাই সুপার কিংস ও লখনউ সুপার জায়েন্টসও ১২ পয়েন্টে আছে। বেঙ্গালুরুর পাশাপাশি গুজরাট টাইটান্সের সংগ্রহেও ১০ পয়েন্ট। সবারই দুটি ম্যাচ বাকি। পরিস্থিতি যা, তাতে অন্তত ১৪ পয়েন্ট পর্যন্ত না পৌঁছোলে প্লে-অফের আশা নেই।

তবে কিং কোহলির ব্যাটে নতুন করে বাঁচার আশা দেখছে বেঙ্গালুরু। ৬৩৪ রান করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী তিনি। আবার শেষ ম্যাচে প্রায় ২০০ স্ট্রাইক রেটে ৯২ রানের ইনিংস খেলে রান তোলার গতি নিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করেছেন। তাঁর পাশাপাশি গোটা দলটাই ছন্দে রয়েছে। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে যে বোলিং বিভাগকে সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল, তারাই আরসিবির টানা জয়ে অন্যতম প্রধান কারিগর।

আবার ব্যাট হাতে শুরুতেই বিপক্ষকে নক আউট পাঞ্চ মারছেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক। ২৩৬ স্ট্রাইক রেটে ৩০৯ রান করে ফেলেছেন এই অজি ওপেনার। শেষ ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে দিল্লির জয়ের ভিত গড়েছিলেন বাংলার অভিষেক পোড়েল। ঋষভের অনুপস্থিতিতে তাঁদের ওপর যেমন বাড়তি দায়িত্ব থাকবে, তেমনই বিরাট বনাম কুলদীপ যাদবের লড়াইয়ের দিকেও নজর রাখতে হবে।

দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলনের নতুন অবতারে দেখা গেল ঋষভ পন্থকে। হয়ে উঠলেন যেন ডানহাতি ইরফান পাঠান।

প্র্যাকটিসে রবীন্দ্র জাদেজাকে অনুকরণ করে বোলিংয়ে ট্রেন্ট বোল্ট।

অলিম্পিক আয়োজনে তৈরি ভারত : অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ১১ মে : আগামী দিনে অলিম্পিকের আয়োজনের জন্য ভারত তৈরি, যা আরও একবার জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য বিড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। তবে ২০২৬ বা ২০২৭-এর আগে আয়োজক দেশের নাম ঠিক করা সম্ভব নয় বিশ্ব অলিম্পিক সংস্থার পক্ষে। কারণ, আগামী বছর সংস্থার সভাপতি নির্বাচন রয়েছে। তবে বর্তমান সভাপতি থমাস বাখের সমর্থন থাকায় অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। অলিম্পিক প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা অলিম্পিক আয়োজনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছি। খুব সহজেই আমরা তা করতে পারব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আইপিএলের সময় লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। তাই অলিম্পিকের আয়োজন করতে পারলে আমাদের দেশ অনেক উপকৃত হবে।' পাশাপাশি তিনি জানান, আসন্ন টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পদক সংখ্যা দুই অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে। আপাতত ভারত ২০৩০ যুব অলিম্পিকের আয়োজক দেশ হতে মরিয়া।

এদিকে, পঞ্চম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেলেন নিশা দাহিয়া। শুক্রবার অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৬৮ কেজি বিভাগের ফাইনালে তিনি হারান রোমানিয়ার আলেকজান্দ্রা অ্যানহেলকে। এর ফলে প্রথমবার ভারত থেকে পাঁচজন মহিলা কুস্তিগির অলিম্পিকে অংশ নিতে চলেছেন।

প্লে-অফে কেকেআর

কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৭/৭
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৩৯/৮

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ মে : লক্ষ্যপূরণ।

প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে জোড়া পয়েন্ট। যার সুবাদে একডজন ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত।

দিন আটেক আগে ১৬৯ রানের পুঁজি নিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১২ বছর পর মুম্বই বধ সেরেছিল শাহরুখ খান ব্রিগেড। আজ বৃষ্টিবিঘ্নিত ১৬ ওভারের ম্যাচে হাতে ১৫৭ রান নিয়ে তারই পুনরাবৃত্তি। 'থ্যাংক ইউ কলকাতা' ব্যানার নিয়ে জুহি চাওলা, আন্দ্রে রাসেলদের ইডেনে ভিকট্রি ল্যাপ টিম শাহরুখের।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো ব্যাটিং একসময় (৬৫/০) আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। কিন্তু সুনীল নারায়ণ (২১/১), বরুণ চক্রবর্তীর (১৭/২) স্পিন-জুটি সেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

তাল ঠোকেন আন্দ্রে রাসেল (৩৪/২)। ত্রয়ীর প্রচেষ্টার ফল হার্দিক পান্ডিয়ার দলকে ১৩৯/৮ স্কোরে আটকে দিয়ে ১৮ রানে জয়। সফল ব্যাট হাতে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (২১ বলে ৪২) লড়াই।

টসে হারের পর নাইটদের ব্যাটিং-ভরাডুবিতে প্রমাদ গুনেছিলেন অনেকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ১৬ ওভারের ম্যাচে মুম্বইয়ের লক্ষ্য ১৫৮। যদিও সেই মঞ্চে আগাগোড়া অস্বস্তিতে রোহিত শর্মা। শেষপর্যন্ত রোহিতের অস্বস্তি দূর বরুণের হাত ধরে। জঘন্য শটে ১৯ রানে (২৪ বলে) ডাগআউটের পথে রোহিত। বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কপালের ভাঁজ যা বাড়াবে।

রোহিত-বধের আগে বিপজ্জনক ঈশানকে (২২ বলে ৪০) ফেরান নারায়ণ। ব্যাটিংয়ে গোল্ডেন ডাক। ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টায় নাইটদের হয়ে প্রথম ধাক্কা নারায়ণের সৌজন্যে। সূর্যোদয় আটকে দেন রাসেল। অফস্টাম্পের বাইরের বল অনসাইডে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন সূর্য (১৪ বলে ১১)। যদিও তা বাউন্ডারির আগে রামনদীপ সিংয়ের হাতে জমা পড়ে যায়।

টিম ডেভিডও (০) রাসেলের শিকার। ত্রয়ীর প্রচেষ্টার ফল ৬৫/০ থেকে ৯২/৫ হয়ে যায় মুম্বই। নমন ধীরের (৬ বলে ১৭) হঠাৎ ঝড়ে আতঙ্ক ছড়ালেও তা সাময়িক। চেষ্টা চালিয়ে নাইটদের প্লে-অফ যাত্রা আটকাতে ব্যর্থ তিলক ভার্মা (৩২)।

নাইটদের বিজয়রথ, প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার ম্যাচের শুরুতে সান্ধ্যকালীন ইডেনে একটাই প্রার্থনা— রেইন রেইন, গো অ্যাওয়ে! বৃষ্টির জলছবি। সকালে রোদ। বেলা বাড়ার সঙ্গে আকাশের মুখ ভার। পূর্বাভাস ছিলই। যদিও বৃষ্টিকে তুড়ি মেরে ইডেন প্রায় হাউসফুল। ক্রিকেট-দেবতাও হতাশ করেননি। পৌনে ২ ঘণ্টা দেরিতে ম্যাচ শুরু রাত ৯.১৫টায়। ২০-র বদলে ১৬ ওভারের ম্যাচ, যেখানে ষোলোকলা পূরণ নাইটদের।

শুরুটা আশঙ্কা বাড়িয়ে। স্কোরবোর্ডে ১০ রান ওঠার আগে ডাগআউটে দুই ওপেনার ফিল সল্ট (৬) ও সুনীল নারায়ণ (০)। বৃষ্টিভেজা গ্যালারির অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ম্যাচের প্রথম বলটাই লংঅফের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পরই ডাগআউটে সল্ট। জসপ্রীত বুমরাহর ইনসুইং ইয়র্কারে জাজমেন্ট দিয়ে বোল্ড নারায়ণ!

নিজের প্রথম বলটাই একেবারে নিখুঁত জায়গায়। ঠকে যান নাইটদের বিস্ফোরক শুরুর সেরা অস্ত্র ক্যারিবিয়ান তারকা। ব্যাটিং-

জোড়া উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস বরুণ চক্রবর্তীর।

দ্রুত ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর লড়লেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। শনিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

পরিকল্পনা করেই রোহিত শিকার বরুণের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মে : থ্যাংক ইউ কলকাতা!

হর্ষিত রানার শেষ ডেলিভারিটার পরই 'বি' ব্লকের হসপিটালিটি বক্সে লাফিয়ে উঠলেন জুহি চাওলা। শাহরুখ খানের (বাদশা আজ ছিলেন না) মেয়ে সুহানা রীতিমতো নেচে উঠলেন।

প্রথম দল হিসেবে সপ্তদশ আইপিএলে প্লে-অফ নিশ্চিত করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বড় অঘটন না হলে প্রথম দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়স আইয়ারদের থাকাও নিশ্চিত। সঙ্গে ২০১৪ সালের পর আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে দুইবার হারানোর মধ্যেও লুকিয়ে অদৃশ্য তৃপ্তি। নিট ফল, রাতের ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই দখলের পর দলের পতাকা নিয়ে নাইটদের ভিকট্রি ল্যাপ।

রাতের ইডেন বড্ড মায়াবী। একদিকে মাথা নিচু করে ইডেনের বরপুত্র রোহিত শর্মা। অন্যদিকে, আবেগে ডুবে নাইটরা। মিচেল স্টার্ক মাঠকর্মীদের সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। তার মধ্যেই মেন্টর গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কেকেআর সিইওর দীর্ঘ আলোচনা। নিশ্চিতভাবেই আগামীর পরিকল্পনায় ডুবে ছিলেন তাঁরা। সবচেয়ে চনমনে ছিলেন আন্দ্রে রাসেল। ২০২১ সালের পর ফের প্লে-অফ নিশ্চিত হল আজ। সাফল্য ও আবেগের সাগরে ডুবে দ্রে রাস সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলছিলেন, 'স্কাইয়ের উইকেটটা স্পেশাল। ও একজন দুর্দান্ত ৩৬০ ডিগ্রি ক্রিকেটার। ওকে ফেরানোর পরই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম জয় আসছে।'

আর রাতের ইডেনে নাইটদের জয় ও প্লে-অফ নিশ্চিত হওয়ার পর ম্যাচের সেরা বরুণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'উইকেট শুরুতে ফ্ল্যাট হলেও পরের দিকে বোলারদের জন্য সহায়তা ছিল। রোহিতের (শর্মা) বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। ওকে অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলাতে চাইছিলাম। সেভাবেই পেয়েছি উইকেটটা। ভালো লাগছে প্লে-অফে পৌঁছোতে পেরে।' অতীতে কখনও রোহিতের উইকেট পাননি বলেই ভারত অধিনায়ককে আউট করে একটু বেশিই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন বরুণ।

সর্বস্ব লিগে বুমরাহ কেন স্পেশাল— শনিবাসরীয় ডুয়েলে ফের বোঝালেন। ১০/২ থেকে দলকে লড়াইয়ে ফেরানোর কাজ অসমাপ্ত রেখে আউট অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও (৭)।

কঠিন পরিস্থিতিতে ফের ত্রাতা ভেঙ্কটেশ। সামনে মুম্বই মানে ভেঙ্কির ব্যাট চওড়া। ওয়াংখেড়েতেও সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝেও ম্যাচ জেতানো ব্যাটিং করেছিলেন। ১২ বছর পর ওয়াংখেড়েতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া। শনিবাসরীয় ইডেনেও ভেঙ্কির হাত ধরে লড়াইয়ে ফেরা নাইটদের।

খুচরো রান নিতে গিয়ে ছোড়া বলে হাটুতে চোট পান। দীর্ঘ শুশ্রূষার পর ফের উঠে দাঁড়ান। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বুমরাহদের (৩৯/২)। বুমরাহকে ফ্লিক করে সোজা গ্যালারিতেও ফেললেন একবার। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা নীতীশ রানাও ৩৩ রানের কার্যকর ইনিংস উপহার দিলেন। দুর্ভাগ্য নীতীশের। খুচরো রান নিতে গিয়ে রাসেলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট।

অসম্পূর্ণ রাসেল শো-ও। দ্বিতীয় বলেই ছক্কা। যদিও জোড়া ছক্কা, বাউন্ডারিতে ১৪ বলে ২৪— রাসেলকে নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। শেষপর্যন্ত ১২৫/৬ থেকে নাইটদের স্কোর ১৫৭/৭-এর বেশি নিয়ে যেতে পারেননি রিঙ্কু সিং (২০), রামনদীপরা (১৭)। বরুণদের বোলিং দাপটে যা যথেষ্ট ছিল মুম্বই-বধে।

বৃষ্টিতে তখন খেলা বন্ধ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ড্রেসিংরুমে গিয়ে গল্প জমালেন রোহিত শর্মা। শনিবার।

নাইট সাজঘরে আড্ডা রোহিতের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ মে : মাঠ সাদা কভারে ঢাকা।

রিমঝিম ঘিরে শ্রাবণের বিকেল। কাকভেজা ইডেন গার্ডেন্স। গ্যালারিতে সাততাড়াতাড়ি হাজির ইডেন-জনতা মাথার ওপর ছাদ খুঁজে নিতে ব্যস্ত। ইডেনের বাইরে তখন বৃষ্টিভেজা হয়েই মাঠমুখী হাজারোর ভিড়। সন্ধে হতে না হতেই বৃষ্টির চোখরাঙানি প্রবল। হতাশার জলছবি ইডেনের চলতি লিগের শেষ ম্যাচ ঘিরে। হতাশার ছবি দুই সাজঘরেও। জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, কায়রন পোলার্ডরা মাঠের দিকে তাকিয়ে। মুখ গম্ভীর। ঈশান কিষান অবশ্য বিন্দাস মেজাজেই। খোশমেজাজে রোহিত শর্মাও। তবে মুম্বইয়ের বদলে নাইট সাজঘরে। ভরত অরুণ, বরুণ চক্রবর্তী, মণীশ পান্ডে, শ্রেয়স আইয়ারদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা। সূর্যকুমার যাদবও মাঝে পা মেলালেন রোহিতদের যে আড্ডায়।

রোহিত যেখানে বক্তা, শ্রোতার ভূমিকায় বাকিরা। বৃষ্টি-বিড়ম্বনা নিয়ে হেলদোল নেই। ফুরফুরে মেজাজে। যে ছবির মধ্যে কেউ কেউ দুয়ে দুয়ে চার করতে পারেন। গতকাল ইডেনে হার্দিক, রোহিতের মধ্যে দূরত্ব ভালোমতো টের পাওয়া গিয়েছিল। এরমধ্যে বিতর্কিত ভিডিওয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ত্যাগের বার্তা রোহিতের।

মুম্বই ছাড়লে আগামী মেগা নিলামে একাধিক দল রোহিতকে নিতে আগ্রহী। খবর, তালিকায় কলকাতা নাইট রাইডার্সও রয়েছে। হিটম্যান নিজেও মুম্বইয়ের বাইরে কখনও সুযোগ হলে নাইট জার্সিতে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। সৌজন্যে পয়া ইডেন। জানিয়েছিলেন, আইপিএলে হোম গ্রাউন্ড ইডেন হলে খারাপ হয় না।

গঙ্গাপাড়ের নন্দনকানন কখনও খালি হাতে ফেরায়নি তাঁকে। প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি, অধিনায়ক হিসেবে প্রথম আইপিএল খেতাব, সর্বাধিক ২৬৪ রানের ওডিআই বিশ্বরেকর্ড- সবকিছু ইডেনের বাইশ গজে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নাইট সাজঘরে রোহিতের জমিয়ে আড্ডা কি তারই ইঙ্গিত?

বিতর্কিত ভিডিয়োয় দল ছাড়ার ইঙ্গিত

সবকিছু ছাপিয়ে রোহিত-অভিষেক নায়ারের ভিডিও বিতর্ক। নেতৃত্বের ব্যাটন-বদলের পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অন্দরমহলের ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল। দল ছাড়ছেন, সেই সম্ভাবনায় কার্যত সিলমোহর রোহিতের। প্রাক্তন সতীর্থ, নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেকের সঙ্গে গতকাল ইডেন ছাড়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন।

কেকেআরের তরফে এদিন সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই হইচই। যেখানে দলের বর্তমান পরিবেশ নিয়ে নিজের হতাশা আড়াল করেননি ভারত-অধিনায়ক। কার্যত পরিষ্কার করে দিয়েছেন, প্রিয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে ১৩ বছরের সম্পর্কের ইতি টানছেন। ভিডিও পোস্টের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। বিতর্কের আন্দাজ পেয়ে পত্রপাঠ যা ডিলিটও করে দেয় কেকেআর। ততক্ষণে অবশ্য বিষয়টি সবার সামনে চলে এসেছে। রোহিতকে যেখানে বলতে শোনা গিয়েছে, 'সবকিছু বদলে যাচ্ছে (মুম্বই শিবিরের)। এটা ওদের ব্যাপার। যাইহোক, ওটা তো আমারও বাড়ি। ওই মন্দির আমি নিজের হাতে বানিয়েছি।'

সেই মন্দিরে ক্রমশ 'ব্রাত্য' হয়ে পড়া। ফ্র্যাঞ্চাইজির যে সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না। পালটা জবাব দেওয়ার পালা এবার রোহিতের। আর সেটা যে প্রিয় দল থেকে সরে দাঁড়ানো। আইপিএল নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অভিষেককে রোহিত আরও বলেছেন, 'ভাই আমার আর কী, এটাই তো আমার শেষবার।'

মুম্বই-রোহিত সম্পর্কে সম্ভাব্য বিয়োগান্ত সুরের মাঝে নাইট-রোহিত নতুন রসায়ন? উত্তর সময়ের হাতে। ইডেনের অন্যতম বরপুত্রকে নিয়ে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহের অভাব যে নেই, তা পরিষ্কার বৃষ্টিভেজা ইডেনের গ্যালারিতে তুলে ধরে এক ভক্তের 'মুম্বই চা রাজা, রোহিত শর্মা'-র ব্যানারে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রকৃত মৃত্যু তখনোই হয়, যখন একজন মানুষের শুভ চেতনার মৃত্যু ঘটে। তুমি আছো এবং থাকবে আমাদের হৃদয়ে।
আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয়, স্বর্গীয় সজলদার বিদেহী আত্মার প্রতি, অশ্রু সজল নয়নে শতকোটি প্রণাম রইল।
Aristo ফ্যামিলি- শিলিগুড়ি ইউনিট।

ধোনি আনন্দ দিচ্ছে, এটাই যথেষ্ট : শেহবাগ

গোলের পর লাফ ফিল ফোডেনের।

আহমেদাবাদ, ১১ মে : চলতি আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটিং অর্ডার অন্যতম আলোচনার বিষয়। পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে নয় নম্বরে নামায় মাহিকে নিয়ে মিমের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। শুক্রবার গুজরাট কিংসের বিরুদ্ধে আট নম্বরে নেমে তিন ছক্কায় এমএসডি দর্শকদের আনন্দ দিলেও চেন্নাই সুপার কিংস ৩৫ রানে হেরে যায়। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগ অবশ্য হলুদ ব্রিগেডের হার-জিতের থেকেও মহেন্দ্রবাবুর উপস্থিতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গতকাল ধোনি ব্যাট হাতে নামার পর নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে এক মাহিভক্ত সটান মাঠে পৌঁছে যান। সেই ভক্তের ধোনিকে প্রণাম করার ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। ম্যাচের পর গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিলও স্বীকার করে নিয়েছিলেন, 'মাহিভাই যে মাঠেই খেলে, সেটাই সিএসকে-র ঘরের মাঠ হয়ে যায়। শুক্রবার আমরা চার-ছক্কা মারার সময় সমর্থকরা উল্লাস করছিল। কিন্তু চিপকে দেখেছি, আমরা বাউন্ডারি মারলে বা উইকেট পেলে গোটা স্টেডিয়ামে নীরবতা কাজ করে।'

মাহি ম্যানিয়ায় মজে বীরুও। বলেছেন, 'ধোনির ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তর্ক বন্ধ হওয়া উচিত। ও কী করছে, সেটা ধোনি খুব ভালো করে জানে। ধোনি কত নম্বরে নামবে তা একেবারেই ধোনির সিদ্ধান্ত। আমি এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে চাই না। ও যেখানে ইচ্ছা সেখানে নামতে পারে। ধোনি দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছে, এটাই যথেষ্ট। চেন্নাই জিতল না হারল তাতে কী আসে যায়? ধোনি-দর্শনই ভক্তদের কাছে মূল আকর্ষণ।'

মাঠেই মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রণাম ভক্তের। আহমেদাবাদে শুক্রবার।

পাঞ্জাব ম্যাচের পর ধোনির পাশে দাঁড়িয়ে সিএসকে-র কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং বলেছিলেন, 'নয় নম্বরে নামছে বলে এমএসের প্রভাবকে খাটো করে দেখার মানে হয় না। আমরা জানি, ধোনি কী দিতে পারে। তাই ওর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আলোচনার মানে হয় না।'

ঘটনা হল, মাহির ব্যাটিং অর্ডার শিরোনামে থাকলেও শুক্রবার হারের জেরে ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে থাকা চেন্নাই প্লে-অফের রাস্তা কিছুটা কঠিন করে ফেলেছে। সমীকরণ বলছে, বাকি থাকা দুই ম্যাচ জিতলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের হাতে প্লে-অফের টিকিট চলে আসবে। অন্যথা হলে বাকি দলগুলির দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে সিএসকে-কে। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার চলতি আইপিএলের অন্যতম সেরা দল রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হচ্ছেন রুতুরাজরা।

মাথিশা পাথিরানা, মুস্তাফিজুর রহমান, দীপক চাহার না থাকায় চেন্নাইয়ের বোলিং যে কমজোরি হয়ে পড়েছে সেটা শুক্রবার শুভমান গিল ও বি সাই সুদর্শন ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চিপকে আগামীকাল চেন্নাই বোলিংয়ের ফাঁকফোকর কাজে লাগানোর চেষ্টায় থাকবেন জোশ বাটলার, যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসনরা। ফলে ফর্মে থাকা রাজস্থানের ব্যাটিং লাইনআপ তুষার দেশপান্ডে, এমনিতেই গত চারটি সাক্ষাৎকারে প্রতিবার রাজস্থান জয়ের মুখ দেখেছে। আগামীকাল আরও একটা জয় রাজস্থানের প্লে-অফের টিকিট পাকা করবে।

ব্যাটিং বিভাগেও সমস্যা রয়েছে সিএসকে-র। অধিনায়ক রুতু ও শিবম দুবে ছাড়া চেন্নাইয়ের কোনও ব্যাটার ফর্মে নেই। সবচেয়ে বেশি সমালোচনা চলছে আজিঙ্কা রাহানেকে নিয়ে। প্রাক্তন ওপেনার আকাশ চোপড়ার প্রশ্ন, অফফর্মে থাকা রাহানেকে কেন চেন্নাই শিবির বয়ে বেড়াচ্ছে? আগামীকাল হলুদ ব্রিগেড উত্তর খুঁজে না পেলে ট্রেন্ট বোল্ট-যুযবেন্দ্র চাহালরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবেন না।

ঘুরেফিরে উঠে আসছে ধোনির প্রসঙ্গ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রবিবারই হয়তো চিপকে নিজের শেষ আইপিএল ম্যাচে নামতে চলেছেন মাহি। ইয়েলো আর্মির ভক্তরা চিপকের সর্বেখেতে হয়তো শেষবারের মতো একটা মাহি স্পেশালের অপেক্ষায় থাকবেন।

আইপিএলে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস
বনাম
রাজস্থান রয়্যালস

স্থান : চেন্নাই
খেলা শুরু : দুপুর ৩.৩০ মিনিট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস

স্থান : বেঙ্গালুরু
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

ফের লিগ শীর্ষে ম্যান সিটি

লন্ডন, ১১ মে : শেষ ল্যাপে এসে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে ফুলহামকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন জসকো ভার্ডিওল। অপর গোল দুইটি ফিল ফোডেন ও হুলিয়ান আলভারেজের। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা আপাতত ৩৬ ম্যাচে ৮৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। সমসংখ্যক ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলবেন বুকায়ো সাকারা। চ্যাম্পিয়নশিপে টিকে থাকতে গেলে এই ম্যাচ জিততে হবে আর্সেনালকে।

পায়ুর শিরায় স্ফীতি
PILES এর বিনা অপারেশন
আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

অর্শের রক্তাক্ত আলসার, একাধিক স্থানে মুখ, রক্তপাত হওয়া, জ্বলন, বসতে গেলে অসুবিধা এবং অর্শে আরাম প্রথম দিন থেকে
JOLLY বাসীর
ক্যাপসুল ও জেল
Helpline:95925-52000 প্রতিটি মেডিকেল স্টোরে পাওয়া যায়।

ক্রিকেটকে বিদায় জিমির

লন্ডন, ১১ মে : কেরিয়ার নিয়ে জল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। চল্লিশ পার করেও সমানতালে লাল বলের ক্রিকেটে পারফর্ম করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে সমাপ্তির ঘোষণা করলেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসার জিমি অ্যান্ডারসন। দীর্ঘ দুই দশকের যাত্রা শেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানাতে চলেছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যমে জিমি বলেছেন, 'আসন্ন গ্রীষ্মে লর্ডসে হতে চলা টেস্ট ম্যাচটি আমার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। দীর্ঘ দুই দশক দেশের হয়ে খেলেছি। পরিবারের সমর্থন ছাড়া আমি এতদূর আসতে পারতাম না। ওদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' পাশাপাশি তিনি তাঁর সকল সতীর্থ ও কোচকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দীর্ঘ দুই দশক আগে এই লর্ডসের মাটিতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অ্যান্ডারসন টেস্ট ক্রিকেটের জগতে পা রেখেছিলেন। ১৮৭টি টেস্টে ৭০০ উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম পেসার হিসেবে সাতশো-র মাইলফলক স্পর্শ করার কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, এই গ্রীষ্মেই অবসর নিচ্ছেন কিংবদন্তি পেসার। এই নিয়ে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে তাঁর।

বাড়ল ক্রেটকির মেয়াদকাল

মুম্বই, ১১ মে : আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে কোচ পিটার ক্রেটকির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদকাল বাড়াল মুম্বই সিটি এফসি। চুক্তির মেয়াদকাল ১ বছর বাড়িয়ে ২০২৫-'২৬ মরশুমের শেষ পর্যন্ত পিটারের ওপর ভরসা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুম্বই ম্যানেজমেন্ট।

ক্যাস্টানেডাকে নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : ডেভিড ক্যাস্টানেডাকে পেতে আগ্রহী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এমনটাই শোনা যাচ্ছে। গত মরশুমে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র হয়ে আই লিগে খেলেছিলেন ২৮ বছরের এই কলম্বিয়ান স্ট্রাইকার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শুভেন্দু সাহু - কে 23.02.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 70483 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা আমি খুব ভালোভাবে বলতে পারি যে ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। আমাদের প্রত্যহ কাজের মাধ্যমে এক কোটি টাকা উপার্জন করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। ডিয়ার লটারি আমাকে কিছু টাকার বিনিময়ে এক কোটি টাকা জেতার সুযোগ করে দিয়েছে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।